উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

সেনসেক্স : ৮২,০৫৫.১১ (+১৫৮.৩২)

নিফটি : ২৫,০৪৪.৩৫ (+৭২.৪৫)

বিদেশিনীকে ধর্ষণ

রাজস্থানের উদয়পুরে এক ফরাসি মহিলা পর্যটককে ধর্ষণের অভিযোগ। এক ক্যাফে পার্টিতে পরিচয়ের পর অভিযুক্ত তাঁকে 'শহর ঘুরিয়ে দেখানোর' নাম করে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। ›› ৭

আজ মহাকাশে পাড়ি শুভাংশুর

সাতবার উড়ানের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নাসা ঘোষণা করেছে, ভারতীয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আগামীকাল (বুধবার) মহাকাশে পাড়ি দিতে পারেন তাঁর তিন সঙ্গী নভশ্চরকে নিয়ে। ›› ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	মালদা	রায়গঞ্জ	বালুরঘাট	শিলিগুড়ি
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৪°	৩৩°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৭°	২৭°	২৭°	২৬°

স্বপ্নভঙ্গের আশঙ্কা ভারতের ›› ১২

১০ আষাঢ় ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 25 June 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 38

নকল ধরায় অধ্যক্ষকে অপদস্থ তৃণমূল ছাত্র নেতার

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ জুন : ফের কলেজ অধ্যক্ষের কার্যালয়ে শাসকদলের নেতার 'দাদাগিরি' এবং দেখে নেওয়ার হুমকি। সোমবার এমনই ঘটনা ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে। ঘটনার প্রেক্ষিতে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মালদার জেলা শাসক। ঘটনার সূত্রপাত অবশ্য শুক্রবার। ওইদিন কলেজে প্রথম সিমেস্টার পরীক্ষা চালাকালীন চাঁচল কলেজের এক ছাত্র বেঞ্চের লেখা দেখে খাতায় লিখছিল। এমন নকল দেখতে পেয়েই ওই রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ওই ছাত্রের খাতা ১০ মিনিট আটকে রাখেন। আর এই ঘটনায় সোমবার বিকেলে হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুমিত নন্দীর অফিসে সদলবলে হানা দিয়ে তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার অভিযোগ ওঠে হরিশ্চন্দ্রপুরের শাসকদলের ছাত্র পরিষদের ব্লক ১-এর সভাপতি বিমান ঝা'র বিরুদ্ধে। পাশাপাশি, অধ্যক্ষকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় ওই ছাত্র নেতা। ঘটনার প্রেক্ষিতে ওই ছাত্র নেতা এবং তার সঙ্গীদের বিরুদ্ধে কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিশে অভিযোগ দায়ের না করলেও, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসায় নিন্দায় মুখর হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরের শিক্ষিত সমাজ। *এরপর দশের পাতায়*

Muthoot Finance গোল্ড লোন সর্বাধিক লোন রাশি* 1800 313 1212

যুদ্ধবিরতি নাটক

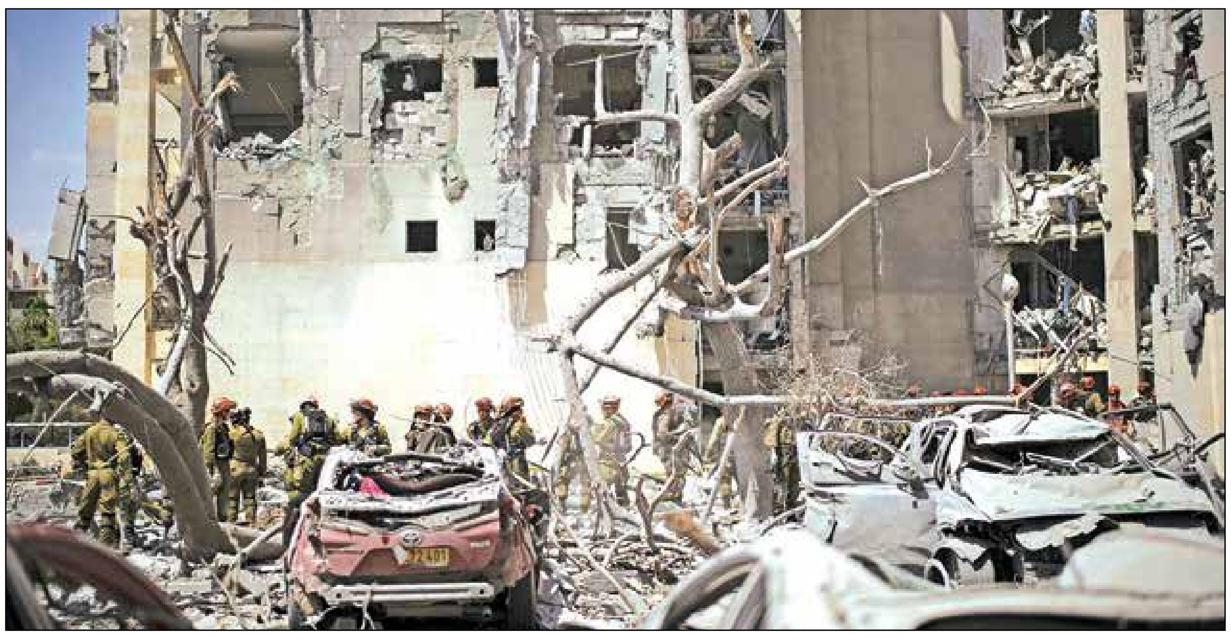

ইরানি মিসাইলে বহুতল যেন ধ্বংসস্তূপ। দেহের খোঁজে নেমেছে ইজরায়েলি সেনা। বীরশেবায় মঙ্গলবার।

কৃতিত্বে চোনা, খেপে লাল ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ২৪ জুন : যুদ্ধবিরতি কিন্তু যুদ্ধবিরতি নয়। এ যেন সুকুমার রায়ের কবিতার 'হাঁসজারু।' প্রবল পরাক্রম ডোনাল্ড ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে থেকে গেল। না মানল ইজরায়েল, না মানল ইরান। মঙ্গলবার ভোররাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘটা করে ইজরায়েল-ইরানের সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। যেমন করেছিলেন ভারত-পাকিস্তানের ক্ষেত্রে।

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ঘোষণা করে ট্রাম্প ঘুমোতে গিয়েছিলেন। তিনি ঘুমিয়ে থাকার সময়ই দক্ষিণ ইজরায়েলে আছড়ে পড়ল ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। পাল্টা তেহরানে একটি রাডারকেন্দ্র গুঁড়িয়ে দিল ইহুদি সেনাবাহিনী। ঘুম ভেঙে রাগে-ক্ষোভে, হতাশায় প্রায় চুল ছেঁড়ার দশা মার্কিন প্রেসিডেন্টের। তাঁর কথায়, 'দু'পক্ষই সংঘর্ষ বিরতির শর্ত ভেঙেছে। ইজরায়েলের পদক্ষেপ আমার ভালো লাগেনি। ইরানের ভূমিকাতেও খুশি নই।'

যদিও ভাঙলেও মচকান না তিনি। তাঁর নাম ট্রাম্প। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চিত নই যে ওরা ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করেছে। দেখছি, এসব বন্ধ করতে পারি কি না। তবে সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর রয়েছে।'

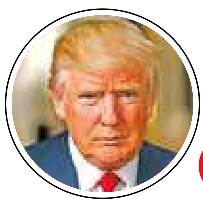

> ইজরায়েল, বোমাগুলি ফেলে দিও না। যদি করো (যুদ্ধ), তাহলে এটা বড় ধরনের উল্লঙ্ঘন হবে। এখনই তোমার পাইলটদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো!
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

পরে ট্রুথ সোশ্যালে বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, 'ইজরায়েল, বোমাগুলি ফেলে দিও না। যদি করো (যুদ্ধ), তাহলে এটা বড় ধরনের উলঙ্ঘন হবে। এখনই তোমার পাইলটদের ফিরিয়ে নিয়ে এসো!'

কিছুক্ষণ বাদে আরও একটি পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, 'ইরানে হামলা চালাবে না ইজরায়েল। সব বিমান বাড়ি ফিরে যাবে।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে অবশ্য প্রথমে সায় দিয়েছিল তেল আভিভ। ইজরায়েল বিবৃতি দিয়ে জানায়, 'ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাব মেনে ইজরায়েল যুদ্ধবিরতিতে রাজি হচ্ছে।' প্রাথমিকভাবে ইরান অবশ্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।

তবে পরে তেহরান জানিয়ে দেয়, ইজরায়েল আর হামলা না চালালে ইরান আর আক্রমণ করবে না। বিবৃতিতে তেহরান বলে, 'ইহুদি ভাবনার শত্রু ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' নেতানিয়াহু নাকি মার্কিন প্রেসিডেন্টকে সাফাই দেন, *এরপর দশের পাতায়*

DESUN HOSPITAL —SILIGURI— শিলিগুড়ির সব থেকে বড় ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ এখন ফুলবাড়িতে 2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন 90 5171 5171

বিধানসভায় প্রতিবাদ মুখ্যমন্ত্রীর

রাজস্থানে বাঙালি হেনস্তা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রণবীর দেব অধিকারী

কলকাতা ও ইটাহার, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্রের পর রাজস্থানে বাঙালিদের হেনস্তা। শ্রমিকের কাজ করতে গিয়ে হয়রানির শিকার একদল বাঙালি। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গের কিছু বাসিন্দাকে পাকড়াও করে বিএসএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিএসএফ তাঁদের বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল জোর করে। মঙ্গলবার রাজস্থানেও কয়েক ঘণ্টা বিভীষিকা হয়ে থাকল প্রায় ২৫০ জন বাঙালির জীবনে।

ওই বাঙালিরা কেউ বাংলাদেশি নন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার ইটাহার ব্লকের বাসিন্দা। বাংলাদেশি সন্দেহে কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি হলঘরে কয়েক ঘণ্টা আটকে রেখে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজস্থান পুলিশ। ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের কাছে ওই খবর পেয়ে মঙ্গলবার ক্রুদ্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি তখন বিধানসভায়। পরে তিনি নিজেই বিধানসভায় বিষয়টি তোলেন। ভাষণের সময় তিনি বলেন, 'বাঙালিরা এদের শত্রু। তাই বাংলা ভাষায় কথা বললেই তাঁদের বাংলাদেশি বলে দেওয়া হচ্ছে। বাংলা ভাষায় কথা বলা কি অপরাধ?' অধিবেশনের শেষে সাংবাদিকদের মমতা বলেন, 'তাহলে বাংলা ভাষা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। বলে দেওয়া হোক, বাংলা ভাষায় কথা বলা অপরাধ। রাজস্থানে যাঁরা আটক হয়ে রয়েছেন, তাঁরা কেউ বাংলাদেশি নন। তাঁরা ইটাহারের বাসিন্দা। ইটাহার কি ভারতের বাইরে? তাঁরা কি ভারতের নাগরিক নন?'

ইটাহার থানার মারনাই অঞ্চলের খিসাহার ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের ওই বাসিন্দারা রাজস্থানের আলওয়ার বাইপাস জেলার ফুলবাগ থানা এলাকায় কাজ করেন। মোজাহার শেখ নামে খিসাহার গ্রামের এক শ্রমিক ফোনে জানান, প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার ভোর ৫টা নাগাদ তাঁরা ফুলবাগের একটি সোসাইটিতে কাজ করতে গিয়েছিলেন। সেখানে পুরুষরা কেউ ড্রাইভিং, কেউ গাড়ি সাফাইয়ের কাজ করেন। মহিলারা রান্না বা পরিচারিকার কাজ করেন। সকাল ৬টা নাগাদ হঠাৎ একদল পুলিশ এসে তাঁদের গাড়িতে তুলে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে নিয়ে গিয়ে চড়া রোদে একটি মাঠে আটকে রাখে।

পরে একটি হলঘরে তাঁদের ঢুকিয়ে আটকে রাখা হয়। *এরপর দশের পাতায়*

রাজস্থানে আটক ইটাহারের শ্রমিকরা।

আতঙ্কের একদিন

- হেনস্তা করা হয়েছে উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের প্রায় ২৫০ শ্রমিককে।
- তাঁরা রাজস্থানের আলওয়ারা বাইপাস জেলার ফুলবাগে কর্মরত
- কর্মস্থল থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে রাজস্থান পুলিশ তাঁদের আটকে রাখে দীর্ঘক্ষণ
- জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, পরিচয়পত্র দেখা হয়
- দুই রাজ্যের মুখ্যসচিব পর্যায়ে কথার পর রেহাই পান বাংলার বাসিন্দারা

চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে হইচই

তোয়ালে মোড়া ভ্রূণ উদ্ধার

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ২৪ জুন : কিছুক্ষণ আগে হয়ে যাওয়া বৃষ্টিতে লাল রংয়ের তোয়ালেটা তখন ভিজে গিয়েছে। সেই তোয়ালের ফাঁক দিয়ে খুদের দুই পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে। চা খেতে গিয়ে এক ওয়ার্ড বয়ের হঠাৎ তা নজরে আসে। এরপরই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার বেলা ১২টা নাগাদ চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক হইচই শুরু হয়। হাসপাতালে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকে নিয়ে কর্তৃপক্ষ সাত-আট মাসের এক ভ্রূণ উদ্ধার করে। পরে চাঁচল থানার পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন। ময়নাতদন্তের জন্য সেটি মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কাঠগড়ায় নার্সিংহোম

- চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে ভ্রূণ উদ্ধারে হইচই
- গর্ভপাত করিয়ে সাত-আট মাসের ভ্রূণটিকে মেরে ফেলা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে
- টোটোয় চেপে কিছু মানুষ এসে হাসপাতাল চত্বরে ভ্রূণটি রেখে যায় বলে সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে
- আশপাশে থাকা কোনও নার্সিংহোমে এই গর্ভপাত বলে অভিযোগ, তদন্তে পুলিশ

চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার সুমিত তালুকদারের বক্তব্য, 'বাইরে থেকে এসে এখানে ভ্রূণ ফেলে যাওয়া হয়েছে বলে সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে। আমরা সবই পুলিশকে জানিয়েছি।' গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে চাঁচল থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন।

ঠিক কী ঘটেছে? হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, এদিন ওই ভ্রূণ যেখানে উদ্ধার হয় সেখানে বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ একটি টোটো এসেছিল। তাতে কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা ছিল। ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে তারা বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে থাকে। আশপাশে তাদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। এরপরই তোয়ালে মোড়া ওই ভ্রূণ সেখানে রেখে তারা চলে যায়। তোয়ালে দিয়ে যে ভ্রূণ মুড়ে রাখা হয়েছে তা অবশ্য উদ্ধারের আগে পর্যন্ত বোঝা যায়নি। কিছুক্ষণ বাদে এক তরুণ ঘটনাস্থলে এসে তোয়ালে মোড়া ভ্রূণটি দেখে পালিয়ে যাচ্ছেন, এমন দৃশ্যও ওই সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া ভ্রূণটি শিশুপুত্রের। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ গোটা ঘটনার কিনারা করার চেষ্টা করছে।

গর্ভপাত করানোর ক্ষেত্রে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে ঠিক কী হয়েছে তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। হাসপাতালের আশপাশে বেশ কয়েকটি নার্সিংহোম গজিয়ে উঠেছে। এগুলিরই কোনওটিতে এই গর্ভপাত করানো হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে, এদিনের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এদিন হাসপাতাল চত্বর সহ আশপাশের এলাকায় জোর চর্চা চলে। হাসপাতালে আসা এক রোগীর আত্মীয় সাজু আলম বলেন, 'মানুষ কতটা অমানবিক হলে এধরনের কোনও কাণ্ড ঘটাতে পারে।' স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ সরকার বললেন, 'কিছু নার্সিংহোম বেআইনিভাবে গর্ভপাত করায় বলে শুনেছি। পুলিশ ও প্রশাসন তদন্ত করলে সব স্পষ্ট হবে।'

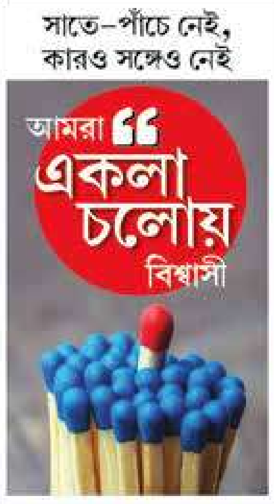

সাতে-পাঁচে নেই, কারও সঙ্গেও নেই

আমরা "একলা চলোয় বিশ্বাসী

এডিশন স্পেশাল

বন্যা নিয়ে মমতার নিশানায় কেন্দ্র

›› *পাঁচের পাতায়*

বিতর্কে ট্যাংকার

এক ফোনেই বাড়িতে মিলছে ডিজেল

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ জুন : ফোন করলে বাড়ি বসেই মিলছে লিটার লিটার ডিজেল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে এমন অবৈধ কারবার শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ পেট্রোল পাম্প মালিকদের। বেআইনিভাবে তেলের ট্যাংকার বানিয়ে তাতেই ডিজেল বিক্রি করা হচ্ছে প্রকাশ্যে। এমনই অভিযোগ নিয়ে মঙ্গলবার জেলা পুলিশ সুপার ও জেলা শাসকের দ্বারস্থ হয়েছে নর্থবেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন। যে কোনও সময় বড় বিপদের আশঙ্কা থাকছে বলে দাবি তাদের। পাশাপাশি, প্রত্যেক থানায় এই নিয়ে লিখিত অভিযোগও দায়ের হয়েছে। যদিও সম্পূর্ণ নিয়ম মেনেই ডিজেলের হোম ডেলিভারি করা হচ্ছে বলে দাবি করেছে অভিযুক্ত পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল বলেন, 'অভিযোগকারীদের তরফে বিভিন্ন কাগজপত্র দিয়ে অভিযোগ পেয়েছি। পেট্রোলিয়াম পণ্যের জন্য আলাদা আইন আছে। তাদের অভিযোগ খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হচ্ছে। যদি কিছু অনিয়ম ধরা পড়ে তাহলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

একটি ছোট সাদা ট্যাংকার। যেখানে পরিষ্কার হরফে লেখা 'ডিজেল ট্যাংকার'। তার সঙ্গে দেওয়া রয়েছে যোগাযোগের নম্বরও। সেখানে ফোন করলেই ডিজেল প্রাপকের কাছে পৌঁছে যাবে এই ট্যাংকার। এমনকি ট্যাংকারে স্পষ্ট লেখা- হোম ডেলিভারি। পেট্রোল পাম্প মালিকদের অভিযোগ, এভাবে বিভিন্ন এলাকায় পৌঁছে গিয়ে ডিজেল সরবরাহ করার জন্য ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। পাশাপাশি, ওই ডিজেল ট্যাংকারের মাধ্যমে তেল বিক্রি করায় 'ক্যালিব্রেশন' ঠিক নেই বলে তাঁদের মত। ফলে কত পরিমাণ তেল গ্রাহকরা পাচ্ছেন সেই বিষয়টিও অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে। এমনকি এভাবে দাহ্য জ্বালানি বহন করার নিয়ম নেই বলে তাঁরা দাবি করেছেন। দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে যেভাবে সাধারণ মানুষ ডিজেল নিতে আসতেন পেট্রোল পাম্পগুলিতে, এই ধরনের ব্যবস্থা চালু করার ফলে তাঁরা আর পেট্রোল পাম্পমুখী হচ্ছেন না। *এরপর দশের পাতায়*

HOME DELIVERY
STOP
STOP

বিতর্কে হোম ডেলিভারি ডিজেল ট্যাংকার।

নিয়ম নেই

- বাড়ি বসেই মিলছে লিটার লিটার ডিজেল
- তেলের ট্যাংকার বানিয়ে তাতেই ডিজেল বিক্রি করা হচ্ছে প্রকাশ্যে
- যে কোনও সময় বড় বিপদের আশঙ্কা করছে নর্থবেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন
- এভাবে দাহ্য জ্বালানি বহন করার নিয়ম নেই বলে অ্যাসোসিয়েশনের দাবি

কালীগঞ্জের মৃত্যুতে নীরব মমতা

অরূপ দত্ত ও নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে তৃণমূলের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় নাবালিকার মৃত্যুর পর সমাজমাধ্যমে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার পর বিধানসভার অধিবেশনে ভাষণ দিলেও ওই প্রসঙ্গে রা কাড়লেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে কড়া পদক্ষেপ করার জন্য তাঁর সোমবারের নির্দেশের জেরে ইতিমধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কিন্তু বিধানসভার অধিবেশনে ওই প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করেছে বিজেপি। যদিও আইনশৃঙ্খলার এত বড় বিষয় হাতে পেয়েও বিজেপি কাজে লাগাতে পারল না বলে কটাক্ষ করেছে সিপিএম। মঙ্গলবার কালীগঞ্জে ফিরেছে ১৩ বছরের তামান্না খাতুনের প্লাস্টিকে মোড়া দেহ। তার মৃত্যুর জন্য পুলিশ ৪ জনকে গ্রেপ্তার করলেও পুলিশ নয়, সিবিআই তদন্ত দাবি করছেন তামান্নার মা-বাবা।

ওড়িশা থেকে ফিরে এদিন নাবালিকার বাবা হোসেন শেখ বলেন, 'পুলিশের প্রতি আমার ভরসা নেই। আমি দোষীদের শাস্তি চাই। প্রয়োজনে সবকিছু বিসর্জন দিতে আমি রাজি।' নাবালিকার মা সাবিনার দাবি, 'আমার মেয়েকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। তৃণমূলকে ভোট দিই না বলে বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।'

আদর শেখ, মানোয়ার শেখ, কালু শেখ ও আনোয়ার শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। চার বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করায় মঙ্গলবার বিধানসভার অধিবেশন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিজেপি। সেই কারণে বিধানসভায় এলেও মঙ্গলবার অধিবেশনে যোগ দেয়নি বিজেপি। বিধানসভায় আসেননি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

ফলে বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে হাতের নাগালে পেয়েও কালীগঞ্জ ও রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সোচ্চার হতে পারল না বিজেপি। বিধানসভায় দলের মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ সাফাই দেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর সোমবার বিধানসভায় আসার দিন। আমরা তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। আজ যে আমরা বিধানসভার বাইরে থাকব, সেটা জেনে বিরোধীশূন্য বিধানসভায় ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর থেকেই প্রমাণ হয়, বিরোধী দলনেতার মুখোমুখি হতে ভয় পান মুখ্যমন্ত্রী।'

তাঁর কথায়, 'নিজের পাপের মুখোমুখি হওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী। মায়ের আর্তনাদ তাঁর কানে পৌঁছোয়নি।' যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বিজেপি সব সময় বলে, বিরোধীদের বলতে দেওয়া হয় না। মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় বিবৃতি দেন না। অথচ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় এলে তাঁরা বিধানসভায় এসেও অধিবেশনে যোগ না দিয়ে বসে থাকেন।'

অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, 'পুলিশ একটি নির্দিষ্ট দলের ইচ্ছায় পরিচালিত হচ্ছে।' সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে দলের ছাত্র-যুব সংগঠন সোমবার রাতেই কালীগঞ্জে থানা ঘেরাও করে। মঙ্গলবার সিপিএম নেতা মহম্মদ সাদির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল পুলিশ সুপারের কাছে এই ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও দোষীদের শাস্তি দাবি করে স্মারকলিপি দিয়েছে।

বিজেপির জেলা সভাপতি অর্জুন বিশ্বাসও দ্রুত তদন্ত দাবি করেছেন। ঘটনার পর গ্রামে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে রিপোর্ট তলব করেছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশন। কমিশনের চেয়ারপার্সন তুলিকা দাস জানিয়েছেন, দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে।

জাতীয় মহিলা কমিশনও ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে পুলিশের কাছে। বিজয় মিছিলের সময় যথেষ্ট পুলিশি নিরাপত্তা ও পুলিশের গোয়েন্দা শাখার কাছে অশান্তির আগাম খবর ছিল কি না, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে।

৪ জন গ্রেপ্তার, সিবিআই তদন্ত দাবি পরিবারের

কান্নায় ভেঙে পড়েছে তামান্নার পরিবার।

Wanted Teacher & Staffs

1. Math Teacher:- Qualification- B.SC B.ED should fluency in English & Hindi is a must.

Apply with C.V Along with copies of Testimonials and passport size photograph within 7 days. to:-

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
পিএম শ্রী স্কুল
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়,
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ষষ্ঠ (VI) শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বিনামূল্যে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে।

আবেদনের শেষ তারিখ - ২৯শে জুলাই ২০২৫
JNVST প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ - ১৩ই ডিসেম্বর ২০২৫

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীরা JNVST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে। আবেদনকারী ছাত্র-ছাত্রীদের সরকারি/সরকার স্বীকৃত/সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে পড়াশোনা করতে হবে।

ছাত্র/ছাত্রীর বয়সসীমা হতে হবে - ১লা মে ২০১৪ থেকে ৩১শে জুলাই ২০১৬

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও দিব্যাঙ্গজন (PWD) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ করুন নীচের দেওয়া লিংকে -
https://cbseitms.rcil.gov.in/nvs/Index/Registration
হেল্পডেস্ক নম্বর - 9002152916 / 9126824411

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি
পি এম শ্রী স্কুল
জওহর নবোদয় বিদ্যালয়
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর

২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে নবম (IX) ও একাদশ (XI) শ্রেণীর (বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগ) খালি সীটের ভর্তির জন্য বিনামূল্যে ফর্ম ফিলাপ শুরু হয়েছে।

আবেদনের শেষ তারিখ- ১১ই জুলাই ২০২৫ (দুপুর ২টো পর্যন্ত)

LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার তারিখ -১২ই জুলাই ২০২৫ (সকাল ৯টায় বিদ্যালয়ে reporting)

বর্তমান শিক্ষাবর্ষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সরকারি/ সরকার স্বীকৃত/ সরকার অনুমোদিত বিদ্যালয়ে নবম/ একাদশ শ্রেণীতে পাঠরত এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীরা LEST প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারবে।

বয়স হতে হবে : নবম শ্রেণীর জন্য - ০১.০৫.২০১০ থেকে ৩১.০৭.২০১২
একাদশ শ্রেণীর জন্য - ০১.০৬.২০০৮ থেকে ৩১.০৭.২০১০

ভর্তির ক্ষেত্রে SC, ST ও দিব্যাঙ্গজন (PWD) ছাত্রছাত্রীরা প্রযোজ্য সংরক্ষণের সুবিধে পাবে।

OBC-র ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের তালিকাভুক্ত অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা সংরক্ষণের সুবিধা পাবে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে অফলাইনে ভর্তির ফর্ম ফিলাপের জন্য কার্যদিবসে সকাল ১০টা হতে বিকেল ০৫টা অবধি বিদ্যালয় অফিসে যোগাযোগ করুন।

হেল্পডেস্ক নম্বর - 9002152916/9126824411

আজ টিভিতে

আদিশক্তি আদ্যাপীঠ সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সোনার সংসার, দুপুর ১.০০ ছোটবউ, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.০০ দাদাঠাকুর, রাত ১০.০০ খোকা ৪২০, ১.০০ সুপারস্টার-আ লভ স্টোরি

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ পাগলু, বিকেল ৪.০০ রকি, সন্ধে ৬.৫০ সকাল সন্ধ্যা, রাত ১০.৩০ টাইগার

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ আসল নকল, দুপুর ২.০০ মহাজন, বিকেল ৫.০০ এক চিলতে সিঁদুর, রাত ১০.৩০ পরিণাম, ১.৩০ বিজয়া

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ তপস্যা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সখী তুমি কার

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.০০ কাবিল, ২.৩০ ভবেশ যোশী সুপারহিরো, বিকেল ৫.০০ আই, মি অওর ম্যায়, সন্ধে ৬.৪৫ হম দো হমারে দো, রাত ১১.১৫ পুলিশ ভূত

জি সিনেমা এইচডি : বেলা ১১.৫৩ শাদি মে জরুর আনা, দুপুর ২.২৮ ভীমা, বিকেল ৫.১৮ স্পাইডার, রাত ৮.০০ সিংহম এগেইন, ১০.৫০ মায়োঁ

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.৫৬ ড্রিম গার্ল, বিকেল ৩.০৭ এন্টারটেইনমেন্ট, ৫.৩৬ মক্ষী, রাত ৮.০০ ম্যায়নে পেয়ার কিয়া, ১১.৫০ জিগরওয়ালা নাম্বার ওয়ান

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.১১ গো গোয়া গন, দুপুর ১২.৫৫ উঁচাই, বিকেল ৩.৪৮ তলাশ : দ্য আনসার লাইজ উইদিন, সন্ধে ৬.৪৬ হমারি অধুরি কহানি, রাত ৯.০০ বস্তর : দ্য নক্সাল স্টোরি, ১১.০২ ইংলিশ ভিংলিশ

রেস অফ লাইফ সন্ধে ৬.৫৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেটে হিন্দি

সকাল সন্ধ্যা
সন্ধে ৬.৫০ জলসা মুভিজ

হম দো হমারে দো সন্ধে ৬.৪৫ স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

বাবার হাতে ছেলে খুন

বরুণকুমার মজুমদার

ডালখোলা, ২৪ জুন : বাবার হাতে ছেলেকে খুন হতে হল। করণদিঘি বিধানসভার ডালখোলা থানার বেগুয়ার টেনাগাছিতে মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম দয়াল সিংহ (৪৫)। দয়ালের বাবা ঝাপটিয়া সিংহকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

দয়াল নেপালে রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন। পরিবারে স্ত্রী ছাড়া ছেলে ও মেয়ে রয়েছে। মেয়ে দ্বাদশ ও ছেলে ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া। স্ত্রী বাড়ির কাজ সামলান। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দয়াল মঙ্গলবার সকালে নেপাল থেকে বেগুয়ার বাড়িতে ফেরেন। তারপরে স্ত্রী সারথিকে নিয়ে মাঠে কাজ করতে যান। মাঠেই খবর পান তাঁর ছেলেকে ভাই রাজকিশোর মারধর করেছে। বাড়িতে ফিরে রাজকিশোরের সঙ্গে সারথির বচসা বাঁধে। দয়ালের বাবা ঝাপটিয়াও ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। কেন তাঁর ছেলেকে মারধর করা হয়েছে বলে সারথি রাজকিশোর ও ঝাপটিয়ার কাছে জানতে চান। দু'পক্ষের মধ্যে বচসা চরমে ওঠে। রাজকিশোর আচমকাই ধারালো অস্ত্র নিয়ে সারথিকে এলোপাতাড়িভাবে কোপাতে শুরু করেন বলে অভিযোগ। স্ত্রীকে বাঁচাতে দয়াল ছুটে আসেন। তিনি বাবার দিকেও তেড়ে যান।

আহত দয়ালকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে।

তখনই কাছে থাকা কোদাল দিয়ে ঝাপটিয়া ছেলেকে আঘাত করেন বলে অভিযোগ। দয়াল সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত দয়াল ও সারথিকে করণদিঘি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। এরপর দুজনকেই রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রায়গঞ্জ যাওয়ার পথেই দয়ালের মৃত্যু হয়। সারথি বর্তমানে বিপন্মুক্ত বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। সামান্য বিবাদ থেকে যে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারছেন না। বাজারগাঁও ১ তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি নুরুল ইসলাম বললেন, 'খবর পেয়ে আমরা ওই বাড়িতে যাই। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে দেখছে।'

আদিনা ডিয়ার ফরেস্টে পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে হরিণ। ছবিটি তুলেছেন পঙ্কজ ঘোষ।

চাঁদা তুলে রাস্তা মেরামত

করণদিঘি, ২৪ জুন : তৃণমূলের হেরে যাওয়া বুথে পঞ্চায়েতের তরফে কাজ না করার অভিযোগ উঠল করণদিঘি ব্লকের গোপলা গ্রামে। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামের রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে বেহাল, বহুবার পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে মঙ্গলবার নিজেরাই চাঁদা তুলে রাস্তা সংস্কারের কাজে নেমে পড়েন এলাকার মানুষ।

সোমবার দুপুর থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত রাস্তার কাজ হয়। বর্তমানে সেখানে ইটের রাবিশ ও মাটি বিছিয়ে সমান করার কাজ চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা মহসিন আজম, মহম্মদ শাহাবুদ্দিনরা জানিয়েছেন, গ্রামের সকলের থেকে অর্থ তুলে রাস্তার কাজ হচ্ছে। গ্রামের পুরুষদের পাশাপাশি ওই কাজে হাত লাগিয়েছেন বিবি আলেক জান, আদব বানুর মতো মহিলারাও।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য কংগ্রেসের মুজিবুর রহমান বলেন, 'তৃণমূল এখানে জিততে পারেনি। সেই রাগে পরিষেবা দিচ্ছে না বাসিন্দাদের। রাস্তা সংস্কার করছে না। এই ঘটনা থেকে ওদের শিক্ষা হওয়া উচিত।'

যদিও রসাখোয়া-১ পঞ্চায়েতের প্রধান সোনা মুর্মু অবশ্য অভিযোগের কিছুই মানতে চাননি।

আলিপুরদুয়ারে এবার বিদেশি পড়ুয়া

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৪ জুন : আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার সুযোগ পাবেন বিদেশি পড়ুয়ারাও। তাঁদের ভর্তি নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু করা হয়েছে ইন্টারন্যাশনাল সেল। এই সেল এখন বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির বিষয়টি দেখছে। এতে উপকৃত হবেন আলিপুরদুয়ার সংলগ্ন ভুটান, নেপাল সহ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরা।

আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সরিৎকুমার চৌধুরী বলেন, 'বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির জন্য ইউজিসির একটি নির্দিষ্ট গাইডলাইন রয়েছে। আমরা ওই গাইডলাইন মেনে একটি ইন্টারন্যাশনাল সেল খুলেছি। সেই সেল এখন বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির বিষয়টি দেখছে। আমরা আশাবাদী, স্থানীয় ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি এবার বিদেশি পড়ুয়ারাও এখানে পড়তে আসবেন।'

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বিদেশি পড়ুয়াদের ভর্তির ক্ষেত্রে ইউজিসির কিছু গাইডলাইন রয়েছে। তাতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অনলাইনে ভর্তির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টালে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নাম থাকতে হবে। বিদেশিরা এই পোর্টাল দেখেই কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করবেন। বর্তমানে রাজ্যের কলেজগুলিতে ভর্তির জন্য অভিন্ন পোর্টাল চালু হয়েছে। কিন্তু সেখানে 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টালের উল্লেখ নেই। তাই বিদেশি পড়ুয়ারা ভর্তি হতে চাইলেও তা করতে পারছেন না।

নয়া পদক্ষেপ

- ইতিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ইন্টারন্যাশনাল সেল তৈরি হয়েছে
- সেলটি পড়ুয়াদের ভর্তি সংক্রান্ত দিকগুলো দেখছে
- এই পোর্টালের মাধ্যমে আবেদন জানাতে পারবেন বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা

এই জায়গায় দাঁড়িয়েই উদ্যোগী হয়েছে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল সেল খোলা হয়েছে। এই সেলটি 'স্টাডি ইন ইন্ডিয়া' পোর্টাল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। এই পোর্টালের মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের একাধিক কোর্স বা প্রতিষ্ঠানে আবেদন জানাতে পারবেন বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা। একটি পোর্টালে ঢুকেই রেজিস্ট্রেশন, ভিসা অ্যাপ্লিকেশন থেকে শুরু করে কোর্স বাছাই এবং প্রতিষ্ঠানে ভর্তির প্রস্তাবপত্র পাবেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন উদ্যোগে খুশি জেলার বিভিন্ন কলেজের প্রধানরাও।

আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অমিতাভ রায় বলেন, 'এবছরই বাংলাদেশের এক ছাত্রী ভর্তির জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। কিন্তু ইউজিসি গাইডলাইন অনুযায়ী আমাদের যে মান থাকা দরকার, তা নেই। তাই ওই ছাত্রীকে ভর্তি নেওয়া সম্ভব হয়নি।'

হরিণচওড়ায় তৈরি হচ্ছে মহরমের তাজিয়া

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৪ জুন : রাজ আমলের রীতি মেনে হরিণচওড়ায় তৈরি হচ্ছে মহরমের তাজিয়া। প্রতিবারের মতো এবারও ইদের দিন থেকে নিরামিষ খেয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের তাজিয়া তৈরি করছেন হরিণচওড়ার বাসিন্দা এসরাব আলি। বংশপরম্পরায় এই তাজিয়া তৈরি করে আসছেন তিনি। রাজ আমল থেকে এই তাজিয়া নির্মাণের ব্যয়ভার বহন করে আসছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড।

এসরাবের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তিনি বাবা আকবর আলি এবং ঠাকুরদার থেকে তাজিয়া নির্মাণের কাজ শিখেছিলেন। এরপর ১৭ বছর ধরে তিনিই মহরমের এই তাজিয়া তৈরি করছেন। এক মাস নিরামিষ খেয়ে মা এবং স্ত্রীর সহযোগিতায় এই তাজিয়া তৈরি করছেন। এসরাব বলেন, 'এই তাজিয়া নির্মাণের জন্য দেবত্রর তরফে মাত্র ১২ হাজার টাকা পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। ভাতা বাড়ানোর বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার কর্তৃপক্ষ এবং জেলা শাসককে জানিয়েও লাভ হয়নি। তবে নিয়ম মেনে বংশপরম্পরায় আমি এই কাজ এখনও করে আসছি।' বিষয়টি নিয়ে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সচিব পবিত্রা লামাকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন না তোলায় তাঁর বক্তব্য মেলেনি।

সংহতি এবং সম্প্রীতির অনন্য নিদর্শন মহরমের এই তাজিয়া। কোচবিহারের হরিণচওড়ার মহরম মাঠ সংলগ্ন ঘরে বসে এদিন বাঁশের কাজ করতে দেখা গেল এসরাবকে। এরপর বাঁশের কাঠামোয় কাগজ লাগিয়ে তাজিয়া নির্মাণ করা হবে বলে জানালেন তিনি।

মায়ের সঙ্গে তাজিয়া বানাতে ব্যস্ত শিল্পী। ছবি : জয়দেব দাস

E-tenders are invited for :
1) 1 (One) no. vehicle hired on monthly rate contract basis for the District Program Management U (DPMU), Office of the Member Secretary, DH&FWS, & The CMOH, Kalimpong (1st Call) (Last Date : 01.07.2025) within 03:30 PM.
2) Temporary and Contractual Engagement of 06 (Six) Security Guards (1st call) (Last date : 09-07-2025) within 05:00 PM.
For details visit : www.wbtenders.gov.in
The CMOH Office, Kalimpong
Email : cmohkalimpong1@gmail.com
Sd/-
CMOH & member Secretary,
DH & FW Samity, Kalimpong

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Online and offline tenders are being invited from reputed agencies for supplying (a) Equipment (b) Laboratory Chemical, Glass-Plastic Ware, Filter Paper, consumable etc. on annual rate contract and (c) Expression of Interest (EOI) for swiping cleaning and maintenance of boys' & girls' hostel. For details please visit www.wbtenders.gov.in and www.ubkv.ac.in
Registrar (Actg.)

যোগাযোগের ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২০, তারিখঃ ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ অনুমোদিত কবচ অঞ্চলের অন্তর্গত এইচডব্লিউএন৬ সেকশনের অন্তর্গত কাটিহার ডিভিশনের আলুয়াবাড়ি রোড (এইউবি)-শিলিগুড়ি জংশন (এসজিইউজে) (৭৭ আরকেএম) সেকশনে যোগাযোগের ব্যাকবোনের জন্য ৪×৪৮ ফাইবার ওএফসি-এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৬,১৪,০৩,০৪৫.৯৮ টাকা, বায়নার অর্থঃ ৪,৫৭,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় বন্ধ হবে এবং খুলবে ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৫-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রাঁধুনি এবং বেয়ারার আউটসোর্সিং
টেন্ডার নং. সি-এনএফআর-এইচকিউ-এসপিএলসিএটিজি-২-২০২৫ তারিখঃ ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ ০১ (এক) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে বিশেষ ক্যাটারিং সেবার ব্যবস্থা করার হেতু এসিও/এইচকিউ/মালিগাওঁএর অধীনে ০৪ (চার) জন রাঁধুনি এবং ১২ (বারো) জন বেয়ারার জন্যে আউটসোর্সিং। টেন্ডার রাশিঃ ৪৩,৭৭,০২৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৭,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
মুখ্য বাণিজ্যিক প্রবন্ধক/পিএম এণ্ড পিএস, মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ত্যাজ্য কন্যা
আমি সোমা দে সরকার EM কোর্টে Affidavit বলে আমার মেয়ে জ্যোতি দে সরকার-কে অদ্য থেকে 'ত্যাজ্য কন্যা' করিলাম। (C-117007)

সিগন্যালিং পদ্ধতিতে নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর-এন-২০২৫-কে-২১ তারিখঃ ২০-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কাটিহার মণ্ডলে মেরামতির দ্বারা সিগন্যালিং পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ, হিটাচি ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিং সিষ্টেমের প্রতিস্থাপন এবং পুনরুদ্ধার। টেন্ডার রাশিঃ ৩,৬৪,১৪,৯৭২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৩২,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবেঃ ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ১৪-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম/(এসএণ্ডটি)/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা এবং অন্যান্য কাজ
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/১৪, ১৫ ও ১৬, তারিখঃ ২১-০৬-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্রনং ১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-১৪-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের লেভেল ক্রসিং গেটে সিসিটিভি ক্যামেরা ব্যবস্থা এবং তার নেটওয়ার্কিং। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ১,০০,১৯,৬২৮.২০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ২,০০,১০০.০০ টাকা। ক্রনং. ২। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-১৫-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ এসএসই/টেলি/আইসি/ ফকিরাগ্রাম জং.এর অধীনে আলিপুরদুয়ার সেকশনে নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের জন্য স্পেশ্যালাইজড টেলিকম কাজ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৫৮,৪৭,৬৯৮.২৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ১,১৭,০০০.০০ টাকা। ক্রনং ৩। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-১৬-২০২৫-২৬; কাজের নাম ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিগন্যালিং স্থাপনাগুলিতে আর্থিং সিস্টেম শক্তিশালীকরণ। বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ ৩,২২,২৬,১০৬.০০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,১১,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ১৬-০৭-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
সিনিয়র ডিইই(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্ট অফিস ঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন খ্যাতনামা সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের কাছ থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ টেন্ডার নং ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭২, তারিখ ঃ ২০.০৬.২০২৫। কাজের নাম ঃ তিন বছর সময়কালের জন্য মালদা ডিভিশনে মালদা টাউন, সাহিবগঞ্জ, ভাগলপুর ও জামালপুর-এর রানিং রুমের প্যাকেজ টাইপ, ভিআরএফ টাইপ এসি মেশিন সমূহের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডার মূল্যমানঃ ৬৩,২৪,৩৭০.৫০ টাকা। বায়নামূল্যঃ ১,২৬,৫০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্যঃ শূন্য। ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ থেকে ১৪.০৭.২০২৫-এ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশবোর্ডঃ www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে অফিস/মালদা। টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-92/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
easternrailwayheadquarter

কিডনি চাই
মুমূর্ষু রোগীর জন্য O+ কিডনি দাতা প্রয়োজন। যোগাযোগ নম্বর ঃ- 89723-77039.

ফার্মাসিস্ট চাই
আলিপুরদুয়ারে ঔষধের দোকানের জন্য একজন ফার্মাসিস্ট চাই। অতিসত্বর যোগাযোগ করুন- 8391091816. (C-117005)

অ্যাফিডেভিট
Smt. Josephine Tirkey, W/o. Anil Kumar Minj and Josfin Minj, W/o. Anil Kumar Minj are same and one identical person vide affidavit dated 24/06/2025 at EM Court Siliguri. (C/113526)

* * *

On 24.06.2025 infront of Public Notary Mathabhanga, I, Debattam Bhattacharjee declared that my name is mentioned as Debatam Bhattacharjee in my driving license bearing no. WB 8520170014346. Both Debattam Bhattacharjee and Debatam Bhattacharjee are same and one person. (C/117000)

* * *

আধার কার্ড অনুযায়ী আমার নাম Utsab Datta, পিতা Uttam Datta, ভুলবশত আমার D/L-এ Utsab Dutta আছে, গত 23.6.25 আলিপুরদুয়ার J.M. কোর্টের Affidavit অনুযায়ী Utsab Datta এবং Utsab Dutta অভিন্ন ব্যক্তি। (P/S)

* * *

গত 16.6.25 তাং Cob. E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Subhash Chandra Roy ও Subhash Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (U/D)

বিক্রয়
ইসলামপুরের নেতাজিপল্লিতে আমার ৭.৭৫ শতক একটি খালি জমি আছে। ওই জমিটি আমি বিক্রি করতে চাই। জমিটি ক্রয় করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সরাসরি যোগাযোগ করুন। - সান্তনা রায় (M) 9641365556/ 8972012020. (S/N)

ভর্তি
২০২৫-২০২৭ শিক্ষাবর্ষে B.Ed ও D.El.Ed-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। যোগাযোগ- Manoranjan Saha Memorial B.Ed College - 9932209369. President. (S/C)

সভা/সমিতি
কোচবিহার পলিটেকনিকের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আগামী ২৮শে জুন '২৫ শনিবার বেলা ২টায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আয়োজিত সাধারণ সভায় সকলকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন কোচবিহার পলিটেকনিক। M-৯৪৭৫৫০৭৩৪৪ (C/115980)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৭৭০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৮২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৩৩৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে
উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। পাওনা আদায়ে স্বস্তি লাভ। **বৃষ** : পরিবারের কোনও এক সদস্যের কূট চালে দাম্পত্যে অশান্তি। কাউকে পরামর্শ দিয়ে অপমানিত হতে পারেন। **মিথুন** : জমির মামলায় পারিবারিক সমস্যার সমাধান হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। **কর্কট** : ব্যবসার ক্ষেত্রে আর্থিক উন্নতির যোগ। পুরোনো সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ হতে পারে। **সিংহ** : চাকরিসূত্রে ভ্রমণের সম্ভাবনা। শৌখিন ব্যবসার সঙ্গে যুক্তদের প্রচুর সাফল্য মিলবে। **কন্যা** : আপনার কঠোর মানসিকতার জন্য শত্রুরা পরাস্ত হবে। কর্মপ্রার্থীরা নতুন সুযোগ পেতে পারেন। **তুলা** : নতুন চাকরির সূত্রে বাইরে যেতে হতে পারে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। **বৃশ্চিক** : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজনীয় কোনও কাজ সেরে রাখলে চাপ কমবে। **ধনু** : রাস্তার কোনও খাবার ভুল করেও ছোঁবেন না। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্ন পূরণ হতে পারে। **মকর** : টাকাপয়সা আদায় নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সুনাম বাড়বে। **কুম্ভ** : পরিবারে কোনও বয়স্ক ব্যক্তির স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকবে। পারিবারিক বিবাদ মেটার সম্ভাবনা। **মীন** : সংসারে দায়িত্ব এড়িয়ে গেলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। নতুন ব্যবসায় আগ্রহ বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১০ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৪ আষাঢ়, ২৫ জুন ২০২৫, ১০ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় বদি, ২৮ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৪।৫৬, অঃ ৬।২৪। বুধবার, অমাবস্যা অপরাহ্ণ ৪।২৬। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।২৫। গণ্ডযোগ দিবা ৭।১৮ পরে বৃদ্ধিযোগ শেষরাত্রি ৪।৩৬। চতুষ্পাদকরণ প্রাতঃ ৫।২৬ গতে নাগকরণ অপরাহ্ণ ৪।২৬ গতে কিংস্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৩।৩৩ গতে ববকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।২৫ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, অপরাহ্ণ ৪।২৬ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি- ৮।১৮ গতে ৯।৫৯ মধ্যে ও ১১।৪০ গতে ১।২১ মধ্যে। কালরাত্রি – ২।১৮ গতে ৩।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৪২ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৫৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৫ মধ্যে ১২।৩ গতে ১।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

মহানন্দার ধারে সাদা বুক মাছরাঙা। মালদা শহরে কল্লোল মজুমদারের তোলা ছবি।

উত্তর দিনাজপুরে ভিক্টর-মোহিত দ্বন্দ্ব

প্রকাশ্যে কংগ্রেসের কোন্দল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ জুন : জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তর সঙ্গে নবাগত কংগ্রেস নেতা আলি ইমরান রমজ তথা ভিক্টরের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল। শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়কে ওবিসি-এ তালিকাভুক্ত করার দাবিতে মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর)-এর নেতৃত্বে শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা জেলা শাসকের দপ্তরে ডেপুটেশন দেন। কিন্তু এদিনের এই কর্মসূচিতে দেখা যায়নি উত্তর দিনাজপুর জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত সহ জেলার অন্য নেতৃত্বকে। এতেই দুই নেতার দ্বন্দ্ব নিয়ে দলের অন্দরেই চাপা গুঞ্জন শোনা যায়। জেলা কংগ্রেস সভাপতি মোহিত সেনগুপ্ত বলেন, 'আজকের কর্মসূচির বিষয়ে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি। শুনেছি ডেপুটেশন আছে।' জেলা কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, 'আমাদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেন না ভিক্টর। তিনি নিজের মতো কর্মসূচি করছেন।'

শেরশাবাদিয়া ইস্যুতে সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি দিয়েছেন ভিক্টর। সেই ব্যাপারেও তিনি জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখেছেন বলে অভিযোগ। যদিও ভিক্টরের বক্তব্য, 'কর্মসূচি নেওয়ার সময় আমি দলের জেলা সভাপতিকে জানিয়েছিলাম। তিনি সব কিছুই জানেন। কংগ্রেস ছাড়াও অন্যান্য দল ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা থেকেও লোকজন এসেছেন আজকের কর্মসূচিতে। ফলে জেলা কংগ্রেস নেতৃত্ব জানেন না, এমনটা হতে পারে না।'

ভিক্টরের নেতৃত্বে মিছিল। রায়গঞ্জে।

> কর্মসূচি নেওয়ার সময় জেলা সভাপতিকে জানিয়েছিলাম।
>
> **আলি ইমরান রমজ (ভিক্টর),**
> *সাধারণ সম্পাদক, প্রদেশ কংগ্রেস*

> আন্দোলন কর্মসূচি প্রসঙ্গে আমাকে কিছুই জানানো হয়নি।
>
> **-মোহিত সেনগুপ্ত,**
> *জেলা কংগ্রেস সভাপতি*

এদিন দুপুরে কয়েকশো শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের লোকজনকে নিয়ে রায়গঞ্জের কর্ণজোড়া বাসস্ট্যান্ড থেকে মিছিল করে জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে জমায়েত হন ভিক্টর। এরপর এক প্রতিনিধিদল জেলা শাসকের দপ্তরে গিয়ে স্মারকলিপি জমা দেন। ভিক্টর বলেন, 'শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়কে আগের মতো ওবিসি-এ শ্রেণিতে তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং অন্যান্য দাবিগুলিও বিবেচনা করতে হবে।'

প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রমজের দাবি, শেরশাবাদিয়া একটি বাঙালি অনগ্রসর মুসলিম সম্প্রদায়। সব দিক দিয়ে পিছিয়ে এই সম্প্রদায়ের মানুষজন। ওবিসি-এ ক্যাটিগোরিতে থাকলেও পরবর্তীতে তাঁদেরকে বি ক্যাটিগোরিতে আনা হয়েছে। এর ফলে তাঁরা আরও পিছিয়ে পড়বেন। তাই প্রতিটি ব্লকে আমরা আন্দোলনে নেমেছি। রাজনীতিকে বাইরে রেখে সাধারণ শেরশাবাদিয়ারা কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন। এদিন চাকুলিয়া, গোয়ালপোখর ও করণদিঘির বাসিন্দারা উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন ভিক্টর।

বাগানবাড়িতে মধুচক্র, গাজোলে উত্তেজনা

গাজোল, ২৪ জুন : কদুবাড়ি মোড় সংলগ্ন হরিদাস এলাকার একটি বাগানবাড়িতে মধুচক্র চালানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দারা হাতেনাতে এক ব্যক্তি, দুই মহিলাকে ধরে ফেলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় গাজোল থানার পুলিশ। ক্ষুব্ধ জনতার রোষের হাত থেকে কোনওরকমে তাদের উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কদুবাড়ি মোড় এলাকার সন্তোষ রায় নামে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ওই কারবার চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ। এলাকাবাসী প্রতিবাদ করলে তাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দিতেন ওই ব্যক্তি। এদিনও একটি চার চাকার ছোট গাড়িতে করে দুই মহিলাকে নিয়ে আসে সন্তোষ। এলাকাবাসীরা তক্কে তক্কে ছিলেন। গাড়িটি বাগানবাড়িতে প্রবেশ করতেই সকলে মিলে ঘিরে ধরেন। সন্তোষ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেও বিফল হয়। এক মহিলা জানায়, তাকে শপিং করার নাম করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। তবে অভিযুক্ত মহিলা আমজনতার প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি। এরপরই স্থানীয় জনতার রোষ বাড়তে থাকে। তিনজনকে আটকে রাখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে তিনজনকে আটক করে নিয়ে যায় গাজোল থানার পুলিশ।

ইনটাকের অফিস দখল

মালদা, ২৪ জুন : কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের (ইনটাক) কার্যালয়ের দখল নিয়ে মঙ্গলবার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদ থেকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

মালদা শহরের রথবাড়ি এলাকায় অবস্থিত কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের অফিসটি তৈরি করেছিলেন প্রয়াত শ্রমিক নেতা বিশ্বনাথ গুহ। পরবর্তীতে এই অফিসের দায়িত্ব সামলেছেন তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী গুহ। সম্প্রতি কংগ্রেসের জেলা শ্রমিক সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন সঞ্জীব সাহা। এরপর থেকেই এই অফিসের দখল নিয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে সঞ্জীবের বিবাদ শুরু হয়।

এদিন দুপুরে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ফের বিবাদ বাধে। লক্ষ্মীর অভিযোগ, 'এই অফিস আমার স্বামীর। আজ সকালে দলবল নিয়ে সঞ্জীবের লোক এই অফিস দখল করতে এসেছিল। আমাকে ওঁদের লোক মারধর করেছে।'

সঞ্জীবের পালটা অভিযোগ, 'এটা পার্টির অফিস। কারও ব্যক্তিগত অফিস নয়। বিশ্বনাথের স্ত্রী এই জায়গায় বসে ব্যবসা করছেন। আজ দুপুরে অফিসে আসার পর ওঁদের কিছু ছেলে রড নিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালায়।'

কৃষকের মৃত্যু

পতিরাম, ২৪ জুন : বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম মাঝিয়ানে উদ্ধার হল এক কৃষকের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম শোলা বর্মন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় দেড় বছর আগে তাঁর স্ত্রী ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তারপর থেকেই শোলা মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। মাসদেড়েক আগেও নাকি তিনি একবার বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সেবার তিনি প্রাণে বেঁচে যান। সোমবার সকালে নিজের বাড়ির বারান্দায় তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা।

শিলান্যাস

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ জুন : মঙ্গলবার পঞ্চদশ ফিন্যান্স কমিশনের টাকায় হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের মিসকিনপুরে একটি সাবমার্সিবল পাম্পের শিলান্যাস করা হয়।

অসন্তোষ দক্ষিণ দিনাজপুরে, কাঠগড়ায় রাজ্য

ভাতা পাননি সভাধিপতিও

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ জুন : উন্নয়নের ফিরিস্তি কম নেই শাসকের। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরোধিতাও রয়েছে বিরোধীদের। রাজ্যে '২৬-এর ভোট যত এগিয়ে আসবে, ততই শাসকবিরোধী মেরুকরণ স্পষ্ট হবে। কিন্তু ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একই সরণিতে দাঁড়িয়ে সবপক্ষের গ্রামীণ স্তরের জনপ্রতিনিধিরা। জেলা পরিষদের সভাধিপতি থেকে সাধারণ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, গত বোর্ডের কেউই শেষ পাঁচ মাসের সাম্মানিক পাননি। এঁদের মধ্যে অনেকেই বর্তমান বোর্ডে রয়েছেন। তাঁদের বড় একটা অংশ সরাসরি রাজ্যকে কাঠগড়ায় না তুললেও, প্রাক্তন হয়ে যাওয়া অনেকেই সমাজমাধ্যমে মুখ খুলেছেন।

গত বোর্ডে সভাধিপতি ছিলেন লিপিকা রায়, তিনি বর্তমান বোর্ডে কর্মাধ্যক্ষ। আবার গত বোর্ডে কর্মাধ্যক্ষ থাকা চিন্তামণি বিহা এখনকার সভাধিপতি। নতুন বোর্ড তৈরির দুই বছর হলেও তাঁরা পুরানো বোর্ডের শেষ পাঁচ মাসের সাম্মানিক পাননি। শুধু এই দুজন নয়, গত বোর্ডের শেষ পাঁচ মাসের ভাতা পাননি সহকারী সভাধিপতি থেকে কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি থেকে প্রধান, তিন স্তরের জনপ্রতিনিধিরাই। জানা গিয়েছে, ছয় মাস আগে বকেয়া টাকা চেয়ে রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরে চিঠি পাঠানো হলেও, তার কোনও উত্তর জেলা প্রশাসন পায়নি। এ ব্যাপারে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত মজুমদার বলেন, 'জনপ্রতিনিধিদের কয়েক মাসের বকেয়া রয়েছে। প্রায় মাস ছয়েক আগে ব্লক স্তরে বকেয়ার হিসাব তৈরি করে তা রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরে পাঠিয়েছি অর্থ বরাদ্দের জন্য। তবে আজও উত্তর মেলেনি।'

জেলা পরিষদের গত বোর্ডের সভাধিপতি লিপিকা বলছেন, 'এই সময়ের কোনও বকেয়া নেই। কিন্তু গত বোর্ডের পাঁচ মাসের ভাতা পাওয়া যায়নি। আমি শুধু একা নই, কেউই পাননি।' বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান

ক্ষুব্ধ জনপ্রতিনিধিরা

- নতুন বোর্ড গঠনের দু'বছর পরেও পুরানো বোর্ডের পাঁচ মাসের ভাতা বকেয়া
- সাম্মানিক থেকে বঞ্চিত সভাধিপতি সহ প্রায় দেড় হাজার জনপ্রতিনিধি
- ছয় মাস আগে পঞ্চায়েত দপ্তরে চিঠি গেলেও উত্তর মেলেনি
- টাকা গেল কোথায়, সমাজমাধ্যমে প্রশ্ন তুলছেন ক্ষুব্ধ জনপ্রতিনিধিরা

আরএসপি নেতা উৎপল বর্মনের বক্তব্য, '২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত পঞ্চায়েত বোর্ডের সদস্য ছিলাম। কিন্তু শেষ কয়েক মাসের ভাতা দেওয়া হয়নি।' বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সঞ্চালক অনুকূল দাসের কটাক্ষের সুরে প্রশ্ন, 'পাঁচ মাসের বকেয়া টাকা কি প্রশাসন মেরে খেল? নইলে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও কেন ওই টাকা দিচ্ছে না সরকার। আমাদের ওই বকেয়া দিয়েই কি ১০০ দিনের টাকা দিচ্ছে সরকার?' তিনিও বকেয়া টাকা পাননি বলে জানান ডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান উপপ্রধান তথা বালুরঘাট ব্লক তৃণমূল সভাপতি কৌশিক চৌধুরী।

দীর্ঘ বছর পর গ্রামীণ স্তরের জনপ্রতিনিধিদের ভাতার পরিমাণ বাড়ে ২০১৮ সালে। বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানেরা মাসিক ৫,০০০ টাকা, সাধারণ সদস্যেরা ৩,০০০ টাকা, পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষেত্রে সভাপতি ৬,০০০ টাকা, কর্মাধ্যক্ষ ৫,০০০ টাকা এবং সাধারণ সদস্যেরা ৩,৫০০ টাকা, জেলা পরিষদের সভাধিপতি ৯,০০০ টাকা, কর্মাধ্যক্ষ ৭,০০০ টাকা এবং সাধারণ সদস্যেরা ৫০০০ টাকা পান। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ৬৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ১৩০০-র বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য, প্রায় ২০০ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও জেলা পরিষদের ২১ জন সদস্য রয়েছেন।

বৃষ্টি মাথায় ঘরের পথে।। রায়গঞ্জের হাতিয়ায় দিবাকর সাহার ক্যামেরায়।

বাপের বাড়ির অভিযোগে গ্রেপ্তার তিন

স্বামীর অত্যাচারেই 'মৃত্যু' অষ্টাদশীর

শেখ পান্না

রতুয়া, ২৪ জুন : বাপের বাড়ি থেকে পণের টাকা আনার চাপ ছিল। সে কথা না শোনায় এক বধূর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলত। ওই বধূকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগও রয়েছে স্বামীর বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে স্বামীকে মদত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে শ্বশুরবাড়ির অন্য সদস্যদের বিরুদ্ধে। অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বিষপান করে আত্মঘাতী হয়েছেন ওই বধূ, বক্তব্য মেয়েটির বাপের বাড়ির লোকজনের। ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া থানার বৈকুণ্ঠপুর ধোবি মোড় এলাকায়। ঘটনার প্রেক্ষিতে মৃত বধূর বাপের বাড়ির লোকজন স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পেয়ে যথারীতি স্বামী সহ শ্বশুর ও শাশুড়িকে গ্রেপ্তার করেছে রতুয়া থানার পুলিশ।

মাত্র একবছর আগে বিয়ে হয়েছিল রতুয়া থানার বাহারাল গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সাহাপুর গ্রামের তারুণ খাতুনের (১৮) সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুর ধোবি মোড় এলাকার বাসিন্দা সম্রাট আনসারির। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালাত সম্রাট। অত্যাচারে হাত লাগাত ওই বধূর শ্বশুর, শাশুড়ি এবং ননদও। তারুণকে মারধর করা হত। গলায় ফাঁস লাগিয়ে খুনের চেষ্টাও হয়েছে বলে তারুণের বাপের বাড়ির লোকেদের অভিযোগ। অত্যাচারের ঘটনা নিয়ে একাধিকবার গ্রামে সালিশি সভা বসেছে। কিন্তু সমস্যা মেটেনি। বাপের বাড়ি থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়ে আসার জন্য চাপ দেওয়া হত বলে অভিযোগ। তারুণের মা বিজলি বিবির অভিযোগ, 'টাকা দিতে না পারায় মেয়ের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। মেয়ের মুখে বালিশ চাপা দিয়ে খুনের চেষ্টা করা হয়। মেয়েকে খাবার দিত না। এত অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে শেষে সোমবার তারুণ বিষপান করে।' খবর পেয়ে তাঁরা মেয়েকে রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানকার চিকিৎসকরা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করেন। কিন্তু মালদা নিয়ে যাওয়ার পথে তারুণের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ফের রতুয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তখনই চিকিৎসকরা তারুণকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

বাড়ির সামনে জটলা। - সংবাদচিত্র

মেয়ের মৃত্যুর পর বিজলি বিবি জামাই সহ মোট চারজনের নামে রতুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ স্বামী সম্রাট সহ তার বাবা বাবলু আনসারি এবং মা সাবিলা বিবিকে গ্রেপ্তার করেছে। যদিও ননদ সোহানি খাতুন পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই ঘটনায় তারুণের বাপের বাড়ির লোকজন অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন। রতুয়া থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। বাকি অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। দোষীদের কড়া শাস্তি চাইছেন মৃতার আত্মীয়েরা।

কফিনবন্দি হয়ে গ্রামে ফিরলেন পরিযায়ী শ্রমিক

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ জুন : পেটের টানে কাজ করতে গিয়েছিলেন মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে। আর সেখান থেকেই বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। সোমবার রাতে মৃত ওই শ্রমিকের নাম রেজাউল হক (২১)। তাঁর বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-১ ব্লকের অন্তর্গত ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিঙ্গল গ্রামে। ভিনরাজ্য থেকে কফিনবন্দি হয়ে ফিরল রেজাউলের দেহ। সেখানে তিনি এক প্লাস্টিকের কারখানায় কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর খবর বাড়িতে এসে পৌঁছাতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন পরিবারের লোকেরা। শ্রমিকের পরিবার জানিয়েছে, প্রতিদিনের মতো সোমবার রাতেও কাজ করে রেজাউল নিজের ঘরে চলে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর শ্রমিকের সহকর্মীরা তাঁকে ডাকতে গেলে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তড়িঘড়ি স্থানীয় এক হাসপাতালে শ্রমিককে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মঙ্গলবার শ্রমিকের দেহ বাড়িতে পৌঁছেছে। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা ভেবেই প্রায় চার মাস আগে তিনি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে কাজ করতে গিয়েছিলেন। রেজাউলের বাড়িতে তাঁর বাবা, মা, স্ত্রী ও এক ছেলে রয়েছে। ছোট এক মাটির বাড়িতে সকলে থাকতেন। এখন বাড়ির একমাত্র রোজগেরে সদস্যের মৃত্যুতে কীভাবে সংসার চলবে সেই নিয়ে পরিবারের লোকেরা চিন্তায় পড়েছেন। ফলে পরিজনেরা প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর-১ এর বিডিও জানিয়েছেন, ব্লক প্রশাসন পরিবারটির পাশে রয়েছে। তাঁদের সব রকমের সাহায্য করা হবে।

কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত

কুশমণ্ডি, ২৪ জুন : সোমবার গভীর রাতে ৪৫ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করল কুশমণ্ডি ব্লকের পদ্মাকুমারী বিওপি। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে বৃষ্টির মধ্যে পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্তে কাফ সিরাপ নিয়ে এসেছিল এক পাচারকারী। বিএসএফের জওয়ান ধাওয়া করতেই কাফ সিরাপ ফেলে পালিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী। মঙ্গলবার ওই কাফ সিরাপের বোতলগুলি কুশমণ্ডি থানায় জমা করে বিএসএফ।

প্রতিশ্রুতি সার, মেলেনি রাস্তা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ জুন : অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের তুলসীপুর থেকে গোপালবাটী গ্রাম পঞ্চায়েতের কামালপুর পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন থেকে বেহাল। প্রায়শই দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। জনপ্রতিনিধিদের থেকে বারবার রাস্তা ঠিক করার প্রতিশ্রুতি পেলেও রাস্তা ঠিক হয়নি। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা বিমল সরকার বলেন, 'রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়ছি সকলে। অথচ তা মেরামতে কারও তেমন হেলদোল নেই।'

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েকটি ভোট পেরিয়ে গেলেও রাস্তাটি ঠিক হয়নি। ভোট এসে ভোট চলেও যায়। কিন্তু রাস্তার দেখা পান না গ্রামের বাসিন্দারা। গত পঞ্চায়েত ও বিধানসভা ভোটের আগেও জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে ওই রাস্তা ঠিক করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বন্যা বয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি এখনও সেই তিমিরেই পড়ে রয়েছে। কবে রাস্তাটি ঠিক হবে তা কেউ জানে না। যদিও অতি দ্রুত ওই সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার। অরূপের বক্তব্য, 'ওই রাস্তা নির্মাণের জন্য অর্থবরাদ্দ হয়েছে। খুব শীঘ্রই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হবে।'

বালুরঘাট ব্লকের ওই ১২ কিমি রাস্তা দিয়ে সাতইশ, তুলসীপুর, কামালপুর সহ ২০ থেকে ২৫টি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। বেহাল রাস্তায় কখনও স্কুলে যেতে গিয়ে জলকাদার মধ্যে সাইকেল নিয়ে পড়ে গিয়ে দুর্ঘটনার মুখে পড়ছে ছাত্রছাত্রীরা। আবার কখনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে টোটো উলটে দুর্ঘটনার কবলে পড়ছেন রোগীরা। একটু বৃষ্টি হলেই সমস্যা চরম আকার ধারণ করছে। রাস্তা কাদায় ভরে নর্দমার রূপ নেয়।

স্কুল ছাত্রী সুপ্রিয়া দাসের কথায়, 'খুবই খারাপ অবস্থা রাস্তার। ভাঙা রাস্তায় সাইকেল নিয়ে যেতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই জলকাদায় পড়ে যায় অনেকে। স্কুল যেতে পারে না আমার মতো অনেক ছাত্রছাত্রী।'

> রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। প্রতিদিন যাতায়াত করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়ছি সকলে। অথচ তা মেরামতে কারও তেমন হেলদোল নেই।
>
> **বিমল সরকার**
> *স্থানীয় বাসিন্দা*

দীর্ঘদিন থেকে ওই রাস্তায় টোটো চালান নীরেন মালি। ক্ষোভের সঙ্গেই তাঁর অভিযোগ, 'গ্রামের ছোট রাস্তার ভেতর দিয়ে মালবোঝাই বড় বড় গাড়ি যায়। ফলে রাস্তাটি আরও বেশি খারাপ হয়েছে। বেহাল রাস্তায় ঠিকমতো টোটো চালানো যাচ্ছে না। ভাঙা রাস্তার উপর দিয়ে যেতে গিয়ে মাঝেমধ্যেই টোটো খারাপ হয়ে পড়ছে। আমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।'

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। তারপরেও প্রশাসনের কোনও হুঁশ নেই। প্রশাসনের কেন হুঁশ নেই, সেই প্রশ্নই উঠছে। তাঁদের দাবি, চলাচলের একমাত্র ওই রাস্তাটি অবিলম্বে মেরামত করা হোক।

মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

গঙ্গারামপুর, ২৪ জুন : গঙ্গারামপুর ব্লকের অশোক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সোমবার নুর নেহার বিবি (৬৫) নামে এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের নজরে এলে তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবশেষে সোমবার সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় ওই বধূর।

স্থানীয় সূত্রে খবর, পারিবারিক বিবাদের জেরে ওই বধূ এক মাস আগেও বিষপান করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তবে সেই যাত্রায় রক্ষা পান তিনি। পারিবারিক বিবাদের জেরে এদিন তিনি বাড়িতে ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

জগন্নাথপুরে বাঁশের সাঁকোই ভরসা

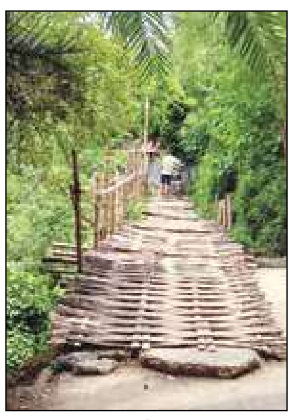

> গ্রাম পঞ্চায়েতের ফান্ড কম। কাজটি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ থেকে করতে পারবে।
>
> **– পূজা হাঁসদা**
> *প্রধান, বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত*

হরষিত সিংহ

হবিবপুর, ২৪ জুন : বর্ষা এলেই একাধিক জায়গায় তৈরি হয় বাঁশের সাঁকো। এছাড়াও নদী পারাপারের জন্য বাঁশের সাঁকো রয়ে যায় বছরভর, বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু বাঁশের সাঁকোর রাস্তা কখনও দেখেছেন? এমন প্রশ্ন অনেককেই চিন্তায় ফেলে দেয়। কিন্তু রাস্তা ভেঙে যাওয়ায় চলাচলের উপায়ে এমনই পথ রয়েছে হবিবপুরের বুলবুলচণ্ডী পঞ্চায়েতের জগন্নাথপুর গ্রামে। গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে অবশ্য নয়, নিজেদের দুর্ভোগ দূর করতে এমনই রাস্তা তৈরি করেছেন গ্রামবাসীরা। প্রায় দুই দশক ধরে এমন পথে চলছে চলাচল। প্রশাসন থেকে কোনও পদক্ষেপ না করায়, নিজেদের চলার পথ নিজেরাই তৈরি করে নিয়েছেন বলে বক্তব্য গ্রামবাসীদের। ভোগান্তির কথা স্বীকার করে নিয়ে স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য জয়দেব হালদার বলেন, 'আমরা অনেক চেষ্টা করছি। রাস্তা হলে সকলের উপকার হবে। কিন্তু হচ্ছে না। সেচ দপ্তর থেকে একবার পরিদর্শন করেছিল। ফের সেচ দপ্তরে আবেদন জানানোর পরিকল্পনা নিয়েছি।'

বাড়ছে আশঙ্কা

- নদীভাঙনে পাড় ভেঙে কংক্রিটের রাস্তার একাধিক জায়গা ধসে গিয়েছে
- চলাচলের জন্য জগন্নাথপুর গ্রামে তৈরি হয়েছে বাঁশের সাঁকো
- সাঁকো দিয়ে কোনওরকম যান চলতে না পারায় প্রসূতিদের চরম দুর্ভোগ
- রাস্তা মেরামতির দায় এড়াচ্ছে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে পঞ্চায়েত সমিতি

বুলবুলচণ্ডী পঞ্চায়েতের জগন্নাথপুর সহ একাধিক গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত টাঙ্গন নদী। একসময় ডুবাপাড়া হয়ে রামকান্তপুর থেকে জগন্নাথপুর পর্যন্ত নদীর ধার দিয়ে কংক্রিটের রাস্তা ছিল। নদীভাঙনে পাড় ভেঙে রাস্তাটির একাধিক জায়গায় ধস নেমেছে। তবে রামকান্তপুর থেকে জগন্নাথপুর পর্যন্ত একেবারেই রাস্তা নেই। প্রায় ১৫০ মিটারজুড়ে বাঁশের সাঁকো রয়েছে। গ্রামের বাসিন্দারা নিজেরাই তৈরি করেছেন এই সাঁকো। গ্রামের বাসিন্দা বিকাশ সরকার বলেন, 'খুব সমস্যা যাতায়াত করতে। রাস্তা না থাকায় কোনও গাড়ি চলে না। আবার বর্ষার সময় ভেঙে যায়। আমরা নিজেরাই মেরামত করি।' প্রতিবছর বর্ষায় বাঁশ পচে ভেঙে যায়। সেই সময় গ্রামবাসীরা নিজেরাই মেরামত করেন সাঁকো। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নদীর তীরে গার্ডওয়াল দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বছর আগে ভেঙে গিয়েছে। তবে গার্ডওয়াল নয়, রাস্তা চাইছেন বাসিন্দারা। স্থানীয় আশাকর্মী টুলু কর্মকার মজুমদার বলেন, 'গাড়ি ঢোকে না এলাকায়। প্রসূতিদের হাসপাতাল নিয়ে যেতে খুব সমস্যা হয়। বাধ্য হয়ে তাঁদেরকে হেঁটে নিয়ে যেতে হয়। বহুবার পঞ্চায়েত থেকে ব্লক দপ্তরে জানিয়ে এসেছি। সমস্যার সমাধান অত্যন্ত প্রয়োজন।' রামকান্তপুর, জগন্নাথপুর সহ কয়েকটি গ্রাম মিলিয়ে প্রায় ২০০টি পরিবারের বসবাস। বর্ষার বৃষ্টি শুরু হতেই ভাঙনের আতঙ্ক তাড়া করছে গ্রামবাসীদের। আবার হয়তো নতুন করে কোথাও রাস্তা ভেঙে যাবে। সাঁকো ভেঙে হয়রানির শিকার হতে হবে।

বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পূজা হাঁসদা বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েতের ফান্ড কম। কাজটি পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ থেকে করতে পারবে। বিষয়টি জানিয়েছি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে।' হবিবপুর পঞ্চায়েত সমিতির স্থানীয় সদস্য ও বিরোধী দলনেতা পীযূষ মণ্ডলের বক্তব্য, 'কাজটি পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারা সম্ভব নয়। বিষয়টি জেলা শাসককে জানানো হয়েছে। জেলা পরিষদ বা জেলা প্রশাসনের পক্ষে সম্ভব রাস্তাটি তৈরি করা।'

কাজের কৃতিত্ব নিয়ে দুই ফুলে দড়ি টানাটানি

রায়গঞ্জ, ২৪ জুন : প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনা প্রকল্পে রায়গঞ্জের লোহাগাড়া থেকে কর্ণজোড়া পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজের জন্য ৩ কোটি ৩৭ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই কাজ নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজ কীভাবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় হল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেস নেতৃত্বও। বিষয়টিতে আগামী বৃহস্পতিবার ওই এলাকায় একটি পথসভা করবে বিজেপি।

হেমতাবাদ বিধানসভার অন্তর্গত প্রায় ১০ কিমি ওই রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিলেন সকলে। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার অর্থে রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন কাজের সূচনা করেন। আর রাস্তার কাজ শুরু হতেই রায়গঞ্জ ব্লক-২ তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি ফ্লেক্স দিয়ে প্রচার করে যে, মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এই রাস্তাটি হচ্ছে। এতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন এলাকার বিজেপির নেতারা। রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির মলয় সরকারের দাবি, ‘কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে রাজ্যের বলে এলাকার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে তৃণমূল। সাংসদকে অন্ধকারে রেখে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও মন্ত্রীরা নিজেদের মতো কাজের সূচনা করছেন।’ মাইনরিটি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি মনসুর আলিও বিষয়টির সমালোচনা করেছেন। তাঁর দাবি, ‘তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক গত চার বছরে এলাকায় কোনও কাজ করেননি। তাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পকে নিজেদের কাজ বলে চালিয়ে প্রচার শুরু করেছেন।’

অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি দীপঙ্কর বর্মনের দাবি, ‘প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার কাজ জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে হচ্ছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের অর্থও আছে।’

বিষে মৃত্যু চাঁচলে বধূর

মালদা, ২৪ জুন : বিষপান করে এক বধূর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল চাঁচলে। মৃতের নাম মেহেরুণ বিবি (৩৭)। তিনি চাঁচলের গালিমপুর এলাকার বাসিন্দা। মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। বধূর পরিবার জানিয়েছে, পারিবারিক সমস্যা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে মেহেরুণ মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। গত সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ তিনি বাড়ির সকলের আড়ালে বিষপান করেন। পরে অসুস্থ অবস্থায় মেহেরুণকে দেখতে পেয়ে পরিবারের লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল ও পরে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করেন। মঙ্গলবার ভোররাতে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়।

নোটিশ জারি

রায়গঞ্জ, ২৪ জুন : এবার চাকরিহারা শিক্ষকদের জন্য উত্তর দিনাজপুরের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তর বিশেষ নোটিশ জারি করল। ২৬ জুনের মধ্যে চাকরিহারা শিক্ষকদের তাঁদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাধ্যমে নথি যাচাই করে নির্দিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে হবে। সেই পূরণ করা ফর্ম বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসে জমা দিতে হবে। এদিন ৪৪ জন শিক্ষকের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁরা চাকরি হারিয়েছেন। তাঁদের বর্তমান বিদ্যালয়ের নাম ও আগে যে বিদ্যালয়ে চাকরি করতেন সেই বিদ্যালয়ের নামও জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের তরফে প্রকাশ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে সুপ্রিম কোর্ট রাজ্যের নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের কয়েক হাজার শিক্ষকের প্যানেল বাতিল করেছে। এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মোতাবেক চাকরি হারানো শিক্ষকদের যাঁরা আগে অন্যত্র চাকরি করতেন সেখানে যোগদান করাতে বিশেষ নোটিশ জারি করা হল।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন শিলিগুড়ির অরিজিৎ ভট্টাচার্য।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ির ছাদে যাতায়াত

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ২৪ জুন : জাতীয় সড়ক হোক বা গ্রামের রাস্তা, মালদার বৈষ্ণবনগরের একাধিক রাস্তায় ছোট গাড়িকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। অনেক সময়ই প্রাণ হাতে করে যাত্রীদের গাড়ির ছাদে বসে যাতায়াত করতে দেখা যায়। ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে অফিস যাত্রী, সকলেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াতে করেন। প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া গাড়ির ছাদে বসে যাতায়াত করার প্রবণতা কাটবে না বলে অভিমত স্থানীয় বাসিন্দাদের।

বৈষ্ণবনগরের মন্ডাই, টাউনশিপ, ভাঙ্গাটোলা, হোসেনপুর রুটে প্রতিদিনই অফিস যাত্রী থেকে শুরু করে স্কুল পড়ুয়ারা যাতায়াত করে থাকেন। পর্যাপ্ত গাড়ি না মেলায় অনেকসময়ই গন্তব্যে পৌঁছাতে অসুবিধায় পড়তে হয়। এই এলাকায় সবচেয়ে বেশি ছোট গাড়ি যাতায়াত করতে দেখা যায়। অনেক সময়ই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গাড়ির ছাদের ওপর বসে যাতায়াত করতে হয় সাধারণ মানুষকে। যাতায়াত করা ঝুঁকিপূর্ণ বুঝেও অনেকেই এভাবে যাতায়াত করেন। ভাঙ্গাটোলার বাসিন্দা সীমা চৌধুরী বলেন, ‘ছাদের উপর বসে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। কিন্তু স্কুলে, কলেজে ঠিক সময়ে পৌঁছানোর জন্য অন্য কোনও উপায় নেই। সকালের দিকে যদি অতিরিক্ত গাড়ি চালানো হয়, তাহলে সাধারণ মানুষের অসুবিধা হয় না।’

গাড়ির ছাদে যাত্রীদের নিয়ে যাওয়া যে বিপজ্জনক, তা স্বীকার করে নিয়েছেন এই রুটের দীর্ঘদিনের গাড়ির চালক মোস্তাকিন শেখ। বৈষ্ণবনগর-হোসেনপুর রুটের এই চালক বলেন, ‘এভাবে গাড়ি চালাতে সত্যিই খুব ভয় লাগে। কিন্তু যাত্রীরা নিজেরাই চাপ দেন।’ আরেক চালক নুরুল ইসলামের অবশ্য যুক্তি, ‘বেশি যাত্রী না তুললে গাড়ির খরচ ওঠে না।’ এভাবে ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াতের বিষয়টি প্রশাসনের নজর এড়ায়নি। এই বিষয়ে প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, ‘আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। ট্রাফিক পুলিশকে আরও সক্রিয় করা হবে। নিয়ম ভাঙলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ কিন্তু বৈষ্ণবনগরে যাতায়াতের সমস্যা কি আদৌ মিটবে, তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা

- বৈষ্ণবনগরের একাধিক রাস্তায় ছোট গাড়ির ছাদে যাতায়াত
- পর্যাপ্ত গাড়ি না থাকায় যাতায়াতে সমস্যা
- প্রশাসনকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে আর্জি
- বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস

গাড়ির ছাদে বসে যাতায়াত। মালদার বৈষ্ণবনগরে।

হরিশ্চন্দ্রপুরে গ্রামবাসীর পথ অবরোধ

রাস্তার দাবিতে ৪ স্কুলে তালা

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ জুন : বেহাল রাস্তা নির্মাণের দাবিতে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করলেন। সেইসঙ্গে এই আন্দোলনকে সর্বাত্মক রূপ দিতে এলাকার চারটি সরকারি স্কুল তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের মিটনা এলাকার ঘটনা। এর ফলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারলেন না। অনেক পড়ুয়া বাড়ি ফিরে গেল। আবার অনেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পথ অবরোধে শামিল হল। রাজ্যের মন্ত্রী তাজমুল হোসেন বলেন, ‘রাস্তা যাতে নতুন করে নির্মিত হয় সেব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।’

খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশবাহিনী এবং স্থানীয় শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে তাঁরা অনেকক্ষণ কথা বলেন। এক ঘণ্টা পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে স্কুলের তালা খুলে অবরোধ উঠিয়ে নেওয়া হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশ জানিয়েছে, অবরোধের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্কুল চালু হয়।

রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ। মঙ্গলবার মিটনায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত সপ্তাহ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক এলাকার মালিওর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হরিশ্চন্দ্রপুর রেলস্টেশন থেকে মথুরাপুরগামী প্রায় ১০ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে এলাকাবাসী লাগাতার আন্দোলন করছে। তাঁদের দাবি, সাত-আট বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। বর্ষাকালে জল জমে রাস্তায় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। ফলে নিত্যদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। ডুমুরিয়া, মালিওর, মিটনা, তালসুর ও মথুরাপুর সহ ১৫-২০টি গ্রামের মানুষ এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল। অভিযোগ, বেহাল রাস্তা সারানোর কোনও উদ্যোগ স্থানীয় প্রশাসনের নেই। তাই বাধ্য হয়ে তাঁরা আন্দোলনে শামিল হয়েছেন। এদিন এলাকার চারটি সরকারি স্কুল যথাক্রমে মিটনা প্রাথমিক বিদ্যালয়, মিটনা হাইস্কুল, মমতাজিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসা ও সোলেমানিয়া হাই মাদ্রাসার মূল ফটকে স্কুল শুরুর আগে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। আন্দোলনকারী মাসরেকুল আলমের কথায়, ‘আমরা বারবার এই রাস্তার দাবিতে আন্দোলন করছি। কিন্তু কোনও কাজ হচ্ছে না। তাই এদিন সড়ক অবরোধ করেছি। বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সমর্থন করেছে। আশ্বাস না পেলে আন্দোলন চলবে।’

ঘটনাক্রম

- বেহাল রাস্তা নির্মাণের দাবিতে গ্রামবাসীরা পথ অবরোধ করলেন
- আন্দোলনকে সর্বাত্মক রূপ দিতে এলাকার চারটি সরকারি স্কুল তালাবন্ধ করে দেওয়া হয়
- ফলে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারলেন না
- অনেক পড়ুয়া আবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পথ অবরোধে শামিল হয়

যদিও আন্দোলনকারীদের দাবি, তাঁরা রাস্তার জন্য পথ অবরোধ করেছেন। কোনও স্কুলে তালা ঝোলাননি। শিক্ষার্থীরা নিজেরা স্কুলে প্রবেশ করেনি। রাস্তার দাবিতে তারাই তালা ঝুলিয়েছে। স্কুল ছাত্র মোহাম্মদ নুরুল ইসলামের মন্তব্য, ‘প্রাণ হাতে করে এই রাস্তা দিয়ে আমাদের যাতায়াত করতে হয়। তাই এদিন আন্দোলনে শামিল হয়েছি।’ হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লক বিডিও তাপস পাল অবিলম্বে রাস্তা মেরামত করা হবে বলে জানিয়েছেন।

এপ্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর দক্ষিণ চক্রের বিদ্যালয়ের পরিদর্শক তারক মণ্ডলের বক্তব্য, ‘খবর পেয়ে এলাকায় গিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলে বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু করা হয়।’

টুকরো খবর

শাশুড়ি খুন

বহরমপুর, ২৪ জুন : ঘরজামাইয়ের হাতে খুন শাশুড়ি। মেয়ে-জামাইয়ের মাঝে চলতে থাকা অশান্তি থামাতে এসে শেষপর্যন্ত গুণধর জামাইয়ের হাতে ধারালো হাঁসুয়ার কোপে খুন হতে হল শাশুড়ি মানেজা বিবিকে (৬২)। এই কাণ্ডে মঙ্গলবার ব্যাপক শোরগোল ছড়িয়ে পড়ে মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুর এলাকায়। রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সুরাজের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি শুরু করেছে।

শান্তি বৈঠক

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো, ২৪ জুন : আসন্ন রথযাত্রা ও মহরম শান্তিপূর্ণভাবে পালনের উদ্দেশ্যে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের পুলিশ ও প্রশাসন, দুই ধর্মীয় উৎসবের আয়োজকদের নিয়ে বংশীহারী, বুনিয়াদপুর, কুশমণ্ডি, হরিরামপুর, বামনগোলার হরিশ্চন্দ্রপুর এবং চাঁচলে শান্তি বৈঠক করল। পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে উদ্যোক্তাদের আঁটোসাঁটো নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য আয়োজকদের সতর্ক থাকার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

রুটিন বদলি

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ জুন : হরিশ্চন্দ্রপুর থানার দুই পুলিশ আধিকারিকের বদলি হল। প্রথমজন হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সেকেন্ড অফিসার অজয় সিং। তাঁকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা থেকে জেলার মিল্কি আউটপোস্টের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এদিকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত ভালুকা ফাঁরি ইনচার্জ শ্যামসুন্দর সাহাকে মোথাবাড়ি থানায় বদলি করা হয়েছে। জেলার মধ্যে এটি রুটিন বদলি বলে জেলা পুলিশ জানিয়েছে।

জয়ী তৃণমূল

তপন, ২৪ জুন : তপন ব্লকের গোড়াইল গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাদ্রাইল মাদার টেরেজা মহিলা সংঘ সমিতির সমবায় নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হল তৃণমূল। মঙ্গলবার বিকেলে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ১৬ জন বিজয়ী তৃণমূল প্রার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

পাটের খেত থেকে উদ্ধার পচাগলা দেহ

সৌম্যজ্যোতি মণ্ডল

চাঁচল, ২৪ জুন : কিছুদিন ধরে পাটের খেত থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। স্থানীয়রা ভেবেছিলেন কেউ হয়তো কোনও মৃত গবাদিপশুর দেহ ফেলে রেখে গিয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার সকালে মালিক জমিতে গিয়ে হতবাক হয়ে যান। তিনি দেখেন একটি শিয়াল বস্তাবন্দি কঙ্কালসার দেহ টানাটানি করছে। সেখান থেকেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। চাঁচল থানার নদীশিক এলাকার এই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যে সেখানে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ভিড় জমাতে থাকেন স্থানীয়রা। খবর পাওয়ামাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চাঁচল থানার পুলিশ। উদ্ধার করা হয় দেহটি। এরপর কঙ্কালটিকে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয় ময়নাতদন্তের জন্য। বর্তমানে দেহ দেখে পুরুষ না মহিলা শনাক্ত করা যাচ্ছে না। যদিও দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া চুড়ি দেখে অনুমান মৃতদেহটি কোনও মহিলার। প্রায় দেড় থেকে দুই মাস আগে ওই দেহটি কেউ ওই জমিতে বস্তাবন্দি অবস্থায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিল। দেহের এই পরিস্থিতির কারণে তদন্তে বেগ পেতে হচ্ছে পুলিশকে।

ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টের অপেক্ষায় পুলিশ। এইদিন তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে যান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা ও চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু। তাঁরা ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখে জমির মালিক এবং স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই জমির মালিক এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে পাটের নিড়ানির জন্য শেষবার জমিতে এসেছিলেন। সেক্ষেত্রে এই ঘটনা মে মাসের প্রথম সপ্তাহ নাগাদ ঘটে থাকতে পারে বলে অনুমান।

বিগত দুই থেকে তিন মাসে চাঁচল থানা সহ পার্শ্ববর্তী থানাগুলিতে নিখোঁজ ডায়েরিগুলি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পরবর্তীতে কোনও পরিবার মৃতদেহ দাবি করলে ডিএনএ টেস্ট করা হবে। তদন্তের জন্য ঘটনাস্থলে বিশেষ ফরেন্সিক দল যাবে বলেও পুলিশ সূত্রের খবর। জমির মালিক সায়েদ আলি বলেন, ‘সকাল সকাল এই চিত্র দেখে ঘাবড়ে গিয়েছি। আমার জমিতে কেউ মৃতদেহ ফেলে গিয়েছে! আতঙ্ক তো হবেই।’

ঘটনাস্থলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ভিড়। মঙ্গলবার নদীশিক এলাকায়।

যা ঘটেছে

- কিছুদিন ধরে পাটের খেত থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল
- স্থানীয়রা ভেবেছিলেন কেউ হয়তো কোনও মৃত গবাদিপশুর দেহ ফেলে রেখে গিয়েছে
- কিন্তু মঙ্গলবার সকালে মালিক জমিতে গিয়ে হতবাক হয়ে যান
- তিনি দেখেন একটি শিয়াল বস্তাবন্দি কঙ্কালসার দেহ টানাটানি করছে
- সেখান থেকেই দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে

স্থানীয় বাসিন্দা আবদুল রহিম বলেন, ‘১০ থেকে ১২ দিন হল আমার ভাগ্নি নিখোঁজ। এই ঘটনা শুনতে পেয়ে আমি ছুটে আসি। কিন্তু ওই দেহ দেখে মনে হচ্ছে অনেক পুরোনো। বাকিটা পুলিশ বলতে পারবে।’

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মতিউর রহমানের বক্তব্য, ‘ঘটনাটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এসেছি। এলাকার সকলেই আতঙ্কিত।’ চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, ‘তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছি।’

অন্যদিকে, চাঁচল থানার বৈরগাছি এলাকার এক পরিবার ওই দেহ তাঁদের মেয়ের বলে দাবি করেছে। কারণ দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া ভাঙা চুড়ির টুকরো এবং একটি বালা দেখে শনাক্ত করেছেন প্রতিবেশী মহিলারা। ১৩ তারিখ সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ ছিলেন ওই বধূ। ওই বধূর মামা বলেন, ‘আমরা থানাতে নিখোঁজ ডায়েরি করেছিলাম। প্রায়ই স্বামীর সঙ্গে ওর ঝামেলা হত। প্রতিবেশী মহিলারা বালাটা দেখে শনাক্ত করেছেন। আমরা ডিএনএ টেস্ট করাব।’

ব্রাউন সুগার আটক, ধৃত ২

বৈষ্ণবনগর, ২৪ জুন : সোমবার রাতে ১৮ মাইল এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুই মাদক পাচারকারীকে ধরা হয়। ধৃতদের নাম গোলাম মোস্তফা ও অনিল চৌধুরী। তারা যথাক্রমে কালিয়াচক থানার সুলতানগঞ্জ বিশ্বাসটোলা এলাকা এবং বিহারের ভাগলপুর জেলার নাথনগরের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে এক কেজিরও বেশি ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে।

সোমবার রাতে ১৮ মাইল এলাকায় উদ্দেশ্যহীনভাবে মোস্তফা ও অনিলকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। সন্দেহ হওয়ায় পুলিশ তাদের আটক করে। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে ১ কেজি ৪৬৪ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়েছে। উদ্ধার হওয়া মাদকের বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি টাকা। এই মাদক কোথা থেকে এসেছে, কার মাধ্যমে কোথায় পাচার হচ্ছিল-তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। মঙ্গলবার ধৃতদের জেলা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাদের পুলিশ হেপাজতে পাঠান।

এর আগে রবিবার রাতে বৈষ্ণবনগরের ১৮ মাইল ও কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ ও শায়লাপুরে অভিযান চালিয়ে পাঁচ মাদক পাচারকারীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। ধৃতরা হল আব্দুর রশিদ, সেনাউল হক, রাজিকুল ইসলাম, ছোটন মণ্ডল ও সনাতন মণ্ডল। তাদের কাছ থেকে ৯১৫ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছিল। এর আনুমানিক মূল্য ৮০ লক্ষ টাকা। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কালিয়াচক ও বৈষ্ণবনগর থানা এলাকায় ক্রমেই মাদক কারবারের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। রবিবার ও সোমবার পরপর দু’দিন যাদের ধরা হয়েছে, তাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ রয়েছে কি না পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এই ঘটনার পিছনে মূল পান্ডা কে তা চিহ্নিত করতে পুলিশ তৎপর হয়েছে।

মেলা

হেমতাবাদ, ২৪ জুন : উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদ ব্লকের কৃষ্ণবাটী গ্রামে শতাব্দীপ্রাচীন মুখোশ নাচের মেলা এখনও হয়ে আসছে। স্থানীয় শ্মশানকালীর পুজো উপলক্ষ্যে এই মেলা হয়ে থাকে। মঙ্গলবার এই মেলার আয়োজন করা হয়। স্থানীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোক ঐতিহ্যকে বজায় রাখতে এধরনের মেলাগুলি এক আলাদা মাত্রা পেয়েছে। স্থানীয় মুখোশশিল্পী শচীন সরকার জানান, তিন পুরুষ ধরে এখানে শ্মশানকালীর পুজো ও মেলা হচ্ছে। অন্য গ্রামেও হয়। তবে বর্তমানে এই মেলার প্রচলন অনেকটা কমে এসেছে। হিস্টরিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক সৌমেন সিং বলেন, ‘হেমতাবাদ ব্লকের কৃষ্ণবাটী গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ শুক্রবার শ্মশানকালীর পুজো হয়। তারপরের মঙ্গলবার মুখোশ নাচের মেলা আয়োজিত হয়। মুখোশ নাচের মেলার জৌলুস বর্তমানে অনেকটা হ্রাস পেলেও স্থানীয় গ্রামবাসীরা তার ঐতিহ্য ও পরম্পরা এখনও বজায় রেখেছেন। মূলত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ এই মেলায় অংশ নেন।’

জমিদান

কুশমণ্ডি, ২৪ জুন : উদয়পুর পঞ্চায়েতের আয়রা ফরেস্টের কাছে মঙ্গলবার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের জন্য ৩ শতক জমি দান করলেন প্রাথমিক শিক্ষক পরমেশ্বর হাঁসদা। এদিন তিনি রেজিস্ট্রি অফিসে ৩ শতক জমি রাজ্যপালের নামে দান করেন। তিনি জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ভাড়াবাড়িতে চলছে। তিনি বলেন, ‘বিডিও নয়না দে নতুন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র তৈরির জন্য জায়গা খুঁজে পাননি। এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য জমি দান করেছি।’ পরমেশ্বরকে সাধুবাদ জানিয়েছেন নয়না। নয়নার কথায়, ‘দ্রুত নতুন আইসিডিএস সেন্টার তৈরি করা হবে।’

গণ অবস্থান

বালুরঘাট, ২৪ জুন : জেলায় মেডিকেল কলেজ স্থাপন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা সহ সাত দফা দাবিতে বালুরঘাটে গণ অবস্থান ও বিক্ষোভ সমাবেশ হল। শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের যৌথ মঞ্চ এই গণ অবস্থানের ডাক দেয়। মঙ্গলবার বিকালে জেলা প্রশাসনিক ভবনের সামনে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল।

বেহাল সড়কের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

রায়গঞ্জ, ২৪ জুন : রায়গঞ্জ ব্লকের বাহিন অঞ্চলের ট্যাগরা গ্রামে বেহাল রাস্তার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। মঙ্গলবার পথ অবরোধে শামিল হন কয়েক হাজার মানুষ। অভিযোগ, গ্রামবাসীরা টোটো, বাইক, সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করতে পারছেন না। অ্যাম্বুল্যান্স না ঢোকায় অসুস্থদের নিয়ে বিপদে পড়ছেন রোগীর পরিবারের সদস্যরা। গর্ভবতী মহিলা ও মুমূর্ষু রোগীদের কোলে করে পারাপার করতে হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরাও বিপদে পড়ছে। এদিন প্রায় ২০টি গ্রামের মানুষ কাদায় শুয়ে পড়ে অভিনব কায়দায় বিক্ষোভ দেখান। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, সেখানে সেতু তৈরির কাজ চলছে। কিন্তু, বিকল্প রাস্তার ব্যবস্থা করা হয়নি। যার জেরে ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে গাফিলতি ও উদাসীনতার অভিযোগ এনেছেন তাঁরা। বিকল্প রাস্তা তৈরি না করে কেন সেতুর কাজ শুরু হল তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসী সফিকুল হক বলেন, ‘আমাদের দীর্ঘদিনের দাবি মেনে সেতু তৈরির কাজ শুরু হলেও বিকল্প রাস্তা তৈরি করা হয়নি। এতেই আমরা বিপদে পড়েছি। যাতায়াত করা যাচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে আজ আমরা অবরোধ করেছি। আমাদের দাবি, অবিলম্বে বিকল্প রাস্তা তৈরি করতে হবে।’ এদিন বাহিন গ্রাম পঞ্চায়েতের পাড়ারপুকুর সংসদের সদস্য বঙ্কিমচন্দ্র রায় বলেন, ‘ঠিকাদারি সংস্থাকে বলেছি, মানুষের দাবি মেনে বিকল্প রাস্তাটি যাতে ভালোভাবে তৈরি করে দেওয়া হয়।’

ট্যাগরা গ্রামে গ্রামবাসীর বিক্ষোভ। মঙ্গলবার। ছবি : দিবাকর সাহা

আট বছরেও সংস্কার হয়নি এক কিমি রাস্তার

গৌতম দাস

গাজোল, ২৪ জুন : উন্নয়নের ফিরিস্তি কম নেই। কিন্তু আট বছরেও এক কিলোমিটার রাস্তা মেরামত হয়নি। জোড়া পোল থেকে কৃষ্ণপুর হাটখোলা পর্যন্ত তাই বেহাল রাস্তায় চলতে বাধ্য হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। তাঁদের অভিযোগ, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য থেকে প্রধান, জনপ্রতিনিধিদের কাছে বারবার দরবার করেও দুর্দশা ঘোচেনি। যে কারণে এবার তাঁরা বিডিও এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দ্বারস্থ হয়েছেন। এরপরেও পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন গ্রামবাসীরা। গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন বললেন, ‘ওই রাস্তাটি সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। রাস্তাটি অতি দ্রুত মেরামতের জন্য আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের কাছে আবেদন জানিয়েছি। তবে গাজোলে দুটো পরিযায়ী পাখি আছে। একজন বিজেপির বিধায়ক এবং একজন সাংসদ। তাঁরা আজ পর্যন্ত একটাও উন্নয়নমূলক কাজ করেননি। শুধু ভোটের সময় তাঁদের দেখা মেলে।’

মাত্র এক কিলোমিটার রাস্তা হলেও, রানিগঞ্জ-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রাস্তাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন দোহিল, আটিলা, হাটনগর, হরিপুর, ইদাম, সাবইল, আহিল সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ। এছাড়াও দোহিল হাইস্কুল ছাড়াও অন্যান্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিশুশিক্ষাকেন্দ্র, আইসিডিএস কেন্দ্র, সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রভৃতি জায়গায় যাতায়াতের জন্য এই রাস্তাটি একমাত্র ভরসা। কিন্তু রাস্তাটি এখনও কাঁচা। স্থানীয় বাসিন্দা মনোতোষ মণ্ডল বলছেন, ‘প্রায় ৮ বছর ধরে রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বছরের অন্য সময় কোনওরকমে যাতায়াত করা গেলেও, বর্ষার সময় রাস্তাটি দিয়ে চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।’ দোহিল হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী তমসা সরকারের বক্তব্য, ‘এই রাস্তাটি দিয়েই আমাদের স্কুলে যেতে হয়, যেতে হয় টিউশনেও। কিন্তু রাস্তার যা অবস্থা, তাতে চরম সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।’

এদিকে, রানিগঞ্জ-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রানি বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘অত বড় রাস্তা মেরামত করার মতো ফান্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতে নেই। আমাদের ক্ষমতা ৬৯ মিটার রাস্তা মেরামত করার। বিষয়টি আমি লিখিতভাবে বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, জেলা পরিষদ এবং জেলা শাসককে জানিয়েছি। একমাত্র তাঁরাই পারেন এই রাস্তা সংস্কার করতে।’

বেহাল দশা রানিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের এই রাস্তাটির। ছবি :পঙ্কজ ঘোষ।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে কেনাকাটা। মঙ্গলবার সিউড়িতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হিন্দু ভোটে তথ্যে গরমিল

বুথ ও ভোটপ্রাপ্তি নিয়ে বিভ্রান্তি বিজেপির অন্দরে

কলকাতা, ২৪ জুন : কালীগঞ্জে হিন্দু প্রধান বুথের হিসেব নিয়েই গরমিল বিজেপিতে। ফল বেরোনোর পর কালীগঞ্জের হিন্দু ভোটের ৭৩ শতাংশ পেয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি।

সেই অঙ্কে মোট হিন্দু প্রধান বুথের সংখ্যা উল্লেখ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, ১০৯টি হিন্দু প্রধান বুথের মধ্যে ১০৮টিতে জয়ী হয়েছে বিজেপি। শুভেন্দুর সেই দাবির ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতা অমিত মালব্য দাবি করলেন কালীগঞ্জে ১০৫টি হিন্দু প্রধান বুথের মধ্যে ১০২টিতে জয়ী বিজেপি। হিন্দু বুথ ও ভোটপ্রাপ্তির নিয়ে বিজেপির নিজের দেওয়া তথ্যে এই গরমিলের জন্যই বিজেপির দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল।

সোমবার সন্ধ্যায় নিজাম প্যালেসে কালীগঞ্জের ভোটের ফলের অন্তর্তদন্তে নেমে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হিন্দু প্রধান বুথের সংখ্যা নিয়ে দাবির সঙ্গে কেন্দ্রীয় নেতা তথা দলের আইটি সেলের কর্ণধার অমিত মালব্যর এদিনের এক্স হ্যান্ডেলের পোস্ট মিলছে না। এদিন অমিত মালব্য দাবি করেছেন, ৭০ শতাংশের বেশি হিন্দু জনসংখ্যা রয়েছে এমন ১০৫টি বুথের মধ্যে ১০২টিতে বিজেপি জয়ী। ৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোটার সম্পন্ন বুথে দলের শক্তি আগের থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। ৫০ শতাংশের বেশি মুসলিম ভোটার সমৃদ্ধ বুথের একটিতেও বিজেপি জিততে পারেনি। ২০২১ ও ২০২৪-এর তুলনায় হিন্দু ভোট একজোট হওয়া লক্ষ্যে আরও এগিয়েছে বিজেপি। সর্বশেষ কালীগঞ্জ নির্বাচনে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভোট একজোট করা গিয়েছে।

> ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫৪ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হয়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে রাজ্যে বিজেপির সরকার নিশ্চিত।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

তবে কালীগঞ্জের হিন্দু বুথ ও হিন্দু ভোট নিয়ে যে বিভ্রান্তি থাকুক না কেন, এই নির্বাচনের ফল থেকে এটা স্পষ্ট যে, ২০১৯ থেকে এখনও পর্যন্ত প্রতিটি নির্বাচনে হিন্দু ভোট একজোট করার লক্ষ্যে এর আগেও এত বড় সাফল্য পাওয়া যায়নি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে পরিবর্তন করতে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ বিজেপির লক্ষ্য। সেই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, ‘২০২৪-এর লোকসভা ভোটে ৫৪ শতাংশ হিন্দু ভোট এক হয়েছে। ৭০ শতাংশ হিন্দু ভোট এক করতে পারলে রাজ্যে বিজেপির সরকার নিশ্চিত।’ কালীগঞ্জের ভোটে এর আগে বিজেপির সর্বোচ্চ ভোটপ্রাপ্তি ছিল ৪২ শতাংশ। এবার সেখানে বিজেপি পেয়েছে ৭৩ শতাংশ হিন্দু ভোট।

মালব্যর দাবি

- ১০৫টি বুথের মধ্যে ১০২টিতে বিজেপি জয়ী
- ৫০ শতাংশের বেশি হিন্দু ভোটার সম্পন্ন বুথে দলের শক্তি আগের থেকে বেড়েছে
- ২০২১ ও ২০২৪ সালের তুলনায় হিন্দু ভোট একজোট হওয়ার লক্ষ্যে আরও এগিয়েছে বিজেপি
- কালীগঞ্জ নির্বাচনে ৭৪ শতাংশ হিন্দু ভোট একজোট করা গিয়েছে

এই পরিসংখ্যানকে হাতিয়ার করেই ’২৬-এর ভোটে সুদিন ফেরার আশায় বিজেপি। তবে বিজেপির এই হিন্দু ভোটের তত্ত্ব খারিজ করে তৃণমূলের সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, ‘আমরা তো আগেই বলেছিলাম, বিজেপির হিন্দু ভোটের এই তত্ত্ব ভিত্তিহীন। রাজনৈতিক স্বার্থেই মানুষকে বিভ্রান্ত করতে এই প্রচার করছে বিজেপি। কালীগঞ্জের মতো একটি বিধানসভাতেই যদি হিন্দু বুথের সংখ্যা নিয়ে দলে নানামুনি নানা মত হয় তাহলে প্রকৃত ঘটনা বুঝতে বাকি থাকে না। আসল কথা কালীগঞ্জে বিজেপি শুধু হারেনি। ওদের শক্তি ক্ষয়ও হয়েছে। সেই সত্য ধামাচাপা দিতেই হিন্দু বুথে জয়ের দাবিকে সামনে এনে মেরুকণের রাজনীতিকে উসকে দিতে চাইছে বিজেপি।’

জয়েন্টের ফলপ্রকাশে ‘ওবিসি জট’

কলকাতা, ২৪ জুন : ওবিসি জটে আটকে রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফলপ্রকাশ। এমনটাই মনে করছে রাজ্যের শিক্ষা মহল। কিন্তু দুশ্চিন্তা কাটছে না পরীক্ষার্থীদের। চলতি বছরের ২৭ এপ্রিল পরীক্ষা হলেও এখনও ফলপ্রকাশের কোনও খবর নেই বোর্ডের তরফে। তবে পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স এগজামিনেশন বোর্ড সূত্রে খবর, ফলপ্রকাশের তারিখ জানানো হবে শীঘ্রই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের অধ্যাপক পার্থপ্রতিম রায় জানিয়েছেন, ওবিসি মামলায় হাইকোর্ট অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেওয়ায় এখনও পর্যন্ত সিট ম্যাট্রিক্স প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষা মহলের একাংশের মত, ওবিসি জট থাকা সত্ত্বেও যেভাবে রাজ্যের স্নাতক কলেজে ইতিমধ্যেই ভর্তি শুরু হয়েছে, সেভাবেই রাজ্য জয়েন্টের ফলপ্রকাশ করা যেতে পারে।

কল্যাণের জামিন

কলকাতা, ২৪ জুন : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডি’র মামলায় জামিন পেলেন মধ্যশিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন।

জনগণনার কাজে বেকাররা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ জুন : কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে সরকারি চাকরির সুযোগ দিন-দিন কমছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জনগণনার কাজে অস্থায়ীভাবে ৫০ হাজারের কাছাকাছি কর্মহীনের কাজের সুযোগ আসতে চলেছে। খুব শীঘ্রই দেশে জনগণনার কাজ শুরু হবে। অন্যান্য বারের চেয়ে এবার এই গণনার একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। কারণ, এবার জনগণনার পাশাপাশি চলবে জাতগণনাও। জাতগণনাকে কেন্দ্র প্রাধান্য দিলেও ইতিমধ্যেই দেশের বিরোধী দলগুলির পক্ষ থেকে এই নিয়ে নানান অভিযোগ তোলা হয়েছে।

কেন্দ্রের ওই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশে জনগণনার কাজে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ করা হবে। যাঁরা অস্থায়ীভাবে এই কাজ করবেন, মাসে তাঁদের আয় হবে ৩০ থেকে ৩৫ হাজার টাকা। মঙ্গলবার দিল্লি সূত্রের খবর, এই নিয়োগের ব্যাপারে সব রাজ্যে প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিসে। সূত্রের খবর, যাঁদের এই কাজে নিয়োগ করা হবে তাঁদের ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক বা তার সমতুল হতে হবে। যেহেতু এবার জনগণনার কাজ হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে, সেই কারণে প্রার্থীদের মোবাইল ও ডিজিটাল কাজে সড়গড় হতেই হবে। কলকাতায় ‘সেনসাস’ অফিস সূত্রের খবর, এই কাজে যাঁরা সুযোগ পাবেন তাঁদের বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। জনগণনার কাজে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদনকারী অতিরিক্ত সুবিধা পাবেন এব্যাপারে।

এমনিতে প্রতি দশ বছর অন্তর দেশে জনগণনা হওয়ার কথা। সেদিক থেকে ২০২১ সালেই দেশে গণনার এই কাজ বকেয়া হয়ে যায়। কিন্তু দেশে ওই সময় কোভিড পরিস্থিতির কারণে জনগণনার কাজ শুরু হতে পারেনি। তারপরও কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর চলতি বছরে কেন্দ্র দেশে জনগণনা ও জাতগণনার কাজ একসঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নেয়। দেশজুড়ে অনলাইন সমীক্ষার ওপর ভরসা করেই কেন্দ্র এবার এই কাজে এগোতে চাইছে। সেই জন্যই অস্থায়ী ‘পার্ট টাইম’ এই কাজে নিযুক্তদের ডিজিটাল ও মোবাইল ব্যবহারে বিশেষ দক্ষতা থাকার কথা বলা হচ্ছে।

মমতার সাক্ষাৎ

কলকাতা, ২৪ জুন : সোমবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের সঙ্গে নিরাপত্তারক্ষীদের হাতাহাতি বেধে গিয়েছিল। তখন মহিলা নিরাপত্তারক্ষী সহ ১৪ জন জখম হয়েছিলেন। মঙ্গলবার বিধানসভায় গিয়ে ওই কর্মীদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্যা নিয়ে মমতার নিশানায় কেন্দ্র

কলকাতা, ২৪ জুন : কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির জন্যই উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যাপ্লাবিত হচ্ছে। একই কারণে দক্ষিণবঙ্গেও বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় এই অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন, ‘ভুটান থেকে জল ছাড়া হলে আমরা জানতে পারি না। সিকিমের জলের খবরও আমাদের কাছে আসে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে বারবার বলা সত্ত্বেও এই নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।’ কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানছে না, এই অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে বুলডোজ করছে কেন্দ্র। ডিভিসি আমাদের না জানিয়েই জল ছেড়ে দিচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে এক পয়সাও দেয়নি। অথচ অসম সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দেয়। ডিভিসিকে বারবার অনুরোধ করলেও তারা আমাদের না জানিয়েই জল ছাড়ে। সেই পরিস্থিতি সামলাতে রাজ্য সরকারকে কোটি কোটি টাকা খরচ করতে হয়। এইভাবে চলতে পারে না।’

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলেন, ‘ডিভিসি যদি ঠিকঠাক ড্রেজিং করত, তবে আরও ৪ লক্ষ কিউসেক জল ধারণ করার ক্ষমতা থাকত। কিন্তু ডিভিসি কোনও ড্রেজিং করে না। তার ফলেই বাংলার ওপর চাপ পড়ছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তারা এক টাকাও দেয়নি। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান খুব বড় প্রকল্প। সেই জন্যই এর কাজ শেষ করতে একটু সময় লাগবে।’ পরে তাঁর ঘরে সাংবাদিকদের বলেন, ‘দু-বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ আমরা শেষ করব।’

উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘ভারত-ভুটান নদী কমিশন করার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানোর চেষ্টা করেছি। সেখানে বিরোধী দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিরোধী দল এই দাবি জানাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশই করছে না। ভুটান থেকে ছাড়া নদীর জলে প্রতি বছর উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে যায়। নদী কমিশন আমরা করতে পারি না। কারণ এটা আন্তর্জাতিক বিষয়। কিন্তু এই রাজ্যের বিরোধী দল কোনও সদর্থক কাজে এগিয়ে আসে না। এটাই দুর্ভাগ্যের।’ ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করতে দ্রুত প্রতিনিধিদল পাঠাতে এদিনই সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়াকে নির্দেশ দেন মমতা। মানসবাবু বলেন, ‘দু-বছর আগে বিধানসভায় ইন্দো-ভুটান নদী কমিশন নিয়ে প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। সর্বদলীয় প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বিরোধী বিজেপি তাদের কোনও প্রতিনিধির নাম আমাদের দেয়নি। আমরা এবার নিজেরাই প্রতিনিধিদল তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করব।’

যুদ্ধবিমানের চাকায় রথ

কলকাতা, ২৪ জুন : কলকাতায় ইসকনের রথযাত্রার সূচি ঘোষণা করা হল। ২৭ জুন শুক্রবার দুপুর ১২টায় হাঙ্গারফোর্ড স্ট্রিট থেকে যাত্রা শুরু হবে। এবার বাড়িতে বসেই রথযাত্রার সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন দর্শনার্থীরা। ইসকনের ওয়েবসাইটে রথযাত্রার প্রতি মুহূর্তের তথ্য পাওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন কলকাতা ইসকনের সহসভাপতি রাধারমণ দাস। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে অবস্থান করবে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা। সেখানেই হবে মহামেলা। ৩ জুলাই উৎসবে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবারের কলকাতায় ইসকনের রথ চলবে যুদ্ধবিমান সুখোই-৩০-এর চাকায়। রথের সামনে সাংস্কৃতিক কর্মসূচি হবে। দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠান করবেন। ২৮ জুন থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন বিকেল সাড়ে তিনটে থেকে সাড়ে আটটা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ হবে। সন্ধ্যায় ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় সহ পদ্মশ্রী পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্পীদের অনুষ্ঠানেরও আয়োজন রয়েছে।

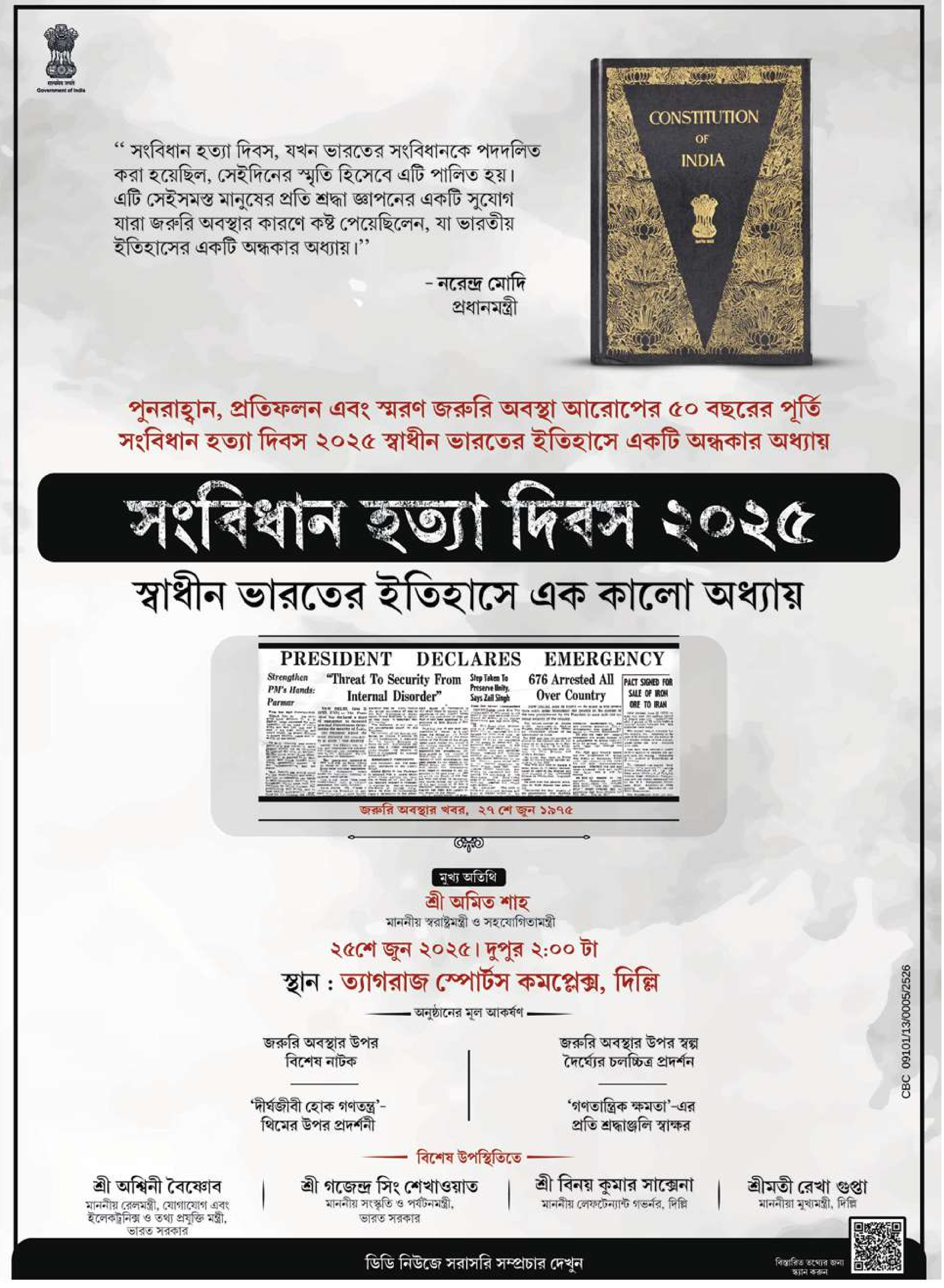

Government of India
CONSTITUTION OF INDIA
PRESIDENT DECLARES EMERGENCY
Strengthen PM's Hands: Parmar
"Threat To Security From Internal Disorder"
Step Taken To Preserve Unity, Says Zail Singh
676 Arrested All Over Country
PACT SIGNED FOR SALE OF IRON ORE TO IRAN

“ সংবিধান হত্যা দিবস, যখন ভারতের সংবিধানকে পদদলিত করা হয়েছিল, সেইদিনের স্মৃতি হিসেবে এটি পালিত হয়। এটি সেইসমস্ত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের একটি সুযোগ যারা জরুরি অবস্থার কারণে কষ্ট পেয়েছিলেন, যা ভারতীয় ইতিহাসের একটি অন্ধকার অধ্যায়।”

- নরেন্দ্র মোদি
প্রধানমন্ত্রী

পুনরাহ্বান, প্রতিফলন এবং স্মরণ জরুরি অবস্থা আরোপের ৫০ বছরের পূর্তি
সংবিধান হত্যা দিবস ২০২৫ স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে একটি অন্ধকার অধ্যায়

সংবিধান হত্যা দিবস ২০২৫

স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এক কালো অধ্যায়

জরুরি অবস্থার খবর, ২৭ শে জুন ১৯৭৫

মুখ্য অতিথি
শ্রী অমিত শাহ
মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সহযোগিতামন্ত্রী

২৫শে জুন ২০২৫। দুপুর ২:০০ টা
স্থান : ত্যাগরাজ স্পোর্টস কমপ্লেক্স, দিল্লি

অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ

জরুরি অবস্থার উপর বিশেষ নাটক

‘দীর্ঘজীবী হোক গণতন্ত্র’- থিমের উপর প্রদর্শনী

জরুরি অবস্থার উপর স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র প্রদর্শন

‘গণতান্ত্রিক ক্ষমতা’-এর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বাক্ষর

বিশেষ উপস্থিতিতে

শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোব
মাননীয় রেলমন্ত্রী, যোগাযোগ এবং ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত
মাননীয় সংস্কৃতি ও পর্যটনমন্ত্রী, ভারত সরকার

শ্রী বিনয় কুমার সাক্সেনা
মাননীয় লেফটেন্যান্ট গভর্নর, দিল্লি

শ্রীমতী রেখা গুপ্তা
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী, দিল্লি

ডিডি নিউজে সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

বিস্তারিত তথ্যের জন্য স্ক্যান করুন

CBC 09101/13/0005/2526

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৩৮ সংখ্যা, বুধবার, ১০ আষাঢ় ১৪৩২

বাংলার বাস্তব

হিন্দু দেবীর ছোঁয়া কালীগঞ্জের নামে। কিন্তু হিন্দুত্বের আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করল কালীগঞ্জ। বাস্তব হল, দেবী কালী যে বিধানসভা কেন্দ্রের নামের সঙ্গে জড়িয়ে, সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অহিন্দুর বসবাস। সেই অহিন্দুরা মূলত ইসলাম ধর্মাবলম্বী। কথায় কথায় যে সম্প্রদায়ের মানুষকে জেহাদি, মৌলবাদী, জঙ্গি ইত্যাদি বলে দেগে দেওয়া হয়। কখনও পরোক্ষে, কখনও সরাসরি এই ধর্মসম্প্রদায় বিজেপির কটাক্ষের মুখে পড়ে। খোদ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত লুঙ্গি পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করেন।

ভোটের রাজনীতিতে পশ্চিমবঙ্গে মেরুকরণ আগে কখনও ছিল না, তা নয়। সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করে রেখেছিল কংগ্রেস। এখনও মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদের সংখ্যালঘুদের একাংশ 'হাত' প্রতীকে আস্থা রাখে। বাম জমানায় আবার কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক তৈরি করে রেখেছিল সিপিএম। তৃণমূল ওই দুই দলের সংখ্যালঘু সমর্থনকে অনেকটা তছনছ করে নিজের ভোটব্যাংককে শক্তপোক্ত করে ফেলেছে।

মেরুকরণের চেষ্টা করে বিজেপি প্রকৃতপক্ষে আরও বেশি করে মুসলিম ভোটকে ঘাসফুলের আশ্রয়ে ঠেলে দিয়েছে গত কয়েক বছর ধরে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা দখলের মরিয়া চেষ্টায় মেরুকরণকে যত বেশি আঁকড়ে ধরছে বিজেপি, তত তৃণমূলের সংখ্যালঘু সমর্থন মজবুত করছে। বাংলার মাটিতে একবল্গা মেরুকরণ যে পদ্মের চাষ বাড়াবে না, তা আরও স্পষ্ট করে দিল কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের ফলাফল।

উপনির্বাচন সাধারণত শাসকদলের অনুকূলে যায়, এরকম একটা ধারণা আছে বটে। কিন্তু সবসময়ই যে তা সঠিক নয়, দেশের বেশ কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের সদ্য উপনির্বাচনে তা স্পষ্ট হয়ে গেল। গুজরাটে আপ জয়ী হয়েছে। কেরলে শাসক সিপিএমকে হারিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস। ২০২৪-এর পর বাংলায় যে ১১টি উপনির্বাচন হয়েছে, তার প্রত্যেকটি অবশ্য তৃণমূলের দখলেই গিয়েছে। সেটা শুধু শাসকদল হওয়ার সুবাদে বলাটা অতি সরলীকরণ হয়ে যাবে।

বিজেপি প্রচার করে থাকে, হিন্দু ভোটকে এককাট্টা করা গেলে বাংলার মসনদ দখল শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সেই প্রচারটাকেও ধাক্কা দিয়ে গেল কালীগঞ্জ। মোথাবাড়ি, সামশেরগঞ্জ বা মহেশতলা পরবর্তী পরিস্থিতিতে এই প্রচারটাকে তুঙ্গে তুলেছিল বিজেপি। বিশেষ করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলতে শুরু করেছিলেন, আর ৪-৫ শতাংশ হিন্দু ভোট পেলে বিজেপির জয় অবধারিত। কালীগঞ্জ সেই ধারণাটির মূলে কুঠারাঘাত করেছে। বরং অতি মেরুকরণের ধাক্কায় কালীগঞ্জে পদ্মের ভোট কমে গিয়েছে প্রায় ৩ শতাংশ।

মেরুকরণের ধাক্কায় উলটে তৃণমূলের ভোটপ্রাপ্তির হার বেড়েছে। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটে কালীগঞ্জে তৃণমূলের ঝুলিতে ছিল ৪৬.৮৪ শতাংশ। সদ্য উপনির্বাচনে সেই হার বেড়ে হয়েছে ৫৫.১৫। অর্থাৎ মাত্র এক বছরে বৃদ্ধি হয়েছে ৮.৩১ শতাংশ। বাম-কংগ্রেস সামান্য ভোট বাড়িয়েছে বটে। কিন্তু তৃণমূলের জয়যাত্রায় কাঁটা বিছাতে পারেনি। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাবনা ও ভোট-রাজনীতির চরিত্র বুঝতে না পারার জন্যই বিজেপির এই হাল সন্দেহ নেই।

মুসলিম ভোটকে এড়িয়ে যাওয়া এক জিনিস। কিন্তু ভোটে মুসলিম বিদ্বেষকে উসকে দেওয়া আরেক জিনিস। শুধু মুসলিমদের বাদ দিয়ে রাজনীতি করলে তৃণমূলের ভোটব্যাংক এত শক্ত হত না। বিভাজনের রাজনীতি একদিকে মুসলিম ভোটকে পুরোপুরি বিজেপির শত্রু করে তুলছে। অন্যদিকে, গোটা হিন্দু ভোটকে এক ঝুলিতে ভরতে পারছে না। বরং হিন্দু ভোটের একাংশকেও বিক্ষুব্ধ করে তুলছে।

হিন্দু ভোট ধরে রাখতে তৃণমূলও মেরুকরণ করছে। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও বিভিন্ন পুজো, ধর্মীয় মেলায় সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা সেই মেরুকরণের অঙ্গ। সেই প্রয়াস ততটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া ডেকে আনছে না তৃণমূল মুসলিমদের সম্পর্কে সহনশীল বলে। সেই সহনশীলতা বাম ও কংগ্রেসেরও আছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে তৃণমূলকেই আঁকড়ে ধরছেন সংখ্যালঘুরা। উলটোদিকে হিন্দু ভোট বিজেপির পতাকা তলে এককাট্টা হচ্ছে না। কালীগঞ্জ সেটা আবার বুঝিয়ে দিল।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

আলোচিত

ইজরায়েল যেভাবে সকালের দিকে ইরানকে আক্রমণ করেছে, সেটা আমি পছন্দ করি না। ইরানও চুক্তি ভেঙে আক্রমণ করেছে। তবে ইজরায়েল আর আক্রমণে যাবে না। ইরানে 'ফ্রেন্ডলি প্লেন ওয়েভ' দেখিয়ে আবার ফিরে যাবে নিজের দেশে। সিজফায়ার চালু হয়ে গিয়েছে।

- ডোনাল্ড ট্রাম্প

ভাইরাল

রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হাতির দল। একটি বাচ্চা হাতি ফলের গাড়ি দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। গাড়ির কাছে গিয়ে শুঁড় বাড়িয়ে দেয়। একজন ক্রেতা এক টুকরো আখ দিতেই শুঁড়ে নিয়ে দলের দিকে হাঁটা লাগায় ছোট্ট হাতি। দু'পক্ষই যেন বন্ধু হয়ে গিয়েছে।

আজ

১৯২২

'ছন্দের জাদুকর' সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০০৯

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় মাইকেল জ্যাকসনের।

সোজা-সাপটা

> বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে।

লক্ষ্মী রাঁধেন, দেবতারা নেন জগন্নাথের প্রসাদ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রভুর পূজা হবে কোন মন্ত্রে? 'রাজভোগ' অপ্রকাশিত একটি পুঁথি। সেখানে আছে পূজাবিধি। তিনজন পুরোহিত তিন দেবতার পূজায় বসবেন। বাসুদেব মন্ত্রে বলভদ্রের পূজা, ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে সুভদ্রার আর মন্ত্ররাজ নৃসিংহ মন্ত্রে জগন্নাথ দেবের। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আদেশ পেয়েছিলেন, প্রভুকে নৃসিংহ মন্ত্রে পূজা করবে। নরসিংহের পরিচিত মূর্তি হল, একটি মস্তক ও দুটি হাত।

জগন্নাথ দেবের প্রসাদ রূপান্তরিত হবে মহাপ্রসাদে। কীভাবে? আবার পুরাণ। দেবী বিমলা প্রভু জগন্নাথকে তাঁর মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন একটি শর্তে। জগন্নাথ দেবকে নিবেদিত অন্নভোগ পরিচিত হবে 'প্রসাদ' নামে। এইবার সেই প্রসাদ নিবেদিত হবে বিমলার কাছে। বিমলা গ্রহণ করার পর প্রসাদ রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট অপবিত্র হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে। জগন্নাথ দেব শর্ত মেনে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহা-প্রসাদ। স্বয়ং ব্রহ্ম। সারা ভারতের মানুষের কাছে একটি মহাবস্তু। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন আর রত্নবেদিতে দাঁড়িয়ে দেবতারা গ্রহণ করেন।

প্রভু কোন মাসে কী বেশ ধারণ করেন? বেশের রূপান্তর। বৈশাখে চন্দন বেশ। প্রভু মদনমোহন। জ্যৈষ্ঠে হস্তীবেশ। প্রভু তখন গণেশ। আষাঢ়ে গুণ্ডিচা থেকে ফিরে আসার পর স্বর্ণবেশ। শ্রাবণে পরপর দুটি বেশ, চিতালাগি বেশ আর রাহুরেখালাগি বেশ। ভাদ্র মাসে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ লীলা। প্রথম বনভোজন বেশ, তারপর কালীয় দমন বেশ, প্রলম্ববধ বেশ, অবশেষে বামন বেশ। আশ্বিনে রাজবেশ। কার্তিকে তাঁর অনেক রূপধারণ। লীলা জমজমাট। শ্রীরাধাদামোদর, ত্রিবিক্রম, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, সবশেষে রাজাধিরাজ। অঘ্রানে শীতবস্ত্র অঙ্গে, যার নাম ওড়ন। মাঘে পদ্মবেশ। মাঘী পূর্ণিমায় গজোদ্ধারণ বেশ। বসন্ত পঞ্চমীর দিন চাঁচেরি বেশ। ফাল্গুনে কুণ্ডলবেশ, দোল পূর্ণিমায় রাজবেশ। চৈত্রে প্রভু রামরাজা বেশে শ্রীরামচন্দ্র।

এভাবেই জগন্নাথ দেব রূপে-রূপান্তরে, পুরুষোত্তম হয়ে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে অনন্ত লীলায় মেতে আছেন।

ওড়িশা জগন্নাথ ক্ষেত্র। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের পটমণ্ডল। রাজ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি শাসন তাঁকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। ধর্মানুসরণে, কি জৈন, কি বৌদ্ধ, কোনও সম্প্রদায়ই তা পারেননি। জগন্নাথের ছায়া থেকে কে বেরোবে! অরণ্য গভীর। স্বয়ং মহীরূহ। মহী-শব্দের আশ্রয়ে এই পৃথিবী। মহীতল-ভূতল, মহীধ্র-পর্বত, মহীনাথ-নৃপতি। অরণ্যেই উদ্গীত আরণ্যক বেদান্তের বেদ-অন্ত, শ্রেষ্ঠ জ্ঞান।

একটি শঙ্খ যেন সমুদ্রোত্থিত। মস্তকে পশ্চিমসীমা, সেখানে বসে আছেন নীলকণ্ঠ শিব। শঙ্খের উদর সমুদ্রের জলে। শ্বেতশুভ্র শঙ্খটি মাথা তুলে এক ক্রোশ মাত্র এগিয়েছে। 'শঙ্খাগ্রে নীলকণ্ঠ স্যাদেৎক্রোশঃ সুদুর্লভঃ।' এই ক্রোশমাত্র ক্ষেত্র অতি সুদুর্লভ। সাক্ষাৎ নারায়ণের এই ক্ষেত্রটি পরম ধন। 'সুবর্ণবালুকাকীর্ণং নীলপর্বতশোভিতম্।' উৎকল খণ্ডে ঋষি জৈমিনি এই কথাই বলছেন। এই ক্ষেত্রের বিস্তার পাঁচ ক্রোশ। এর মধ্যে তীর্থরাজ সমুদ্র তটবর্তী দু-ক্রোশ অতি পবিত্র।

শ্রীভগবান উবাচ, 'সমুদ্রের উত্তর তীরে মহানদীর দক্ষিণ প্রদেশটি পৃথিবীর মধ্যে সকল তীর্থের ফল প্রদান করেন। একাম্রকানন ভুবনেশ্বর হতে দক্ষিণ সমুদ্রের তটভূমি পর্যন্ত প্রত্যেক পদবিক্ষেপের স্থান উত্তরোত্তর অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ। সিন্ধুতীরে যে স্থানে নীলপর্বত বিরাজমান, পৃথিবীতে সেই স্থানটি গোপনীয়, এমনকি ব্রহ্মারও অতি দুর্লভ।'

কেন দুর্লভ? ইতিহাসে হয়তো যুক্তিগ্রাহ্য উত্তর মিলবে। একথা ঠিক পুরীর মতো সমুদ্রসৈকত দ্বিতীয় আর নেই। গোল্ডেন বিচ, সুবর্ণ সৈকত। সৈকত থেকে শ্রীমন্দির সামান্য দূরত্ব। শ্রীক্ষেত্রের শ্রীমন্দিরের বিপুল বৈভবের পশ্চাতে ১৬ জন নৃপতির প্রয়াস রয়েছে। এঁদের মধ্যে প্রথম নামটি হল অনন্তবর্মন চোড়ঙ্গদেব বা চুড়ঙ্গদেব। তিনি ঘোষণা করেন, ওড়িশার রাজাধিরাজ মহাপ্রভু জগন্নাথ দেব, আমি মহাপ্রভুর সামন্তরাজা, রাউত। রাজাধিরাজ জগন্নাথ দেবের মন্দিরের রূপ হল, যেন সুবিশাল একটি দুর্গ। একাধিক প্রাকার ও বাধা অতিক্রম করতে পারলে তবেই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে। ১০.৭ একর জমির ওপর এই মন্দির। দুটি প্রাকার দিয়ে ঘেরা। প্রথমটির নাম মেঘনাদ বেড়া, দ্বিতীয়টির নাম কুর্মবেড়া। চারটি প্রবেশ পথ। সিংহ দুয়ার, সিংহ শৌর্যের প্রতীক। অশ্ব দুয়ার, অশ্ব সামরিক শক্তির প্রতীক। ব্যাঘ্র দুয়ার, ব্যাঘ্র তেজের প্রতীক। হস্তী দুয়ার, হস্তী সম্পদের প্রতীক। আর অপর ব্যাখ্যা হল, সিংহ ধর্ম, হস্তী অর্থ, অশ্ব কর্ম, ব্যাঘ্র মোক্ষের প্রতীক।

জগন্নাথ দেবের দুর্গে সর্বত্র রহস্য। প্রতি পদক্ষেপে রহস্য। সিংহদ্বারের দু'ধারে দেবমণ্ডল। এটি অতিক্রম করলেই সামনে বাইশটি সোপান। দেশীয় ভাষায় 'বাইশ পহছা'। শুরু হল রহস্যমণ্ডল। এই বাইশটি সিঁড়ি হল যোগদর্শনের বাইশটি তত্ত্ব। ধাপে ধাপে সাজানো, পঞ্চভূত, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহংকার, চিত্ত ইত্যাদি। জৈনরা বলেন, এই বাইশটি সিঁড়ি হল তাঁদের বাইশজন তীর্থঙ্কর। এঁদের স্পর্শ নিতে নিতে পৌঁছোতে হবে আদি দেব ঋষভনাথের কাছে। আবার এমন যুক্তিও আছে, জগন্নাথ দেব গোলোকবাসী। তলায় পড়ে আছে অষ্ট বৈকুণ্ঠ, তার তলায় চতুর্দশ ভুবন। হিরণ্যগর্ভ পদ্মাসনে প্রভুর আসন। তাঁর বেদির কাছে যেতে হবে এই চতুর্দশ ভুবন আর অষ্ট বৈকুণ্ঠ অতিক্রম করে। সপ্তভুবনে লুকিয়ে আছে তন্ত্রের ষটচক্র। একটি উর্ধ্বলোকের উত্থান সোপান। অধোলোকেও সাতটি তল, অতল, সুতল, বিতল, তলাতল, মহীতল, রসাতল আর পাতাল। এইবার অষ্ট বৈকুণ্ঠের পরিচয় হল শ্রীবৈকুণ্ঠ, কৈবল্য বৈকুণ্ঠ, কারণার্ণব বৈকুণ্ঠ, শেষশায়ী বৈকুণ্ঠ, শ্বেতদ্বীপ বৈকুণ্ঠ, পরব্যোম বৈকুণ্ঠ, গর্ভোদকশায়ী বৈকুণ্ঠ আর কৈলাস।

এই দীর্ঘ, দুস্তর, সাধন-পথ ধরে এগোতে হবে। পথের শেষে 'ওমেগা পয়েন্টে' অপেক্ষায় রয়েছেন ভগবান হাত দুটি বাড়িয়ে। সেই কারণেই বোধহয় প্রভুর হাত

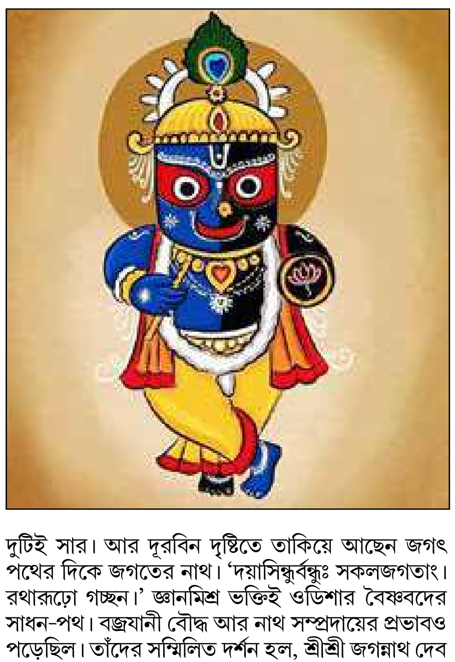

দুটিই সার। আর দূরবিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন জগৎ পথের দিকে জগতের নাথ। 'দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং। রথারূঢ়ো গচ্ছন।' জ্ঞানমিশ্র ভক্তিই ওড়িশার বৈষ্ণবদের সাধন-পথ। বজ্রযানী বৌদ্ধ আর নাথ সম্প্রদায়ের প্রভাবও পড়েছিল। তাঁদের সম্মিলিত দর্শন হল, শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব হলেন পঞ্চমাত্রা, পঞ্চভূত, পঞ্চবীজ, পঞ্চদেব এবং জীব ও পরমাত্মার মিলিত তনু। মানুষ বাইশ রকমের অপরাধে অপরাধী। এই অপরাধ দেবতার কাছে। ওই বাইশটি ধর্ম সোপান উল্লঙ্ঘনে বাইশটি পাপ-স্খলন। বাইশটি ধাপ বাইশটি তীর্থভূমি। পবিত্র থেকে পবিত্রতর হতে হতে পুরুষোত্তম প্রাপ্তি। মূর্তির অভ্যন্তরে আছে ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মের অপার মহিমা লাভ।

কিন্তু তিনি কে? বৈষ্ণব অথবা শাক্ত। শবরের সেবা অস্বীকার করে রাজা হলেন ওড্র দেশে। নীল পর্বতে। সমুদ্রের তটে। যেমন শ্রীকৃষ্ণ। গোপীদের কাঁদিয়ে, বৃন্দাবনে ভাসিয়ে, 'লাল পাগুড়ি দিয়ে মাথে, রাজা হলেন মথুরাতে।' আবার গীতায় বসে অর্জুনকে বললেন, সখা! 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম।' যে যেভাবে, যে রূপে আমাকে চায় আমি সেই ভাবে সেই রূপেই তার সেবা, পূজা গ্রহণ করে প্রার্থিত ফল দান করি।

ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট বিষ্ণু বললেন, এটি আমার ক্ষেত্র। এখানে আমি চির আসীন অক্ষয় বট। সমুদ্রতনয়া লক্ষ্মী আমার ক্রোড়ে আসীন। আমি অক্ষয় বট। এখানে পাপ-পুণ্যের বিচার নেই। যমের দণ্ড অচল। এখানে একটা কাকও মৃত্যুর পর সাযুজ্যলাভ করে। তীর্থ-যজ্ঞ, দান-ধ্যানে যে ফল, এই ক্ষেত্রে একদিন মাত্র বাস করলে সেই ফল লাভ। নিমেষমাত্র বাস করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।

যমরাজ বললেন, সে তো হল, এই ক্ষেত্রের এমন জগৎ-ছাড়া মহিমা হল কী করে, যেখানে আমার শাসন অচল? শ্রীবিষ্ণু শ্রীলক্ষ্মীকে বললেন, 'বলে দাও'। শ্রী তখন শ্রীক্ষেত্রের শক্তি বলয়ের কথা বললেন, 'এই পঞ্চক্রোশ পরিমিত এলাকায় তোমার দণ্ড অচল। তাহলে শোনো, এই অন্তর্বেদীটি রক্ষার জন্যে আমি আটটি শক্তি কল্পনা করেছিলাম। ইতিমধ্যে মহাদেব উগ্র তপস্যা শুরু করলেন। তখন আমার শরীর থেকে সুন্দরী গৌরীকে তার পত্নীরূপে সৃজন করলুম। গৌরীকে আদেশ করলুম, এই অন্তর্বেদীর চতুর্দিক রক্ষা করো। সেই গৌরী আমার প্রীতির নিমিত্ত অষ্টপ্রকার মূর্তি ধারণ করে অষ্টধা দিক্ষু সংস্থিতা।

বটমূলের অগ্নি কোণে মঙ্গলা, পশ্চিমে বিমলা, শঙ্খের পূর্বভাগ বায়ু কোণে সর্বমঙ্গলা, উত্তর দিকে অর্ধাশনী, ঈশান কোণে লম্বা, দক্ষিণে কালরাত্রী, পূর্বদিকে মরীচিকা, নৈঋতে চণ্ডরূপা। এই ভীষণারূপা অষ্টশক্তির দ্বারা অন্তর্বেদী সর্বতোভাবে রক্ষিত।'

ক্ষেত্রস্বামী ভগবান বিষ্ণু। রুদ্রাণীর অষ্টশক্তির দ্বারা রক্ষিত। এখন রুদ্র কী করেন! তিনি ভগবানকে বললেন, তুমি যেখানে আমিও সেখানে, তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। রুদ্র আটভাগে বিভক্ত হলেন। ক্ষেত্রস্বামী ভগবান সেই অষ্টরুদ্রকে আটদিকে রেখে নিজে বসলেন মাঝখানে।

মহাদেব নিজেকে এই ভাবে সাজালেন, কপালমোচন, কাম, ক্ষেত্রপাল, যমেশ্বর, মার্কণ্ডেয়েশ্বর, বিশ্বেশ্বর, নীলকণ্ঠ, বটমূলে বটেশ্বর। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গৌরী, লক্ষ্মী সবাই এসে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী পিতামহ ব্রহ্মাকে বললেন, 'আপনি এই অত্যাজ্য ক্ষেত্রে সুবর্ণ বালুকায় আবৃত হয়ে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করবেন। সত্যযুগে বিষ্ণুপরায়ণ ও সকল যোগের আহর্তা, শাস্ত্রজ্ঞ এক রাজা জন্মগ্রহণ করবেন, তাঁর নাম হবে ইন্দ্রদ্যুম্ন। তিনি এই পুণ্যক্ষেত্রে আসবেন, মহাভক্তি প্রকাশ করবেন। ভগবান তাঁকে অনুগ্রহ করে একটি দারুতে উৎপন্ন হবেন।'

এক পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবংশীয় শ্রী ইন্দ্রদ্যুম্ন মালবদেশে এলেন। অবন্তীনগরে তাঁর রাজধানী। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যুগ সত্যযুগের সূচনা হল। রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি। ইন্দ্রদ্যুম্নের রাজসভায় ভগবৎ প্রেরিত এক বৈষ্ণব এসে শ্রীশ্রী নীলমাধবের কথা শুনিয়ে গেলেন। ব্যাকুলের ব্যাকুলতা গেল। দিকে দিকে অনুসন্ধানকারীরা বেরিয়ে পড়লেন অনুসন্ধানে। অনার্যদেশে রাজপুরোহিত বিদ্যাপতি সুকৌশলে সন্ধান পেলেন শবর পূজিত নীলমাধবের। শবরের নাম 'বিশ্বাবসু'। শুরু হল জগন্নাথ কাহিনী। দীর্ঘ সময় দীর্ঘ কাহিনী।

ফিরে আসি বাইশধাপের তৃতীয় ধাপে। এই ধাপ পবিত্রতম। শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেবের অভিষেক। এই অভিষেকে উপস্থিত থাকার জন্যে সব দেবদেবী নীলাচলে নেমে এসেছেন। শিব তখনও কাশী থেকে এসে পৌঁছোতে পারেননি। বৃদ্ধ বৃষভ বাহনে চড়ে শিব যখন এলেন জগন্নাথ দেব তখন রত্নবেদিতে আরোহণ করে গেছেন। নেমে শিবকে অভ্যর্থনা করার উপায় নেই। বিশ্বনাথ তৃতীয় ধাপ পর্যন্ত উঠে অপেক্ষা করছেন, জগন্নাথ দেব এসে অভ্যর্থনা করবেন। এদিকে অভিষেক শুরু হয়ে গেছে। জগন্নাথ সিংহাসন ছেড়ে উঠতে পারছেন না। বিশ্বনাথ অপমানিত বোধ করে তৃতীয় ধাপে দাঁড়িয়ে পড়েছেন, আর এগোচ্ছেন না। কথাটা জগন্নাথ দেবের কানে গেল। জগন্নাথ দেব বললেন, 'শিব ওইখানেই অবস্থান করুন। প্রতিবছর রথযাত্রার সময় আমি তাঁকে দর্শন করব।'

জনমন জনমত

নলবাহিত পানীয় জল থেকে বঞ্চিত

কল আছে অথচ জল নেই- এই দুর্ভোগের শিকার ঝাড়আলতা-১'এর ১৫/৬২ এবং ১৫/৬৩ নম্বর পার্টের বাসিন্দারা। অথচ বিভাগীয় দপ্তরের অধিকর্তা থেকে জনপ্রতিনিধি সকলেই নির্বিকার।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের অধীনে এই দুই পার্টের বাসিন্দারা টাইমকলের থেকে নিয়মিত পানীয় জল পেতেন। উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি নলবাহিত জল দিতে ভূগর্ভস্থের মেইন লাইনে লিংক করা হয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, সবই এখন অকেজো অবস্থায় পড়ে। কারও বাড়ির পাইপ উঠে গিয়েছে, তো কারও কল ভেঙে চুরমার।

বছর দুয়েক আগে ধূপগুড়ি থেকে নাথুয়া পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে সম্প্রসারণ করা এবং ডাউকিমারি বাজারে এক কিলোমিটার হাইড্রেন নির্মাণের দরুন ভূগর্ভস্থ পানীয় জলের লাইনটি কাটা পড়ে যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত পানীয় জলের ক্ষতিগ্রস্ত লাইনটি মেরামত করার কোনওরকম তৎপরতা দেখায়নি দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ।

কোনওরকম কারসাজি না করে জরুরি ভিত্তিতে সমস্যার সমাধান করে এই দুই গ্রামের মানুষের জন্য পানীয় জলের লাইনটিকে মেরামত করার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তাহলে অজস্র মানুষের উপকার হবে।

গুরুদয়াল অধিকারী
ডাউকিমারি বাজার, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

এটা নদী না নালা, বিলুপ্তির পথে জোড়াপানি

শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি এলাকায় জোড়াপানি নদীর যেন কদর্যময় পরিবেশ। যে সময় নদী বাঁচাও স্লোগান চলছে, তাতে এই নদীর এমন অবস্থা দেখলে মনে হয় এসব স্লোগান শুধু মুখে মুখে। নদীর আশপাশে শিল্প কারখানা আছে। যত আবর্জনা ফেলা হচ্ছে সব এই নদীতে। ফলে নদীটি ভরাট হয়ে যাচ্ছে। নদীর জল কালো হয়ে দুর্গন্ধময় হয়েছে। এই নদীর পাশ দিয়ে গেলে দুর্গন্ধ বোঝা যায়।

আমি প্রায়ই এই নদীর পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করি। জোড়াপানি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে নদীর দুরবস্থা দেখি। নদীর জল বিষাক্ত হয়েছে। চারপাশে কারখানা আছে। তাই সবকিছু ফেলার জন্য সুবিধা হয়েছে।

নদীর উত্তর দিকে মানে জোড়াপানি ব্রিজের উত্তর দিকে এক বছর আগেও প্রচুর গাছপালা ছিল। পুরো এলাকায় শুধু গাছপালা ছিল। এখন সব গাছপালা কেটে পরিষ্কার করে শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার জন্য প্রস্তুতি হচ্ছে। এরপর মনে হয় আর নদীটির কোনও অস্তিত্ব থাকবে না।

নদীর দুই ধার জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। এই নদীর দিকে কোনও খেয়াল নেই? পরিবেশপ্রেমীকদের কাছে আর্জি, জোড়াপানি নদীটি বাঁচাতে জোরকদমে পদক্ষেপ করুন, না হলে এই নদীটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের প্রয়োজন মেটাতে।

পরিবেশ সুস্থ রাখতে নদীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রকৃতি ও পরিবেশ রক্ষা করতে সবাই এগিয়ে আসুন। পরিবেশ ও প্রকৃতি একমাত্র জীবনের উৎস নদীটিকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর হতে হবে সকলকে। প্রকৃতি থেকে মানুষ আলাদা নয়। একথা বোঝার জন্য সুনাগরিকের অভাব আছে, তাই তো নদীটির জন্য কেউ ভাবছেন না।

কৃষ্ণা দাস
ফুলবাড়ি, শিলিগুড়ি।

রাস্তা নির্মাণে মানুষের সুবিধার কথা ভাবা হয় না কেন?

বর্তমানে গ্রামের প্রত্যেকটি রাস্তাই পথশ্রী, পিএমজিএসওয়াই বা পিডব্লিউডি'র আওতাধীন হয়ে যাচ্ছে, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আসলে গ্রামীণ এই পথগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ যথার্থ থাকলেও এর টেকসই এত কম কেন, তার কারণ জানতে চাওয়ার সাধ্য কারও নেই। সদ্য চৌধুরীহাট থেকে নয়ারহাটের রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হলেও এই দুই এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। এই নয় কিলোমিটার রাস্তাটির নকশা ঠান্ডা ঘরে বসে এমনভাবে করা হয়েছে, যাতে রাস্তাটি ভেঙে তিন টুকরো হয়ে গিয়েছে। চৌধুরীহাট থেকে চার কিলোমিটার হওয়ার পর সেটার অভিমুখ পালটে এমন একদিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যেদিকে রাস্তা সংকীর্ণ ও ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। এমনকি সেই রাস্তায় মানুষের যাতায়াত খুবই কম।

অন্যদিকে আরেকটি রাস্তা নয়ারহাটের দিক থেকে আড়াই কিলোমিটার হয়ে এই রাস্তার অভিমুখ বদল করে আবুতারা দিয়ে নিগমনগর পর্যন্ত করা হয়েছে। কিন্তু যেহেতু সেই রাস্তাটির অন্য প্রকল্পের আওতায় নির্মাণকাজ সদ্য সম্পন্ন হয়েছে, তাই এই রাস্তাটি তিন-চার কিলোমিটারের বেশি করা যাবে না।

এই কারণে অথবা অজ্ঞাত কোনও কারণে এই রাস্তাটির কাজও হচ্ছে না। এমনও গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কেউ কেউ নিজেদের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেতে এবং ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে রাস্তা নির্মাণের কাজে অদৃশ্য বাধা তৈরি করছেন।

পথ সবারই সুবিধার স্বার্থে। এখানে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করার প্রয়াস করাটা অনৈতিক। এলাকাবাসী অনেকবার মন্ত্রী-আমলাদের দ্বারস্থ হলেও সুরাহা হয়নি। আশা করি দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। এলাকায় উদয়ন গুহ ও নিশীথ প্রামাণিকরা থাকেন। তবু কেন এত উপেক্ষা?

গোলাম মাসুদ হোসেন
নান্দিনা, দিনহাটা।

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৫

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। সুন্দরবনের মধু সংগ্রহকারীদের দেবী ৫। যা সেবন করলে নেশা হয় ৬। ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ৮। কামনা ৯। অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করা বউ ১১। যে শহরে শিখদের গুরুদোয়ারা হরমন্দির সাহিব আছে ১৩। বিনাশ বা সমূলে ধ্বংস ১৪। আড়িপাতা।

উপর-নীচ : ১। মোগল সম্রাট ২। ফুল অথবা পাখি ৩। অনীহা, ঔদাসীন্য ৪। পোষা চতুষ্পদ প্রাণী ৬। প্রস্থ বা গভীরতা ৭। ঢাকার বিখ্যাত বাগান ঘেরা এলাকা ৮। প্রমাণ দাখিল করা ৯। জীবনসঙ্গিনী বা ধর্মপত্নী ১০। শ্রীকৃষ্ণের যাদব সেনা ১১। অনিবার্য বা অবশ্যম্ভাবী ১২। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি ১৩। তবলা-ডুগির নীচে থাকে।

সমাধান ■ ৪১৭৪

পাশাপাশি : ১। হকদার ৩। সমীহ ৫। বইয়ের পোকা ৬। কাবার ৭। গোলাপ ৯। লেফাফাদুরস্ত ১২। সহিস ১৩। নাকতোলা।

উপর-নীচ : ১। হকচকা ২। রসুই ৩। সন্তুর ৪। হলকা ৫। বর ৭। গোস্ত ৮। পরকলা ৯। লেটুস ১০। ফানুস ১১। রসনা।

বিন্দুবিসর্গ

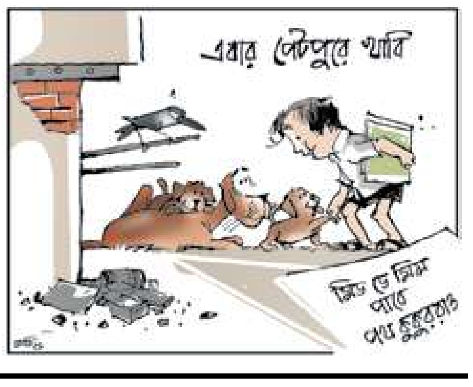

দুই বিজেপিশাসিত রাজ্যের ঘটনায় নিন্দা দেশজুড়ে, দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি

দুই দলিতের অর্ধেক মাথা কামিয়ে নির্যাতন ওড়িশায়

ভুবনেশ্বর, ২৪ জুন : এতদিন ডাইনি সন্দেহে হেনস্তার কথা শোনা যেত ওড়িশায়। এবার গোরু পাচারকারী সন্দেহে দলিত নির্যাতনের অভিযোগও উঠল উৎকলভূমিতে।

ওড়িশার গঞ্জাম জেলায় গোরু পাচারের মিথ্যা অভিযোগ এনে দুই দলিত ব্যক্তিকে দিনের আলোয় নির্মমভাবে নির্যাতন করা হয়েছে। তাঁদের মাথা অর্ধেক মুড়িয়ে প্রায় এক কিলোমিটার রাস্তা হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা হয়। শুধু তা-ই নয়, ওই দু'জনকে ঘাস এবং নর্দমার জলও খাওয়ানো হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে ধড়কোট ব্লকের অন্তর্গত খাড়িগুম্মা গ্রামে। আক্রান্তরা হলেন বুলু নায়ক (৫২) ও বাবুল নায়ক (৪৩)। তাঁরা সিঙ্গিপুর গ্রামের বাসিন্দা। ইতিমধ্যে ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে ৬ জনকে আটক করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজেও তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পণ হিসাবে গোরু ও বাছুর দেওয়ার কথা ছিল। সেই কারণে হরিপুর থেকে একটি গোরু ও দু'টি বাছুর কিনে অটোরিকশায় করে নিয়ে যাচ্ছিলেন বুলু ও বাবুল। খাড়িগুম্মায় স্থানীয় একদল লোক তাঁদের আটকে গোরু পাচারের অভিযোগ তুলে শুরু করে মারধর। দু'জনের মোবাইল ফোন ও টাকা কেড়ে নিয়ে গোরুগুলি ফেরত দেওয়ার বিনিময়ে আরও ৩০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। টাকা দিতে অস্বীকার করায় বুলু ও বাবুলের হাত-পা বেঁধে শুরু হয় অত্যাচার। মারতে মারতে স্থানীয় এক সেলুনে নিয়ে গিয়ে তাঁদের মাথার চুলের অর্ধেক কামিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তাঁদের প্রায় দু'কিলোমিটার হাঁটু গেড়ে জাহাদা গ্রাম পর্যন্ত হেঁটে যেতে বাধ্য করা হয়। সেখানে তাঁদের জোর করে খাওয়ানো হয় ঘাস ও নর্দমার জল।

ওই ঘটনার পর মারমুখী জনতার হাত থেকে পালিয়ে কোনওক্রমে স্থানীয় থানায় পৌঁছোন আক্রান্তেরা। তাঁদের অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে ছ'জনকে আটক করা হয়েছে এবং বাকি অভিযুক্তদের ধরতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন গঞ্জাম জেলার পুলিশ সুপার শুভেন্দুকুমার পাত্র। তিনি বলেন, এটা গোরক্ষার নামে তোলাবাজি ছাড়া কিছু নয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সোমবার সিঙ্গিপুরে প্রতিবাদ সভা করে গঞ্জাম জেলা দলিত মহাসভা। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার ও গবাদিপশু উদ্ধারের দাবি জানানো হয়। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ঘটনার তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'দলিতদের সম্মান পদপিষ্ট করার প্রতিটি ঘটনা সংবিধানের ওপর আঘাত এবং সমতা ও মানবাধিকারের বিরুদ্ধে চক্রান্ত। এটা বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিতেই ঘটছে।' দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি তুলে তিনি বলেন, 'দেশ চলবে সংবিধান দিয়ে, মনুস্মৃতি দিয়ে নয়।'

উদয়পুর ঘোরানোর নাম করে বিদেশিনীকে ধর্ষণ

উদয়পুর, ২৪ জুন : রাজস্থানের উদয়পুরে এক ফরাসি মহিলা পর্যটককে ধর্ষণের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এক ক্যাফে পার্টিতে পরিচয়ের পর অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে 'শহর ঘুরিয়ে দেখানোর' নাম করে একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে চম্পট দেয়।

কিছুদিন আগেই ভারত সফর নিয়ে পর্যটকদের সতর্ক করে দিয়েছিল মার্কিন প্রশাসন। তারা তাদের নির্দেশিকায় বলেছিল, ভারতে ধর্ষণ, হিংসা, সন্ত্রাস বাড়ছে। বাজার, পর্যটন ইত্যাদি এলাকাগুলিকে কার্যত মুক্তাঞ্চল বানিয়ে ফেলেছে দুষ্কৃতীরা। সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়ার সম্ভাবনা মহিলা পর্যটকদেরই। তাই ভারতে একা না ঘোরাই ভালো। আর ঘুরতে গেলেও চূড়ান্ত সতর্কতা বাঞ্ছনীয়। এরপরই উদয়পুরে বিদেশিনী ধর্ষণের ঘটনা ফের অস্বস্তি বাড়াল রাজস্থান এবং দিল্লির বিজেপি সরকারের।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২২ জুন দিল্লি থেকে উদয়পুরে আসেন ওই ফরাসি তরুণী। শহরের অম্বামাতা এলাকায় একটি হোটেলে উঠেছিলেন তিনি। সোমবার (২৩ জুন) রাতে তিনি টাইগার হিলের কাছে 'দ্য গ্রিক ফার্ম ক্যাফে অ্যান্ড রেস্ট্রো'-তে আয়োজিত এক পার্টিতে যোগ দেন। সেখানেই অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর।

পার্টি চলাকালীন অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে একান্তে বলে, 'চলো, বাইরে গিয়ে একটু সিগারেট খাওয়া যাক।' কথাবার্তার ফাঁকেই তরুণ ফরাসি তরুণীকে শহর ঘুরিয়ে দেখানোর প্রস্তাব দেয়। বলে, 'এই শহরটা ভারী সুন্দর। চলো, তোমাকে আশপাশের সুন্দর সব দৃশ্য দেখাব।' এরপর ওই তরুণীকে হোটেলে ফিরিয়ে না দিয়ে নিজের ভাড়া করা একটি ফ্ল্যাটে নিয়ে যায়।

এফআইআরে বলা হয়েছে, তরুণী বারবার হোটেলে ফেরার অনুরোধ জানালেও অভিযুক্ত তা শোনেনি। তাঁর মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে যাওয়ায় তিনি কারও সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেননি সেই সময়ে।

ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে অভিযুক্ত প্রথমে তাঁকে জড়িয়ে ধরতে চায়। তরুণী বাধা দিলে সে জোর করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। ঘটনার পর তরুণী স্থানীয় লোকজনের সাহায্য নিয়ে নিজেই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং সেখান থেকেই পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও পুলিশকে বিষয়টি জানান। তরুণীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

উদয়পুরের পুলিশ সুপার যোগেশ গয়াল জানিয়েছেন, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম সিদ্ধার্থ। সে এখনও পলাতক। তাকে ধরার চেষ্টা চলছে এবং তদন্ত এগোচ্ছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি সমস্ত ঘটনা জানানো হয়েছে ফরাসি দূতাবাসকেও।

বোয়িংয়ের জবাব চাইবে সংসদীয় কমিটি

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : আহমেদাবাদে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার পরে ভারতের অসামরিক বিমান পরিষেবায় 'বহু ত্রুটি ও গাফিলতির' অভিযোগ উঠেছে। জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহে সংসদের পরিবহণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠক বসতে চলেছে। সেই বৈঠকে তলব করা হয়েছে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রক, এয়ার ইন্ডিয়ার পাশাপাশি বোয়িং সংস্থার প্রতিনিধিদেরও। সূত্রের খবর, বোয়িংকে জবাবদিহির মুখে পড়তে হতে পারে ওই বৈঠকে।

আহমেদাবাদে যে বিমানটি ভেঙে পড়েছিল, সেটি ছিল বোয়িংয়ের ৭৮৭-৮ ড্রিমলাইনার। দুর্ঘটনার পরে শুধু এয়ার ইন্ডিয়া নয়, একাধিক আন্তর্জাতিক এয়ারলাইন্সের বোয়িং বিমানে 'টেকনিক্যাল স্ন্যাগ' ধরা পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাঝআকাশে থেকে ফিরে আসতে হয়েছে বিমানকে অথবা জরুরি অবতরণ করতে হয়েছে।

এদিকে আহমেদাবাদে দুর্ঘটনাগ্রস্ত এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের ব্ল্যাকবক্সটি আপাতত দেশেই পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে দাবি করল কেন্দ্র। মঙ্গলবার বিমান পরিবহণমন্ত্রী রামমোহন নাইডু জানান, এআই ১৭১ উড়ানের ব্ল্যাকবক্সটি ভারতেই রয়েছে। এয়ারক্রাফট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি) সেটি পরীক্ষা করে দুর্ঘটনার তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্ল্যাকবক্সটি উদ্ধার হলেও দুর্ঘটনার জেরে সেটি এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে তার পরীক্ষা করা কঠিন ছিল। তাই সেটিকে প্রথমে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এদিন সেই জল্পনা খারিজ করে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি জানান, ব্ল্যাকবক্সটি মার্কিন মুলুকে পরীক্ষার জন্য প্রথমে পাঠানো হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বরাবরই কেন্দ্রের তরফে খারিজ করে দেওয়া হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে ফের বিভ্রাট

মুম্বই, ২৪ জুন : দুর্ঘটনা, যান্ত্রিক ত্রুটির পর এবার মাঝআকাশে অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটল এয়ার ইন্ডিয়ার একটি বিমানে। সোমবার লন্ডন থেকে মুম্বই আসছিল এআই-১৩০। কিন্তু মাঝআকাশে বিমানের পাঁচজন যাত্রী এবং দু'জন ক্রু সদস্য হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন। খাদ্যে বিষক্রিয়ার কারণেই তাঁরা অসুস্থ হয়েছেন বলে মনে করা হয়েছে। মুম্বই বিমানবন্দরে বিমানটি অবতরণের পর তাঁদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। তারপর তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়। একটি সূত্রের দাবি, এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিমানটি মাঝআকাশে প্রায় ৩৫ হাজার ফুট উচ্চতায় যখন উড়ছিল, তখনই ওই বিপত্তি ঘটে। যাত্রী ও ক্রু সদস্যদের মধ্যে একজন অজ্ঞান হয়ে যান। বাকিদেরও মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট এবং বমির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। কেন এমনটা ঘটল তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খাদ্যে বিষক্রিয়ার থেকে বমি, মাথা ঘোরার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

গাজায় হামলা বন্ধের আর্জি

জেরুজালেম, ২৪ জুন : ইজরায়েল ও ইরান সংঘর্ষ বিরতি পরিস্থিতিতে গাজায় ইজরায়েলের তরফে হামলা বন্ধ করাতে নেতানিয়াহুর ওপর চাপ তৈরি করল ইজরায়েলের দুই বিরোধী দল। বিষয়টি নিয়ে দেশের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধিতার মুখে পড়েছেন। কিন্তু তারপরও মঙ্গলবার ত্রাণের অপেক্ষায় থাকা কয়েকশো বুভুক্ষু প্যালেস্তিনীয়র ওপর ড্রোন হামলা চালাল ইজরায়েলি সেনা। আইডিএফ গুলিও চালিয়েছে। তাতে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২৫ জনের। তাঁরা পূর্ব-পশ্চিম নেতহারিম করিডরে ত্রাণ বোঝাই ট্রাকের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। ত্রাণ নিতে এগোনোর সময় গুলি লাগে তাঁদের শরীরে। ঘটনায় ১৪৬ জন আহত হয়েছেন।

আজ মহাকাশে পাড়ি শুভাংশুর

২০২৯-এ মহাকাশে যাবেন অন্ধ্রের জাহ্নবী

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : সাতবার উড়ানের তারিখ পিছিয়ে যাওয়ার পর অবশেষে নাসা ঘোষণা করেছে, ভারতীয় গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা আগামীকাল (বুধবার) মহাকাশে পাড়ি দিতে পারেন তাঁর তিন সঙ্গী নভশ্চরকে নিয়ে।

নাসা, অ্যাক্সিয়ম স্পেস ও স্পেসএক্স যৌথভাবে জানিয়েছে, তারা ভারতীয় সময় ২৫ জুন দুপুর ১২টা ১ মিনিটে 'অ্যাক্সিয়ম মিশন-৪' উৎক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রস্তুত। এই মিশনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টারের লঞ্চপ্যাড ৩৯এ থেকে ফ্যালকন-৯ রকেট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে শুরু হবে। নতুন একটি স্পেসএক্স ড্রাগন ক্যাপসুলে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ কেন্দ্রে (আইএসএস) রওনা দেবেন মহাকাশচারীরা। তাঁরা ২৬ জুন বিকাল সাড়ে ৪টা নাগাদ মহাকাশ কেন্দ্রে পৌঁছোবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এদিকে শুভাংশুর পাশাপাশি খবরের শিরোনামে উঠে এসেছেন অন্ধ্রপ্রদেশের মেয়ে জাহ্নবী ডাঙ্গেটি। বছর তেইশের এই তরুণী ২০২৯ সালে 'টাইটান্স স্পেস'-এর প্রথম কক্ষপথ মিশনে অংশ নেবেন একজন অ্যাস্ট্রোনট ক্যান্ডিডেট হিসাবে।

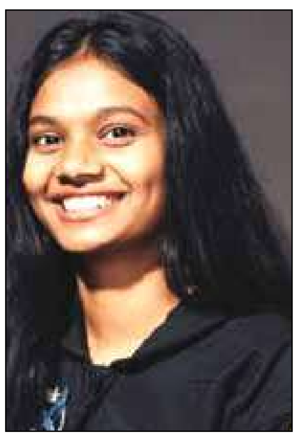

জাহ্নবী ডাঙ্গেটি

ইলেকট্রনিক্স এবং কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক জাহ্নবীকে পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী টাইটানস স্পেস অরবিটাল ফ্লাইটে ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত মহাকাশ সফরে তরুণী পৃথিবীর কক্ষপথে দু'বার ঘুরবেন, দেখতে পাবেন দুটি করে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত। এই মিশনে প্রায় তিন ঘণ্টা অভিকর্ষহীন অবস্থায় থাকার অভিজ্ঞতা হবে তাঁর। মিশন পরিচালনার ভার দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন নাসা নভশ্চর ও মার্কিন সেনাবাহিনীর কর্নেল উইলিয়াম ম্যাকআর্থার জুনিয়রকে। তিনি বর্তমানে টাইটান্স স্পেসের মুখ্য নভশ্চর।

> আমি গর্বিত আমার শিকড়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে। এই মিশন আমাদের সবার জন্য, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব কল্পনা করি।
>
> **জাহ্নবী ডাঙ্গেটি**

নাসার 'ইন্টারন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস প্রোগ্রাম'-এ নির্বাচিত হওয়ার পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্ধ্র-কন্যা ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন যে, তিনি সম্মানিত এবং উত্তেজিত। তাঁর কথায়, 'আমি গর্বিত আমার শিকড়ের প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে। এই মিশন আমাদের সবার জন্য, যারা আকাশের দিকে তাকিয়ে অসম্ভব কল্পনা করি।'

আত্মসমর্পণের নির্দেশ

বধূহত্যায় ছাড় নেই 'সিঁদুর' কমান্ডোর

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : অপারেশন সিঁদুর অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য বধূহত্যায় অভিযুক্ত ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডোকে ছাড় দেওয়া যায় না। মঙ্গলবার একথা সাফ জানিয়ে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, 'অপারেশন সিঁদুরে অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে কোনও ছাড় দেওয়া যায় না।' আদালতের মতে, এটা এমন এক জঘন্য ঘটনা যার জন্য আইনি রেহাই প্রযোজ্য নয়। একই সঙ্গে অভিযুক্ত এক কমান্ডোকে আত্মসমর্পণ করতেও বলেছে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া এবং বিচারপতি বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ।

অভিযুক্ত কমান্ডোর স্ত্রীর মৃত্যু হয় বিশ বছর আগে। অভিযোগ, পণের জন্য স্ত্রীকে চাপ দিতেন অভিযুক্ত। শেষপর্যন্ত স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগও ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। সেই পুরোনো মামলায় অভিযুক্তকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই নির্দেশ চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। তাঁর দাবি ছিল, তিনি গত ২০ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় রাইফেলসে কাজ করছেন। ব্ল্যাকক্যাট কমান্ডো হিসাবে কর্মরত। 'অপারেশন সিঁদুর'-এ যুক্ত ছিলেন। সেই যুক্তিতে অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়ার আর্জি ছিল ওই কমান্ডোর।

কিন্তু বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়া কড়া ভাষায় বলেন, 'আপনি কতটা শারীরিকভাবে সক্ষম সেটা বোঝা যায়, নিজের স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করার কতটা ক্ষমতা ছিল আপনার। এই অভিযোগে কিছুতেই আপনাকে ছাড় দেওয়া সম্ভব নয়।' বিচারপতি চন্দ্রনও মনে করিয়ে দেন যে, হাইকোর্ট আগেই এই কমান্ডোকে কোনও ছাড় দেয়নি।

ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বিধ্বস্ত ইজরায়েল। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি এবং গাড়ি।

৪০০ কেজি ইউরেনিয়ামের খোঁজে টিম ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২৪ জুন : গত ১২ দিন ধরে ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে ধারাবাহিক হামলা চালিয়েছে ইজরায়েল। তাতে যোগ্য সংগত করেছে আমেরিকা। মার্কিন বাংকার বাস্টারের আঘাতে গর্তে পরিণত হয়েছে পরমাণুকেন্দ্রের বিভিন্ন অংশ। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে কোনও কেন্দ্র থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ ছড়ায়নি। অথচ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার তথ্য বলছে, ইজরায়েলের কাছে কমপক্ষে ৪০০ কেজি (৯০০ পাউন্ড) বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। যা দিয়ে ১০টি পরমাণু বোমা তৈরি করা যায়। তাহলে কি আমেরিকা ও ইজরায়েলের হামলার আগেই বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম কোনও গোপন জায়গায় সরিয়ে ফেলেছে ইরান? মঙ্গলবার মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট।

তিনি জানান, ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার আগেই ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ বেশ কিছুটা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ইরান। তাদের কাছে ৪০০ কেজির বেশি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়াম রয়েছে। তবে তা কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, সেই তথ্য আমেরিকার কাছে নেই। জল্পনা বাড়িয়ে মার্কিন হামলার ঠিক আগে ইরানের নাতাঞ্জ, ফোর্দো ও ইসফাহান পরমাণুকেন্দ্রগুলি থেকে একাধিক ট্রাককে অজানা গন্তব্যের দিকে যেতে দেখা গিয়েছে। ১৯ জুন তোলা এক উপগ্রহচিত্রে শুধু ফোর্দো কেন্দ্র থেকেই ১৯টি ট্রাককে বার হতে দেখা যাচ্ছে।

ভান্স বলেন, 'ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলার পর থেকে ৪০০ কেজি বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের খোঁজ নেই। ওই পরিমাণ ইউরেনিয়াম ১০টি পরমাণু বোমা তৈরির পক্ষে যথেষ্ট।' তিনি আরও বলেন, 'ট্রাম্প প্রশাসন আগামী দিনে ওই জ্বালানি নিয়ে সক্রিয় হবে। এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে আমরা ইরানিদের সঙ্গে আলোচনা করব।'

ধ্বংসযজ্ঞে প্রাপ্তিযোগ

ইজরায়েল

ইরানের পরমাণু কর্মসূচিকে কয়েকবছর পিছিয়ে দিয়েছে ১২ দিনের হামলা। বিধ্বস্ত ইরানের ৩ পরমাণুকেন্দ্র। নিহত ১২ জন প্রথমসারির বিজ্ঞানী। প্রাণ গিয়েছে অন্তত ৫ জন শীর্ষ সেনাকর্তার। ধ্বংসস্তূপ তেহরান। ইরানি সেনা ও বায়ুসেনার পরিকাঠামো ধ্বংস করার সুযোগ। ইরানে হামলা চালাতে বাধ্য হয়েছে আমেরিকা। যুদ্ধের সুযোগে গাজায় নিয়ন্ত্রণ জোরদার করেছে নেতানিয়াহুর সেনারা।

ইরান

পশ্চিম এশিয়ার একমাত্র দেশ যারা মার্কিন সেনাঘাঁটিতে হামলা চালানোর ক্ষমতা রাখে। ১২ দিন ধরে সমান তালে টক্কর দিতে পারে ইজরায়েলের সঙ্গে। ইজরায়েল, আমেরিকার হামলার পরেও অক্ষত বিশুদ্ধ ইউরেনিয়ামের ভাঁড়ার। পালটা ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে তেল আভিভ, জেরুজালেমের বড় অংশ। ইজরায়েলি হামলার জেরে ইরানে খামেনেই শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বন্ধ। জাতীয়তাবাদের জোয়ারে হাত শক্ত শাসকগোষ্ঠীর।

আমেরিকা

ইরানের পরমাণুকেন্দ্রে বাংকার বাস্টার বোমা ফেলে শক্তি প্রদর্শন। আরব সাগর, হরমুজ প্রণালী ও এডেন উপসাগরে আরও বেড়েছে আমেরিকার সামরিক উপস্থিতি। ইজরায়েলের মার্কিন নির্ভরতা প্রকট। ভারত-পাকিস্তানের পর ইজরায়েল-ইরান সংঘর্ষ বিরতির কৃতিত্ব দাবি করার সুযোগ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের।

ঘুরে দাঁড়াচ্ছে পহলগাম

শ্রীনগর, ২৪ জুন : পহলগামে নারকীয় সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছিল যারা, সেই তিন জঙ্গিকে এখনও ধরতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে পাকিস্তানকে কড়া ভাষায় জবাব দেওয়া হলেও পহলগামের পরিস্থিতি ছিল থমথমে। নিরপরাধ পর্যটকদের ধর্মীয় পরিচয় জেনে বেছে বেছে তাঁদের হত্যা করার ধাক্কা লেগেছিল কাশ্মীরের পর্যটনে। ভরা মরশুমে কার্যত খাঁখাঁ করেছে পহলগাম সহ কাশ্মীরের একাধিক পর্যটনস্থল। পর্যটকরা কাশ্মীর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছিল উপত্যকার পর্যটন ব্যবসায়ী এবং জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের। কিন্তু দু-মাস পর সেই ছবিটা অনেকটাই বদলে গিয়েছে বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। রবিবার সন্ধ্যায় তিনি এক্সে লিখেছেন, শেষবার যখন পহলগামে এসেছিলাম তখন ফাঁকা বাজার এলাকায় আমি সাইকেল চালিয়েছিলাম। আজ আবার পহলগামে এসে দেখছি মানুষের ভিড় বাড়ছে।

২৭ মে পহলগামে মন্ত্রীসভার বৈঠক বসিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তার একমাস পর পহলগামের রাস্তায় গাড়ির ঢল দেখে অভিভূত ওমর। তিনি বলেন, 'এই ঠান্ডা এবং বর্ষণমুখর আবহাওয়ায় স্থানীয় যাঁরা পিকনিক করছেন, তাঁদের সঙ্গে রীতিমতো স্থান দখলের প্রতিযোগিতায় নেমেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা। আমার ও আমার সহকর্মীদের প্রচেষ্টা যে সফল হয়েছে, সেটা দেখে সন্তুষ্ট।' পহলগাম সহ কাশ্মীরের পর্যটন ফের ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করায় আশার আলো দেখছেন পর্যটন ব্যবসায়ীরাও। অন্যদিকে কাশ্মীরের পাশে দাঁড়াতে সংসদের স্থায়ী কমিটির বৈঠক পহলগামে করার পরামর্শ দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রেণুকা চৌধুরী। হওয়া উচিত।' ট্র্যাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অফ কাশ্মীরের সভাপতি রাউফ ট্রাম্বু জানিয়েছেন, পহলগামের পরিস্থিতির অনেকটা উন্নতি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে সময় লাগবে।

ডোভাল-ওয়াং বৈঠকে সন্ত্রাস দমনের ডাক

বেজিং ও নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : গালওয়ান সংঘর্ষের পর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নয়নে ভারত ও চিন একাধিক পদক্ষেপ করেছে। সম্পর্ক আরও মসৃণ করতে চায় নয়াদিল্লি ও বেজিং। ২০২০-র সংঘর্ষের পর এই প্রথম চিন সফরে যাচ্ছেন ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। তিনি সাংহাই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন। সোমবার বেজিং পৌঁছেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল।

পহলগামের বৈসরণে সন্ত্রাসী হামলার নিন্দা করেছিল চিন। আবার চিনের দেওয়া অস্ত্রেই ভারতের বিরুদ্ধে সংঘাতে নামে পাকিস্তান। চিন থেকে যুদ্ধবিমান কিনেছে ইসলামাবাদ। ভারত-পাক সেই সংঘাতের দেড়মাসের মাথায় চিনে পা রেখেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। মঙ্গলবার তিনি চিনের বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ই-র সঙ্গে বৈঠক করেছেন। তাতে সন্ত্রাস দমনের বার্তা দেওয়া হয়েছে।

অজিত ডোভাল সামগ্রিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য সব ধরনের সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন। সন্ত্রাস মোকাবিলার পাশাপাশি দুই নেতার বৈঠকে ভারত-চিন সম্পর্কের সাম্প্রতিক উন্নয়নের বিষয়টি পর্যালোচিত হয়েছে। তাঁরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সামগ্রিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার প্রয়োজনীয়তায় জোর দিয়েছেন। আলোচনায় উঠে এসেছে দু'দেশের জনগণের বৃহত্তর অংশের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়টিও। এর পাশাপাশি দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক বিষয়ের সঙ্গে আন্তর্জাতিক ইস্যুতে ভারত-চিন পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন দুই নেতা।

ডোভাল জানিয়েছেন, চিনা বিদেশমন্ত্রীর আগামী ভারত সফরের জন্য তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। চিনের সঙ্গে বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ের (এসআর) ২৪ তম বৈঠক ভারতে হওয়ার কথা। এক্ষেত্রে বৈঠকের জন্য দু'দেশের সুবিধামতো তারিখ নির্ধারিত হবে।

দু'দেশের সম্পর্কের অগ্রগতির কথা উল্লেখ করে ওয়াং জানিয়েছেন, ভারত ও চিনের সভ্যতা বহু প্রাচীন। ঐতিহাসিক প্রজ্ঞা দিয়েই উভয় দেশের উচিত সংবেদনশীল বিষয়গুলি পর্যালোচনা করা, যাতে সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। এই বৈঠক ঘিরে আশাবাদী দু-পক্ষই।

বৈঠকের পর চিনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে হাসিমুখে অজিত ডোভাল। বেজিংয়ে।

ফড়নবিশের আসনে ভোট চুরির অভিযোগ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ২৪ জুন : মহারাষ্ট্রের বিধানসভা ভোটে 'ম্যাচ ফিক্সিং'-এর অভিযোগ তুলে আগেই সরব হয়েছিলেন রাহুল গান্ধি। এবার মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের আসন নাগপুর দক্ষিণ-পশ্চিমে ভোটার তালিকায় গরমিল ও ভোট চুরির অভিযোগে সুর চড়িয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। একটি ডিজিটাল সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনকে সামনে রেখে রাহুল সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রীর নিজের কেন্দ্রে মাত্র পাঁচ মাসে ভোটার তালিকায় ৮ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে। কিছু বুথে এই বৃদ্ধির পরিমাণ ২০ থেকে ২৫ শতাংশ। বুথ লেভেল অফিসার্স বা বিএলও জানিয়েছেন, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা ভোট দিয়েছেন। সংবাদমাধ্যম জানতে পেরেছে হাজার হাজার ভোটারদের কোনও ঠিকানাই নেই। আর নির্বাচন কমিশন? হয় নীরব নয়তো জড়িত রয়েছে।' সাংসদের তোপ, 'এই ধামাচাপা দেওয়াটাই স্বীকারোক্তি। এই কারণেই আমরা মেশিন রিডেবল ডিজিটাল ভোটার তালিকা দ্রুত প্রকাশের এবং সিসিটিভি ফুটেজের দাবি তুলেছি।'

রাহুলের এই বক্তব্যের পরই নড়েচড়ে বসেছে নির্বাচন কমিশন। পালটা সুর চড়িয়েছেন ফড়নবিশও। ১২ জুন রাহুলের সঙ্গে আলোচনায় বসার আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি দিয়েছিল কমিশন।

১২ রাজ্যে বোমাতঙ্কের বার্তা ধৃত তরুণী

প্রেমে প্রত্যাখ্যান থেকে প্রতিশোধ

চেন্নাই, ২৪ জুন : কোনও তরুণী কোনও পুরুষকে ভয়ংকরভাবে ভালোবেসে তাঁকে জীবনসঙ্গী হিসেবে চাইতে পারেন। তাতে অস্বাভাবিকতা নেই। কিন্তু সেই পুরুষ যদি ওই তরুণীর পরিবর্তে অন্য কোনও নারীকে বিয়ে করেন? কথায় বলে, প্রকৃত ভালোবাসা পাওয়ায় নয়, ত্যাগের মধ্যে। কিন্তু অনেক সময় এই ধরনের ঘটনায় প্রতিহিংসাপরায়ণতাও দেখা যায়।

হ্যাঁ, চেন্নাইয়ের এক বহুজাতিক কোম্পানির সিনিয়ার কনসালট্যান্ট রেনি জোশিলদা প্রতিশোধের রাস্তা নেন। তাঁর পছন্দের পুরুষ গুজরাটের দিভিজ প্রভাকরকে তিনি বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। ভালোবেসেছিলেন দিভিজকে।

জোশিলদার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন দিভিজ। তিনি অন্য এক তরুণীকে বিয়ে করেন। তাতে ক্ষিপ্ত জোশিলদা দিভিজকে ফাঁসাতে ভয়ংকর ছক কষেন। কয়েকটি ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে সেই সমস্ত অ্যাকাউন্ট থেকে ১২টি রাজ্যে ইমেল করেছিলেন। তাতে বিস্ফোরণ ঘটানোর হুমকি দেওয়া হয়েছিল।

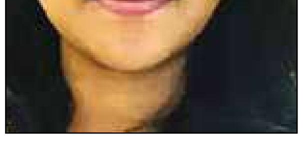

রেনি জোশিলদা

আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়াম ও দুটি স্কুলে হুমকিবার্তা পাঠান। বিজে মেডিকেল কলেজেও হুমকিবার্তা পাঠানো হয়। শনিবার পুলিশ চেন্নাই থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে।

আহমেদাবাদের যুগ্ম পুলিশ কমিশনার(অপরাধ দমন শাখা) শরদ সিংঘল জানিয়েছেন, জোশিলদা ভুয়ো নাম ব্যবহার করে বেশ কয়েকটি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন। তার মধ্যে কয়েকটি অ্যাকাউন্ট দিভিজ প্রভাকরের নামে ছিল। দিভিজ তাঁকে বিয়ে না করায় ক্রুদ্ধ জোশিলদা তাঁকে ফাঁসাতে বদ্ধপরিকর হন।

তিনি ভুয়ো ইমেল আইডি করে ডার্ক ওয়েব ব্যবহার করেছেন। তরুণী অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে খেলেছেন।

সিংঘল বলেছেন, 'অনেকদিন থেকে তাঁকে আমরা অনুসরণ করেছি। একটা ছোট্ট ভুল করায় আমরা জোশিলদাকে ধরে ফেলেছি।' জোশিলদা কী ভুল করেছিল তা অবশ্য উল্লেখ করেননি সিংঘল।

চেন্নাই থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে রোবটিক্সের ওপরও একটি কোর্স করেছিলেন জোশিলদা। পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, মেয়েটি দিভিজকে নিয়ে জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তা চুরমার হওয়া তিনি মানতে পারছিলেন না।

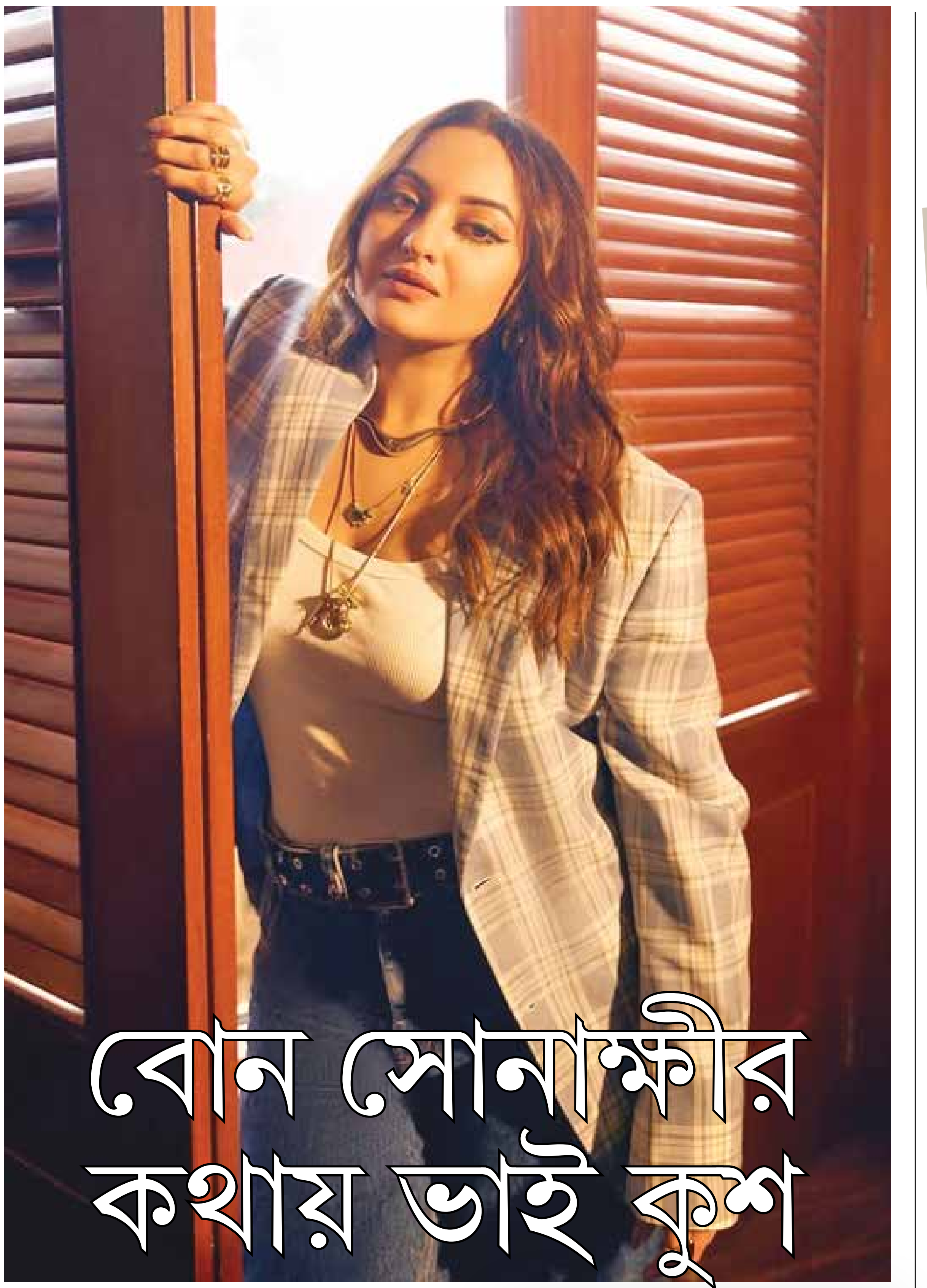

বোন সোনাক্ষীর কথায় ভাই কুশ

সোনাক্ষী সিনহার আগামী ছবি ‘নিকিতা রায়’। পরিচালক কুশ এস সিনহা। ইনি সোনাক্ষীর দাদা। এটি তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি। জাহির ইকবালকে বিয়ে করার পর থেকে সোনাক্ষীর দুই দাদা লব ও কুশের সঙ্গে বোনের সম্পর্কটা একটু শীতল। এই বিয়ে তাঁরা মানতে পারেননি, বিয়েতে নাকি যাননি। জাহির মুসলমান, তাই বিয়েতে তাঁদের আপত্তি ছিল—এসব কথা মিডিয়ায় অনেকবার লেখা হয়েছে। এখন কুশের পরিচালনায় সোনাক্ষী ছবি করেছেন, সেখানে ভাই-বোনের সম্পর্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা টেনশন কতটা ছিল, তাই নিয়ে বেশ প্রশ্ন উঠছে। এবার সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন কুশ। তাঁর কথায়, ‘সেটে সোনাক্ষী একজন অভিনেত্রী, তাঁকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়ে কাজ করেছি। আত্মীয় হোক না হোক, সব অভিনেতাকেই এটা দেওয়া উচিত। সোনাক্ষীকে এই চরিত্রে নির্বাচন করা প্রসঙ্গে কুশ বলেন, ‘সোনাক্ষী সিনহাকে জানি, তিনি কত ভালো অভিনেত্রী তা জানি, তাহলে তাঁকে কাস্ট করব না? সঠিক চরিত্রে সঠিক অভিনেতাকে কাস্ট করা দরকার। নিকিতা রায় চরিত্রে সোনাক্ষী অসাধারণ অভিনয় করেছেন।’ এক সাক্ষাৎকারে সোনাক্ষী বলেছেন, ‘আমি পরিবারে সবথেকে ছোটো, সবার আদরের, এর জন্য দাদারা আমাকে হিংসা করতেই পারে।’ ভাই-বোনের মধ্যে ‘প্রতিযোগিতা’-র কথা তখনই ওঠে। এছাড়া জাহিরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে নিয়েও লব-কুশের সমস্যা ছিল তবে কুশ বলেছেন ‘বিয়েতে আমি ছিলাম, যাঁরা এই গল্প রটাচ্ছে, তাঁদের সত্যটা যাচাই করে নেওয়া উচিত ছিল।’ নিকিতা রায় প্রসঙ্গে বলা যায়, এই সুপারন্যাচারাল থ্রিলারে সোনাক্ষী ছাড়া আছেন অর্জুন রামপাল, পরেশ রাওয়াল প্রমুখ। ২৭ জুন সিনেমাহলে ছবি মুক্তি পাবে।

নতুন শহরে পুরানো বন্ধুর সঙ্গেই নতুন সম্পর্ক?

মুম্বইয়ে গিয়ে নতুন করে নিজের বন্ধুকে চিনতে পারলেন বাংলার মিশমি। বুঝলেন যে, সুজন শুধু বন্ধু নন, বোধহয় আরও অনেক কিছু।

মিশমি দাস। ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকের কাজ করতে করতে মুম্বই চলে যান। সেখানে হিন্দি ধারাবাহিক ‘রুপু’তে কাজ শুরু করেন। এটাই তাঁর মুম্বইয়ের প্রথম প্রোজেক্ট। কিন্তু নতুন শহর, নতুন কাজ। সবকিছুই যেখানে নতুন, সেখানে পুরনো বলতে একমাত্র সুজন দাশগুপ্ত। সঙ্গীতশিল্পী। মিশমির অনেক দিনের বন্ধু। তবে মুম্বইয়ে গিয়ে অবশ্য বন্ধুত্বটা আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে গেছে। তাঁর সাম্প্রতিক পোস্ট থেকে সে কথাই মনে হচ্ছে। মিশমি স্পষ্ট লিখেছেন যে, সমস্ত যেখানে নতুন, সেখানে মানিয়ে নিতে নিতে একাকীত্বটাও খুব স্বাভাবিক। শান্ত সুরের মতো সেই একাকীত্ব সরিয়ে দিচ্ছেন সুজন। আগলে রাখছেন তাঁকে। মিশমির এই পোস্ট থেকে সকলের মনে হচ্ছে যে, তিনি প্রেমে পড়েছেন। যদিও মিশমি এর বেশি আর কিছু বলেননি। এর আগে অবশ্য রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর নাম জড়ালেও উড়িয়ে দিয়েছিলেন মিশমি। যদিও সৌরভ আর দর্শনার বিয়েতে রণজয়ের সঙ্গেই এসেছিলেম মিশমি। তবে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন যে, সত্যিই কারও সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হলে সে কথা সবাইকে জানাবেন। তাই কি এই পোস্ট? জল্পনা শুরু হয়েছে টালিগঞ্জে।

ট্রেলারে অক্ষরধাম

২০২২-এর গুজরাটের অক্ষরধাম মন্দির হামলার ওপর নির্মিত ছবি অক্ষরধাময়য়: অপারেশন বজ্রশক্তির ট্রেলার প্রকাশ্যে এল। ঘটনার ভয়বহতা এবং এর পরের প্রতি আক্রমণ দেখানোর ক্ষেত্রে কিছু কাল্পনিক ঘটনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে ছবিতে। ছবির নায়ক অক্ষয় খান্না, তিনি হয়েছেন এনএসজি অফিসার মেজর হানিত সিং। ২০২৫ সালের ৪ জুলাই ছবির মুক্তির কথা আছে। পরিচালক কেন ঘোষ। ট্রেলার শুরু হয় অক্ষয় খান্নাকে দিয়েই। তিনি টেলিফোন মারফত শোনেন এক সন্ত্রাসীর হুমকি—তারপর গুলিবৃষ্টি, গোলমাল, সেনাদের তৎপরতা । অক্ষয়ের অভিনয় নিয়ে নেটমহল প্রশংসা করলেও ছবির বিষয়বস্তুর সমালোচনা হয়েছে কারণ এই বিষয়ে অজস্র ছবি, সিরিজ হয়েছে, ফলে দর্শক এখন এই বিষয়ে আর ছবি দেখতে চায় না—তেমনই জানিয়েছেন তারা। ছবিতে অক্ষয় ছাড়া আছেন সমীর সোনি, গৌতম রোড, অক্ষয় ওবেরয়, প্রমুখ।

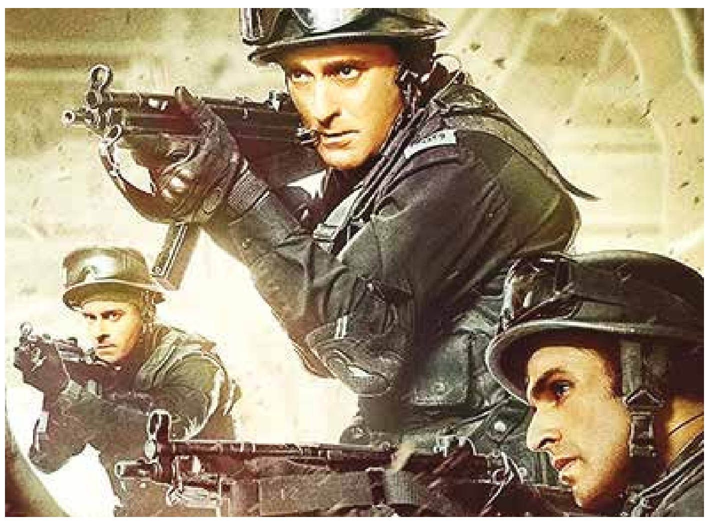

শ্রাবন্তীর অভিনব পদক্ষেপ

শ্রাবন্তী এবার নতুন ভূমিকায়। তিনি এবার পরিবেশক। তা কোন ছবি পরিবেশনা করবেন তিনি? ছবিটির নাম ‘দাঁতের লড়াই’। একেবারে গ্রাম্য পটভূমিকায় গল্প।এই ছবির গল্প ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক বিপ্লব কোয়াল। বুবাই হালদার ক্যামেরা ও সম্পাদনার দায়িত্বে।

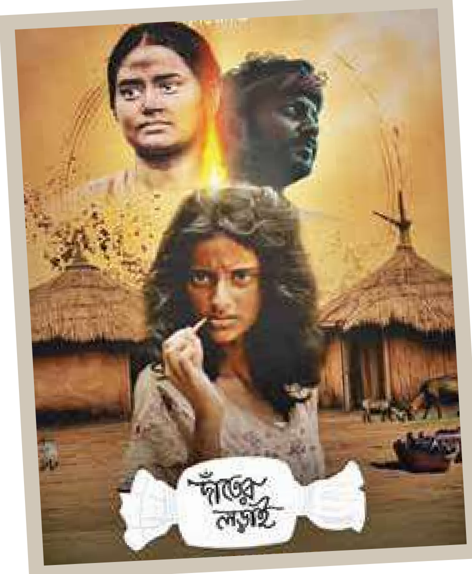

গল্পের মুখ্য চরিত্রে ‘খুকু’ নামের এক দরিদ্র মেয়ে। যার প্রিয় ক্যান্ডির নাম ‘দাঁতের লড়াই’। সেই থেকেই ছবির নাম। এই সামান্য লজেন্সকে ঘিরে ‘খুকু’র জীবনের বড় টানাপোড়েনের গল্প উঠে আসবে ছবিতে।

ছবির মূল চরিত্র অর্থাৎ ‘খুকু’র ভূমিকায় শিশুশিল্পী আকাঙ্ক্ষা সেনগুপ্ত। তার বাবা ‘দানু’র চরিত্রে অভিলাষ চক্রবর্তী ও মা চরিত্রে স্বস্তিকা দাস। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে পার্থ ঘটক, চৈতালি জানা, বাবলু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবি প্রসঙ্গে শ্রাবন্তী বলেন, ‘দাঁতের লড়াই এক হৃদয়স্পর্শী ছবি। পরিচালক বিপ্লব কোয়াল ও তাঁর টিম যখন এই সিনেমাটি প্রেজেন্ট করার প্রস্তাব দেন, তখন আমি আগ্রহ নিয়ে ছবিটি দেখি। দেখার পর মনে হয়, এটা একটা সুন্দর ও মননশীল কাজ, যা মানুষের মন ছুঁয়ে যাবে। তাই আমি সিদ্ধান্ত নিই এই ছবির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার। এই প্রথম পরিবেশক হিসেবে কাজ করছি, তাই এক নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। বাংলা সিনেমার প্রতি আমার ভালোবাসা থেকেই এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।’

দিলজিতকে নিষিদ্ধ করতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি

দিলজিৎ সিং অভিনীত সর্দার জি ৩ ছবি নিয়ে এবার সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর কাছে গেল ফোডারেশন অফ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া সিনে এমপ্লয়িজ। সংস্থা অনেকদিন ধরে এই ছবি ও দিলজিতের বিরুদ্ধে নিন্দা করছে কারণ ছবিতে পাকিস্তানী অভিনেত্রী হানিয়া আমির আছেন। পহলগামের ঘটনার পরও দিলজিৎ তাঁর সঙ্গে কাজ করেছেন বলেই এই নিন্দা। যদিও নির্মাতারা বলেছেন, এই ঘটনার আগেই শুটিং সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি দিয়ে সংস্থা দাবি করেছে দিলজিৎ ও ছবির অন্য কলাকুশলীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। সংস্থা বলেছে, ‘দিলজিৎ ও অন্যরা ভারতীয় নাগরিক হওয়ার সুবিধা নিচ্ছেন। আমাদের দেশের সৈন্যবাহিনীকে নিয়ে রসিকতা করেছেন হানিয়া, জঙ্গিদের সম্মান দিয়েছেন। তাঁকে ভারতের ছবিতে নেওয়া সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নয়।’

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সংস্থার দাবি দিলজিৎ ও ছবির প্রযোজক-পরিচালকদের পাসপোর্ট বাতিল হোক, তাঁরা যেন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে কোনও সুবিধা না পান।

একনজরে সেরা ৫

মা-নিকিতা

২৭ জুন মুক্তি পাচ্ছে কাজল অভিনীত মাইথোলজিক্যাল থ্রিলার মা ও সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত সুপারন্যাচারাল থ্রিলার নিকিতা রায়। দুটি ছবির বক্স অফিসে প্রতিযোগিতার কথায় সোনাক্ষী বলেছেন, একই দিনে দুটি নারীকেন্দ্রিক ছবি আসছে, স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা খুবই ভালো। সবার জন্যই যুদ্ধের মাঠ আছে। দুটি ছবিকেই তিনি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

অবতার আর গোবিন্দা

জেমস ক্যামেরনের ছবি অবতার-এ গোবিন্দার অভিনয়ের প্রস্তাব পাওয়া প্রসঙ্গে গোবিন্দার স্ত্রী সুনীতা বলেছেন, ‘৪০ বছর গোবিন্দার সঙ্গে আছি, এরকম কবে হল জানি না তো। আমি মিথ্যে বলি না, মিথ্যের সঙ্গেও থাকি না।’ প্রসঙ্গত, মুকেশ খান্নার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে গোবিন্দা দাবি করেছিলেন অবতার-এ অভিনয়ের কথা।

মুম্বইয়ে একতা

টলিউডের পোস্টার কুইন একতা ভট্টাচার্য এবার গেলেন বলিউডে। সোনাক্ষী সিনহা অভিনীত নিকিতা রায় ছবির পোস্টার ডিজাইন তাঁরই। আরো কয়েকটি হিন্দি ছবির কাজ করেছেন, সেগুলি মুক্তি প্রতীক্ষিত। একতার বাবা প্রভাত রায় উচ্ছ্বসিত মেয়ের সাফল্যে। বলেছেন, জানতাম ও পারবে। ও কাজ জানে। অনেক দূর যাবে।

প্রচারে বাদ

জিও হটস্টারের আগামী সিরিজ মিস্ট্রি-র প্রচার থেকে প্রধান অভিনেতা রাম কাপুরকে বাদ দিয়েছে নির্মাতারা ও জিও। এর আগে প্রচারে গিয়ে ক্লান্ত রাম বলেছিলেন, নিজেকে গণধর্ষিত মনে হচ্ছে। এছাড়াও তাঁর নানা যৌনগন্ধী মন্তব্যে অস্বস্তিতে পড়েন তাঁরা। রাম অবশ্য এই নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি।

নতুন ধারাবাহিক

স্টার জলসায় ৭ জুলাই শুরু হবে ধারাবাহিক রাজরাজেশ্বরী রানি ভবানী। নামভূমিকায় রাজনন্দিনী পাল। এতে ভবানীর জীবন, তারাপীঠ সংস্কার, মন্দির নির্মাণ, বর্গীদের হাত থেকে বাংলাকে রক্ষা—ইত্যাদি দেখা যাবে। সাড়ে আটটার স্লটে এটি আসবে, ফলে ঊষসী রায়ের গৃহপ্রবেশ-এর প্রদর্শনের সময় বদলে কি হবে, জানা যায়নি।

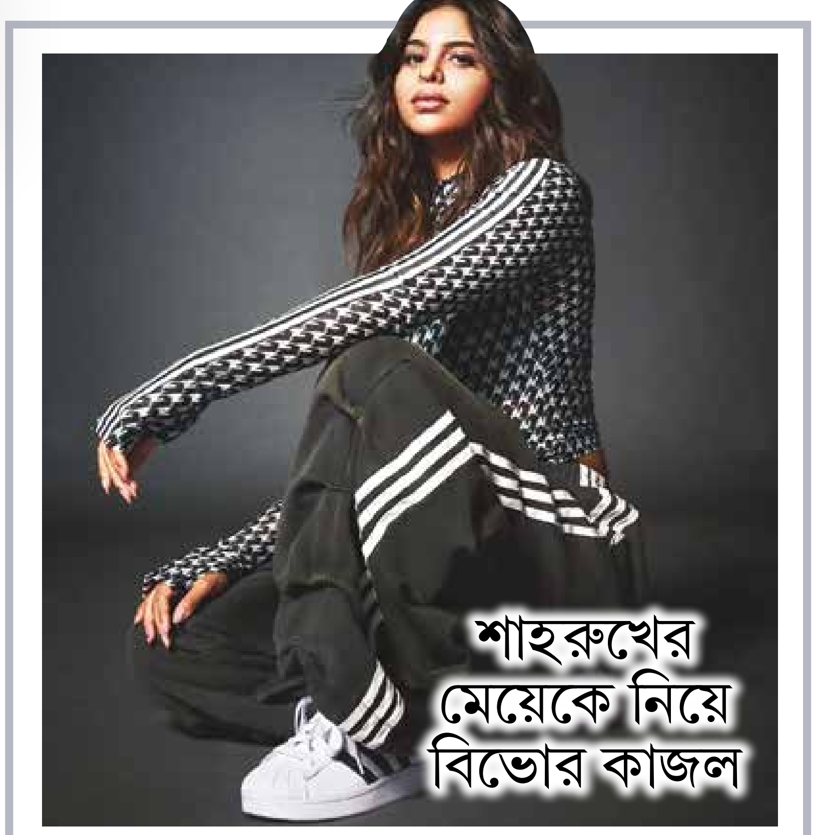

শাহরুখের মেয়েকে নিয়ে বিভোর কাজল

কভি খুশি কভি গম-এর সেট। আর সেই সেটে একেবারে সদ্যোজাত সুজানা খানকে নিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ। এ কথা কাজলের আজও বেশ মনে আছে। মাত্র এক ঘণ্টার জন্য মেয়েকে এনেছিলেন তিনি। ছোট্ট সুহানাকে দেখে কাজল একেবারে অবাক হয়ে গেছিলেন। মেয়েটা এত মিষ্টি, এত সুন্দর যে, কাজল আর চোখ ফেরাতে পারেননি।

সম্প্রতি একটা অনুষ্ঠানে সুহানার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তাঁর। সুহানা একটা সোনালি শাড়ি পরেছিলেন। সেখানে শাহরুখের মেয়েকে দেখেও কাজলের সেই ছোট্ট মেয়েটাকে মনে পড়ছিল। ‘মা’-এর প্রচারে বেরিয়ে শাহরুখের মেয়ের কথা বলতে বলতে নস্টালজিক হয়ে পড়েন কাজল। তাঁর মেহেন্দি অনুষ্ঠানে গৌরী খানকে নিয়ে এসেছিলেন শাহরুখ। আরিয়ান তখন ছোট। সুহানা কোলে। সে ছবিটাও কাজলের চোখে লেগে আছে। কে জানে, শাহরুখের ছেলেমেয়েকে দেখলে কাজলের মনে বোধহয় মাতৃত্বই জেগে ওঠে। তাই ‘মা’ ছবির কাজে তাদের কথাই মনে পড়ছে বারবার।

মাথার অর্ধেক টাক, রণদীপের নতুন লুক

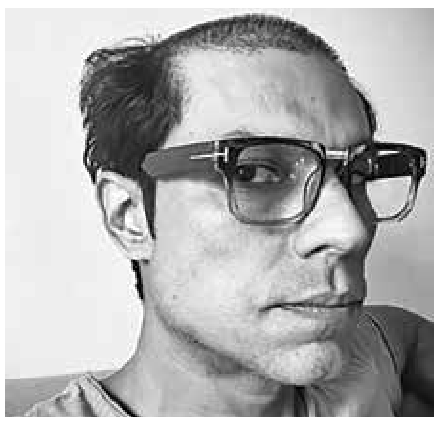

রণদীপ হুড়া সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর নতুন ‘লুক’ শেয়ার করেছেন। ছবিটা ধূষর। তাঁর চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা, মাথার অর্ধেক টাক। এর সঙ্গে তিনি ক্যাপশন করেছেন, চা আজ সকালের পানীয়, কফি এখানে চলে না। স্বাভাবিকভাবেই নেটমহল কৌতূহলী তাঁর ছবি দেখে। সূত্রের খবর, এটি রণদীপের আগামী ছবিতে তাঁর চরিত্রের লুক। তিনি সব সময়েই দর্শককে তাঁর অভিনীত চরিত্র, তাঁর অভিনয়, তাঁর লুক দিয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছেন, এটাও তেমনই কিছু হতে চলেছে। তাঁকে শেষ দেখা গিয়েছিল সানি দেওলের বিপরীতে, জাট ছবিতে। তিনি ছিলেন ভিলেন। তাঁর আগামী ছবি ম্যাচবক্স। এই আমেরিকান অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার কমেডির পরিচালক স্যাম হারগ্রেভ।

রাষ্ট্রপতির সঙ্গে আমির

অলিম্পিক চ্যাম্পিয়নদের জন্য বিশেষ প্রদর্শনী হল ‘সিতারে জমিন পর’-এর। এর জন্য মঙ্গলবার আমির খান দিল্লিতে গিয়েছেন এবং সেখানে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মঙ্গলবার ভারতের রাষ্ট্রপতির অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর সঙ্গে আমির খানের ছবি শেয়ার করা হয়েছে। ক্যাপশন করা হয়েছে, ‘বিশিষ্ট অভিনেতা আমির খান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে দেখা করেছেন রাষ্টপতি ভবনে।’ এই ছবি ২০ জুন মুক্তি পেয়েছে। ছবিতে ১০ জন বিশেষ মানুষকে দেখা গিয়েছে যারা স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তারা সাধারণ মানুষের মতো নয়। তাদের নিয়েই বাস্কেটবল টিম তৈরি করেন কোচ আমির এবং জেতেন।

ছোট্ট তারা

গঙ্গারামপুরের আশ্রমঘাট এলাকার চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র অঙ্কিত মণ্ডল। আঁকার প্রতি তার ভীষণ আগ্রহ। ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বহু পুরস্কার পেয়েছে।

আমার শহর

নীলকরদের ইতিহাস সংরক্ষণের দাবি

অবহেলায় পড়ে সমাধি

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে অবহেলায় পড়ে রয়েছে এক টুকরো ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাস সংরক্ষণের কোনও উদ্যোগ নেই। উলটে কর্তৃপক্ষের অজ্ঞতায় অস্তিত্ব সংকটে নীলকর সাহেবদের একাধিক সমাধি। সমাধিগুলির ইতিহাস কী বা এই নিয়ে ঠিক কী ভাবছেন মালদার ইতিহাস গবেষকরা তা জানার চেষ্টা করেছেন কল্লোল মজুমদার

ইতিহাস যা বলছে

মালদা শহরের সিঙ্গাতলা দিয়ে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ঢুকলেই দেখা যাবে, একটি প্রতীক্ষালয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রাচীন সৌধ। ইতিহাস গবেষকদের দাবি, মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বরে এক সময় ছিল রাজা রায়চৌধুরীর একটি পুকুর। যে পুকুর পাড়ে গড়ে উঠেছিল নীলকর সাহেবদের একটি কুঠি। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে ২৮ নভেম্বর উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলিন তাঁর ডায়েরিতে ওই কুঠির কথা উল্লেখ করেছেন।

ওই নীলকুঠির উল্লেখ পাওয়া যায় ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে হান্টার সাহেবের রিপোর্টেও। সেখানে উল্লেখ রয়েছে, ওই নীলকুঠির অধীনে ৫ হাজার বিঘা জমিতে তৎকালীন ৩০ হাজার টাকা খরচ করে নীল চাষ করা হয়েছিল। ২৫০ মন নীল উৎপাদন করে লাভ হয়েছিল ৬৭ শতাংশ। সেই সময় ওই এলাকায় গড়ে উঠেছিল একটি সমাধিক্ষেত্র। যেখানে ছিল ৬টি সমাধি। ধীরে ধীরে ওই সমাধির একটি পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। যে পাঁচটি অবশিষ্ট ছিল তা ঢেকেছে আগাছায়।

ইতিহাস গবেষকদের কথা

ইতিহাস গবেষক তথা নরহাট্টা গোপেশ্বর স্যাটিয়ার উচ্চবিদ্যালয়ের ইতিহাস শিক্ষক দীপঙ্কর দাসের দাবি, 'একসময় নীলকর সাহেবদের সমাধিক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত ছিল আজকের মালদা মেডিকেল কলেজ চত্বর ও সিঙ্গাতলা।' ওই শিক্ষকের অভিযোগ, 'কালের নিয়মে ব্রিটিশরাজ শেষ হলেও এখন আমরা ইতিহাস বিমুখ। তার জ্বলন্ত উদাহরণ মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মধ্যেকার এখনও কিছু অবশিষ্ট সমাধি। আজ তা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। জঞ্জাল, বট গাছে ভরে গিয়েছে।' মলমূত্র ত্যাগের জায়গা বলেও তিনি জানিয়েছেন। প্রশাসনকে অবিলম্বে ওই জায়গাটি সংস্কার করে ইতিহাস সংরক্ষণ করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। মালদার বিভিন্ন প্রান্তে বেশ কিছু সমাধি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন অপর এক ইতিহাস গবেষক গোপাল লাহা। কিন্তু আস্তে আস্তে সবগুলোই অস্তিত্ব সংকটে চলে যাচ্ছে। কোথাও গড়ে উঠছে বহুতল, কোথাও বা সরকারি দপ্তর। তাঁর দাবি, 'একটা সময় মালদা হাসপাতালের মধ্যে থাকা সমাধিগুলি সংরক্ষণের জন্য আমরা আন্দোলন করেছিলাম। কিন্তু সংরক্ষণের নামে ওই সমাধিগুলির সামনে পরিজনদের বসার জায়গা করা হয়েছে। যা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু।'

> **বিষয়টি জানা আছে। যাতে সংরক্ষণ করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হবে।**
>
> **নীতিনকুমার সিংহানিয়া** *জেলা শাসক*

যা অভিযোগ

সৌন্দর্যায়নের দোহাই দিয়ে মালদা মেডিকেল চত্বরে থাকা ঐতিহাসিক সৌধের দফারফা করা হয়েছে। ইতিহাসের স্মৃতি বিজড়িত কয়েকটি সমাধি সৌধ সৌন্দর্যায়নের নামে বালি-সিমেন্ট দিয়ে আধুনিক প্লাস্টার করা হয়েছে। দেওয়া হয়েছে রঙের প্রলেপ।

যা দাবি উঠছে

ওই সমাধিগুলির ইতিহাস ওই স্থানে লিখে রাখা হোক। কারণ যাঁদের সমাধি, ইংরেজবাজার শহর গড়ে তোলার পিছনে তাঁদের অনেক অবদান রয়েছে। ওই জায়গাটি পর্যটকদের জন্য না হলেও সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ জরুরি বলেই দাবি করছেন বাসিন্দারা। এবার কবে প্রশাসনের নজর পড়ে ওই সমাধিস্থলের দিকে, সে দিকেই তাকিয়ে আছেন শহরের বাসিন্দারা।

মাটির ভাঁড়ে চা

কলকাতার অলিগলিতে ভাঁড়ে চা খাওয়ার রীতি বহু পুরোনো। সকালে অফিস যাওয়ার আগে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে, কিংবা সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় এক কাপ ধোঁয়া ওঠা 'মাটির ভাঁড়ে চা' যেন জীবনেরই একটি অঙ্গ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক শহরেই সেই রীতি ম্লান হলেও দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর শহরে ফিরছে এই ঐতিহ্যবাহী চা-সংস্কৃতি। শুধু ফিরছে না, ক্রমশ জনপ্রিয়তাও পাচ্ছে। লিখলেন জয়ন্ত সরকার

চা-এ ঐতিহ্য

মাটির ভাঁড়ে চা শুধুমাত্র পানীয় নয়, বরং এটি একটি ঐতিহ্যও বটে। একদিকে এটি যেমন পরিবেশবান্ধব, অন্যদিকে আবেগে ভরপুর। ভাঁড়ে চা খেলে তার স্বাদ হয় অন্যরকম। মাটির গন্ধ মিশে যায় চায়ের সঙ্গে।

কোথায় কোথায়

গঙ্গারামপুর শহরের যে কোনও প্রান্তে ঘুরলেই চোখে পড়বে মাটির ভাঁড়ে পরিবেশিত ধোঁয়া ওঠা চা। শহরের চৌপথি মোড় হোক, বাসস্ট্যান্ড এলাকা হোক কিংবা স্টেশন চত্বর প্রতিটি কোণেই দেখা মিলছে মাটির ভাঁড়ে চা বিক্রি হচ্ছে দোকানে। চায়ের কাপের পরিবর্তে হাতে তুলে নিচ্ছে মাটির তৈরি ছোট্ট একটা ভাঁড়, আর সেই সঙ্গে ফিরছে পুরোনো বহু স্মৃতি।

অনন্য স্বাদ

শিক্ষক ডঃ গুরুদাস বিশ্বাসের কথায়, 'গবেষণার কাজে যখন কলকাতায় থাকতাম তখন মাটির ভাঁড়ে চা খেতাম। সকালে খবরের কাগজের সঙ্গে ভাঁড়ে চা ছিল নিত্য রুটিন। এখন গঙ্গারামপুরে ফিরে এসেছে সেই ঐতিহ্য, দেখেও খুব ভালো লাগছে। মাটির গন্ধে ভরপুর সেই চায়ের স্বাদটাই অন্যরকম।'

চাহিদা বেশি

গঙ্গারামপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার চা বিক্রেতা সনাতন দাস যে সকলের কাছে পরিচিত 'সোনাদা' নামে, বললেন, 'আগে সবাই কাগজ বা প্লাস্টিক কাপে চা খেতেন। কিন্তু এখন ক্রেতারা নিজেই এসে বলছেন, ভাঁড়ে চা আছে কি? তখন থেকেই ভাঁড়ে চা চালু করলাম।' মাটির ভাঁড়ে চা পরিবেশন করলে দোকানের মানও এক ধাপ বেড়ে যায়। এতে খরচ কিছুটা বেশি হলেও লাভের অঙ্কও বেশি। কারণ মানুষ সেই মাটির ছোঁয়া খুঁজতে আজও ভালোবাসে।

নয়া প্রজন্মেরও প্রিয়

আধুনিক তরুণ সমাজের অনেকেই ভাঁড়ে চা-কে দেখছে 'স্টাইল স্টেটমেন্ট' হিসেবে। ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুকে 'অ্যাস্থেটিক' ছবি পোস্ট করার ভিড়ে এই ভাঁড়ে চা বিষয়টি বেশ জনপ্রিয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়া মধুসূদন সরকারের কথায়, 'বর্ষার সময় মাটির ভাঁড়ে এক কাপ চা বেশ ভালোই লাগে। হাতে মাটির ভাঁড়ে গরম চা নিয়ে একটা সেলফি তুলে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামে স্টোরি বা স্ট্যাটাস দিলেও বিষয়টি বেশ ভালো লাগে।'

জনপ্রিয়তা

বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার ফাঁকে কিংবা বই পড়তে পড়তে এক ভাঁড় চা, এই অভিজ্ঞতা নতুন করে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে শহরের যুবসমাজের মধ্যে। পুরোনো ক্রেতাদের দেখেই আসছেন নতুন ক্রেতারা।

পরিবেশবান্ধব

মাটির ভাঁড়ে চা শুধুমাত্র দেখতে ভালো লাগে তা নয়, এটি পরিবেশবান্ধবও। গঙ্গারামপুরের চিকিৎসক ডাঃ এহতাশামুদ্দিন বলেন, 'মাটির ভাঁড় পরিষ্কার করে নিয়ে চা খাওয়া যেতেই পারে। যেসমস্ত ইউজ অ্যান্ড থ্রো কাপে চা খাওয়া হয় সেই সমস্ত কাপে চায়ের সঙ্গে অনেকরকম জিনিসপত্র মিশে যায়। কিন্তু মাটির ভাঁড়ে তা মেশে না সামান্য হালকা কিছু মাটির অংশ হয়তো যায়, তবুও তাতে শরীরের কোনও ক্ষতি হয় না। স্বাস্থ্যগত দিক থেকে মাটির ভাঁড়ে চা পান করা ভালো।'

আয়ের দিশা

ভাঁড় তৈরির কাজের সঙ্গে যুক্ত স্থানীয় কুমোর পরিবাররাও উপকৃত হচ্ছে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় নতুন করে কাজ ফিরে আসছে বাজারে। শহরের পালপাড়া এলাকার আনন্দ পাল, সন্তোষ পাল'রা জানান, গঙ্গারামপুরে এখন মাটির ভাঁড়ে চা খাওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। গঙ্গারামপুরে সপ্তাহে ২০-২৫ পেটি (এক পেটিতে ৩০০-৪০০ ভাঁড়) মাটির ভাঁড় ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে।

গঙ্গারামপুরে চারটি স্কুল পরিদর্শন

গঙ্গারামপুর, ২৪ জুন : স্কুল শিক্ষা দপ্তরের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার গঙ্গারামপুর ব্লকের চারটি স্কুল পরিদর্শন করে। দলের সদস্যরা মূলত স্কুলগুলির পঠনপাঠন ও পরিকাঠামোগত বিষয় খতিয়ে দেখেন। এদিন গঙ্গারামপুর ব্লকের মালিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালিপাড়া টিইউ হাইস্কুল, আকচা প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ডুবানারানপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ভারপ্রাপ্ত এসআই মদন বর্মন, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার এডিআই (প্রাইমারি) দিলীপ মণ্ডল, এআই (সেকেন্ডারি) আবদুল মঈন, এআই (সেকেন্ডারি) রানা দাস, এআই (প্রাইমারি) রবিউল হাসান।

> স্কুলগুলির অ্যাকাডেমিক বিষয় খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যেই এই পরিদর্শন। অনেক স্কুলেই উপযুক্ত ভবন, পর্যাপ্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই মোতাবেক রিপোর্ট দেওয়া হবে।
>
> **মদন বর্মন** *ভারপ্রাপ্ত এসআই গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্র*

গঙ্গারামপুর পশ্চিম চক্রের ভারপ্রাপ্ত এসআই বলেন, 'স্কুলগুলির অ্যাকাডেমিক বিষয় খতিয়ে দেখার উদ্দেশ্যেই এই পরিদর্শন। অনেক স্কুলেই উপযুক্ত ভবন, পর্যাপ্ত শৌচালয়ের ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সেই মোতাবেক রিপোর্ট দেওয়া হবে।' পড়ুয়াদের লেখাপড়া সংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও যে সমস্ত স্কুল পঠনপাঠনের দিক থেকে পিছিয়ে আছে সেখানে বিশেষ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে। পিছিয়ে পড়া স্কুলগুলির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়ে সেগুলিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে বলে পরিদর্শনকারীরা জানিয়েছেন।

পুর উদ্যোগে বর্ষাবরণ

গঙ্গারামপুর, ২৪ জুন : পুরসভার উদ্যোগে গঙ্গারামপুরে প্রথমবার বর্ষাবরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ২৮ এবং ২৯ জুন গঙ্গারামপুর হাইস্কুল ময়দানে এই অনুষ্ঠান আয়োজিত হবে। বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী শ্রাবণী সেন এই অনুষ্ঠানে গান গেয়ে শোনাবেন বলে গঙ্গারামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রশান্ত মিত্র জানিয়েছেন।

গোপনে মহিলার ছবি তুলে গ্রেপ্তার

রাজু হালদার

ছবি : এআই

গঙ্গারামপুর, ২৪ জুন : সম্প্রতি ট্রেনে গোপনে মহিলার ছবি তোলাকে কেন্দ্র করে এক ব্যক্তিকে নিয়ে হইচই হয়েছিল রাজ্যজুড়ে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই গঙ্গারামপুরে একই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার হল এক ব্যক্তি।

গঙ্গারামপুর পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ড এলাকার বাসিন্দা দুই বান্ধবীকে নিয়ে সোমবার সকালে পান সমিতি এলাকায় বাজার করতে আসেন। সেই সময় ৪৫ বছর বয়সি স্থানীয় ব্যবসায়ী সেই মহিলার ছবি তোলেন। সেখানেই এক তরুণ বিষয়টি দেখে ফেলতেই ব্যক্তিকে ঘিরে ফেলা হয়। অভিযুক্তের ফোন থেকে পাড়ার একাধিক মহিলাদের ছবি পাওয়া যায়। তার পাশাপাশি অভিযুক্তের ফোনে আপত্তিকর কিছু ছবিও পাওয়া যায়। পুলিশকে খবর দিলে আটক করা হয় সেই ব্যক্তিকে। সোমবার রাতে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। মঙ্গলবার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

সেই মহিলা বলেন, 'সোমবার সকালে পান সমিতি এলাকায় তিন বান্ধবীকে নিয়ে বাজার করে বাড়ি ফিরছিলাম। সেই সময় পেছন থেকে আমাদের ছবি তোলা হয়েছে বলে স্থানীয় এক তরুণের কাছ থেকে জানতে পারি। পরবর্তীতে আমরা সবাই মিলে অভিযুক্তের ফোন দেখি। অভিযুক্তের ফোনে আমাদের ছবি সহ বহু মহিলা এবং বাচ্চাদের ছবি ছিল। বেশকিছু আপত্তিকর ছবিও ছিল। ঠিক কী উদ্দেশ্য নিয়ে এই ছবি তোলা হত তা আমরা জানি না। বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের। সোমবার রাতেই গঙ্গারামপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

পান সমিতি এলাকার এক প্রবীণ জানান, অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরেই চায়ের দোকান চালায়। তাছাড়া সাইকেল মেরামতি করে। ওর ফোন থেকে অনেকের ছবিই পাওয়া যায়। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগের। কেন এরকম করল কেউ বুঝতে পারছেন না। মূলত কোন উদ্দেশ্য নিয়ে গোপনে মহিলাদের ছবি তুলতেন অভিযুক্ত, অভিযুক্তের কোনও মানসিক বিকৃতি বা অবসাদ রয়েছে কি না, এই সমস্ত জানতে তদন্ত শুরু করেছে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ।

আপত্তিকর ছবি

- গঙ্গারামপুরের পান সমিতি এলাকায় বাজারে দুই বান্ধবীর সঙ্গে এসেছিলেন এক মহিলা
- সেই সময় এক ব্যক্তিকে গোপনে ছবি তুলতে ধরে ফেলেন স্থানীয় তরুণ
- সঙ্গে সঙ্গে তাকে ঘিরে ফেলেন স্থানীয়রা, তার ফোন থেকে মেলে একাধিক মহিলার আপত্তিকর ছবি
- গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ লিখিত অভিযোগ পেয়ে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়

জামের দরদাম করতে ব্যস্ত ক্রেতা-বিক্রেতা। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে ছবিটি তুলেছেন চয়ন হোড়।

রায়গঞ্জে রথযাত্রার প্রস্তুতি

রায়গঞ্জ, ২৪ জুন : রায়গঞ্জ শহরের দক্ষিণ বীরনগরে বুধবার থেকে রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রমে শুরু হচ্ছে রথযাত্রা মহোৎসব। ৫ জুলাই উলটোরথে পূর্ণ রথযাত্রার মাধ্যমে শেষ হবে মহোৎসব। রাধাগোবিন্দ সেবাশ্রমের সেবায়েত সুশান্তকৃষ্ণ দাস জানিয়েছেন, বুধ ও বৃহস্পতিবার পদাবলি, শুক্রবার রথযাত্রা অনুষ্ঠান ও মধ্যাহ্নে ভোগ মহোৎসব এবং বিকালে রথ পরিক্রমা হবে। ২৮ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যায় পাঠ, কীর্তন ও জগন্নাথ দেবের আরতি হবে।

অন্যদিকে, রায়গঞ্জের স্থানীয় ইসকন দীক্ষিত ভক্তরা বন্দর ভারত সেবক সমাজের ব্যবস্থাপনায় ২৭ জুন রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করেছেন। পাশাপাশি, রায়গঞ্জ শহরের বন্দর শ্যামাপল্লিতে শতাব্দীপ্রাচীন জগন্নাথবাড়ির মন্দিরে এবারেও রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। রাসবিহারী মার্কেটে পাগলাবাবার মন্দিরেও রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

ছিনতাইকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার

কালিয়াগঞ্জ, ২৪ জুন : ছিনতাইকারী সন্দেহে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াগঞ্জ থানার পুলিশ। সোমবার রাতে বুড়িপুকুর এলাকা থেকে গোবিন্দ মাহাতোকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। কালিয়াগঞ্জ থানার আইসি দেবব্রত মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ধৃতকে মঙ্গলবার সকালে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

পুল গ্যারাজের পাশে আবর্জনার পাহাড়

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ২৪ জুন : ইংরেজবাজার পুরসভার পুল গ্যারাজ (আবর্জনা ফেলার গাড়িগুলি যেখানে রাখা হয়) সংলগ্ন ফাঁকা জমিতে আবর্জনার স্তূপ। এমনকি গ্যারাজ পরিসরের ভেতরেও আবর্জনা ফেলা হচ্ছে। বৃষ্টি হলে ওই আবর্জনা থেকে এলাকায় তীব্র দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। একদিকে, সরকারি পোলট্রি ফার্ম অন্যদিকে, পুল গ্যারেজের আবর্জনা। দু'জায়গার দুর্গন্ধে নাজেহাল অবস্থা এলাকাবাসীর। শহরের গৌড় রোড, গ্রিনপার্ক এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একাংশের পরিস্থিতি এরকম অস্বাস্থ্যকর। ফলে এলাকায় শ্বাসকষ্ট ও চর্মরোগ দেখা দিচ্ছে। এবিষয়ে পুরসভার জঞ্জাল সাফাই বিভাগের সিআইসি শুভময় বসু বলেন, 'পুল গ্যারাজের পাশে নতুন করে আর আবর্জনা ফেলা হচ্ছে না। পড়ে থাকা আবর্জনা অনেকটা সরানো হয়েছে। বৃষ্টি কমলে বাকি আবর্জনা সরিয়ে ফেলা হবে।'

শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের গ্রিনপার্ক লাগোয়া কৃষি খামারের জমিতে বছর পাঁচেক আগে পুরসভার পক্ষ থেকে পুল গ্যারাজ তৈরি করা হয়েছিল। এখানে মূলত আবর্জনা সংগ্রহ করার ট্রলি ও টিপার ভ্যান রাখা হয়। গ্যারাজের একপ্রান্তে রয়েছে একাধিক সরকারি দপ্তর। সামনে রয়েছে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অফিস ও মুরগির খামার। জনবহুল এলাকায় মুরগি খামার তৈরি হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আগের থেকে ক্ষোভ জমা ছিল। বর্তমানে খামারের দুর্গন্ধের সঙ্গে দোসর হয়েছে আবর্জনার স্তূপ। বছর খানেক ধরে এলাকায় পুরসভার ট্রলি থাকায় সংগ্রহ করা আবর্জনা সাফাইকর্মীরা ভাগাড়ে ফেলার পরিবর্তে পুল গ্যারাজের পাশের ফাঁকা জায়গায় ফেলছেন। একদল মানুষ ওই আবর্জনার স্তূপ থেকে সামগ্রী সংগ্রহ করছেন। আবার খাবারের খোঁজে আসা কুকুর, শুয়োর, গোরু ও মোষের পালের বিচরণ ভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে জায়গাটি। বৃষ্টি হওয়ার ফলে জলের সংস্পর্শে এসে দুর্গন্ধের মাত্রা বেড়েছে।

গ্রিনপার্কের বাসিন্দা অমিতাভ সরকার বলেন, 'পোলট্রি ফার্ম ও পুরসভার পুল গ্যারাজের আবর্জনার দুর্গন্ধের জন্য বাড়িতেও নাকে রুমাল চাপা দিতে হচ্ছে। গোটা এলাকা যেন নরকে পরিণত হয়েছে।' এরকম অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কোনও মানুষ কীভাবে বসবাস করবেন সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তিনি আরও জানান, পুরসভাতেও তাঁরা এবিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

গৌড় রোড এলাকার বাসিন্দা মৌমিতা সাহা বলেন, 'দুর্গন্ধের জন্য বাড়িতে টেকা দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।' এই এলাকার কাউন্সিলার খোদ উপপুরপ্রধান হওয়া সত্ত্বেও কেন লোকালয়ের মধ্যে আবর্জনা ফেলা হচ্ছে, কেন সমস্যা সমাধানে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি।

জঞ্জালের স্তূপে ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। - সংবাদচিত্র

দুর্ভোগ

- জনবহুল এলাকায় পুরসভার পুল গ্যারাজ সংলগ্ন ফাঁকা জায়গায় জমেছে আবর্জনা
- এলাকায় একটি মুরগি খামার রয়েছে
- দুই জায়গা থেকে ছড়ানো দুর্গন্ধে নাজেহাল অবস্থা এলাকাবাসীর
- পুরসভায় জানানো সত্ত্বেও লাভ হয়নি, অভিযোগ

ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার

বহরমপুর, ২৪ জুন : টানা কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর, মঙ্গলবার মাটি খুঁড়ে ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার করা হল। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের ভরতপুর এলাকার। মৃতের নাম রহিদুল ইসলাম (৩৮)। ঘটনায় জিগর শেখ ও আফসার শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জেরায় ধৃতরা জানায়, নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ওই ব্যবসায়ীকে প্রথমে শ্বাসরোধ করে খুন, তারপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর গলা কাটা হয়। তথ্যপ্রমাণ লোপাট করার জন্য মৃতদেহটি মাটিতে পুঁতে দেয় তারা।

সিপিএমের স্মারকলিপি

তপন, ২৪ জুন : বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে সমস্যা ও গ্রাহকদের হয়রানির প্রতিবাদে মঙ্গলবার সিপিএম-এর তপন এরিয়া কমিটির তরফ থেকে তপন বিদ্যুৎ বণ্টন অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হল। এদিন স্টেশন ম্যানেজারের হাতে আট দফা দাবিপত্র তুলে দেন দলের নেতারা। প্রধান দাবিগুলির মধ্যে ছিল বিদ্যুৎ বিল হ্রাস, নতুন সংযোগে দালালচক্র নির্মূল, দ্রুত ট্রান্সফর্মার প্রতিস্থাপন ও ঘনঘন লোডশেডিং বন্ধ করা ইত্যাদি। উপস্থিত ছিলেন তপন এরিয়া কমিটির সম্পাদক দিলীপ বিশ্বাস সহ কর্মী-সমর্থকরা।

সাংগঠনিক বৈঠক

বালুরঘাট, ২৪ জুন : বালুরঘাট পুরসভার সুবর্ণতট সভাকক্ষে মঙ্গলবার বিশেষ সাংগঠনিক বৈঠকের আয়োজন করে বালুরঘাট শহরের তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। বৈঠকে ২১ জুলাই ধর্মতলার সমাবেশে অংশগ্রহণ করার বার্তা দেওয়া হয়। শহরের তৃণমূলের সভাপতি প্রীতমরাম মণ্ডল জানান, তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বৈঠকটি করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল সহ জেলার নেতৃত্ব।

আহত ৩

পুরাতন মালদা, ২৪ জুন : মঙ্গলবার মালদা জেলা পরিষদের খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ রিতা সিংয়ের গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনাটি ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের চেঁচু মোড় এলাকায় ঘটে। ঘটনায় রিতার স্বামী কৃষ্ণ সিং সহ আরও দুইজন আহত হয়েছেন। গাজলের দিক থেকে আসা একটি লরি তাঁদের গাড়িতে ধাক্কা মারে। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় ওই তিনজন হাতে সামান্য চোট পেয়েছেন।

এক ফোনেই

প্রথম পাতার পর

কারণ তাঁরা বাড়িতে বসেই ডিজেল পেয়ে যাচ্ছেন।

অভিযুক্ত ওই পেট্রোল পাম্প কর্তৃপক্ষের তরফে অস্মিতা জাজোরিয়া বলেন, 'আমরা একটি কোম্পানির সঙ্গে ভেন্ডারশিপে চুক্তি করেছি। সেই কোম্পানি থেকে অনুমতি নেওয়া আছে। চুক্তিতে লেখা আছে, পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত নয় এমন কাজে এভাবে ডিজেল বিক্রি করা যায়। ডিজেল ট্যাংকারে নিয়ম মেনে ক্যালিব্রেটর দিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। সকলেই এটা করতে পারে। এখানে অবৈধ কিছু নেই। অভিযোগকারীরা কেন অভিযোগ করছে জানি না।'

অভিযোগ, ডিজেল, পেট্রোল বিক্রি করার যে গাইডলাইন আছে তা মানা হচ্ছে না। পেট্রোল আইনবহির্ভূত এমন কাজের প্রতিবাদে তাঁরা অভিযোগ জানিয়েছেন। নর্থবেঙ্গল পেট্রোল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য কাজল সরকার বলেন, 'শুধু এইখানেই ভ্রাম্যমাণ উপায়ে ডিজেল বহন করে তা বিক্রি করা হচ্ছে। বেআইনিভাবে কিছু গাড়ি ব্যবহার করে তারা এই কাজ করছে। অবৈধভাবে তেল লোড করা হচ্ছে এবং তা বিভিন্ন জায়গায় বিক্রিও করা হচ্ছে।'

রাতভর সেবকে প্রবল বর্ষণের জের

বিপর্যস্ত ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক

সানি সরকার

১০ নম্বর জাতীয় সড়কে পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়েছে।

শিলিগুড়ি, ২৪ জুন : মধ্যরাতে থমকে সমস্ত গাড়ির চাকা। ওয়াইপারের ঘর্ষণেও গাড়ির কাচ পরিষ্কার হচ্ছে না। বৃষ্টির জলের স্রোত বইছে করোনেশন সেতুর ওপর দিয়ে। বৃষ্টি থামার অপেক্ষায় চালক থেকে যাত্রী, সকলেই। প্রবল বৃষ্টি এবং তিস্তার গর্জনে ওই সময়ই নতুন করে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা দানা বেঁধেছিল। তবে রাস্তা বন্ধ হয়নি বটে, কিন্তু ভূমিধস এবং পাহাড় থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তিতে পড়লেন এই পথের যাত্রীরা। এক ঘণ্টার পথ চলতে লেগে গেল তিন ঘণ্টা। এক রাতের বৃষ্টিতেই যদি এমন পরিস্থিতি হয়, তবে বর্ষার টানা বৃষ্টিতে পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে, তা নিয়েও নতুন করে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এনএইচআইডিসিএল) গত কয়েক মাস ধরে কী কাজ করল, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পশ্চিমবঙ্গের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে, এমন অভিযোগ তুলেই এরাজ্যের পূর্ত দপ্তরের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সড়ক সংস্থা এনএইচআইডিসিএল-কে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দায়িত্ব দেওয়ার দাবি তুলেছিল সিকিম। এমন দাবিতে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির দ্বারস্থ হয়েছিলেন খোদ সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। এমন দাবি তুলেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিজেপির রাজু বিস্টও। কিন্তু দায়িত্বের হাত বদল ঘটলেও ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের তেমন পরিবর্তন যে ঘটেনি, তা মঙ্গলবারের ছবিতে স্পষ্ট। শ্বেতিঝোরা, লিকুভিরে ধস নামা, ভূমিধস বা এই এলাকাগুলিতে উপর থেকে বোল্ডার গড়িয়ে পড়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। কিন্তু মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর ২৯ মাইলেও বোল্ডার আছড়ে পড়ার ঘটনা ঘটেছে। বড় বড় পাথর আছড়ে পড়েছে সেবক, বিরিকদাড়ার মতো এলাকায়। পাশাপাশি লিকুভির সহ বেশ কয়েকটি এলাকায় ভূমিধসের জেরে রাস্তা বসে যায়। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সেবক ও সংলগ্ন এলাকায় বৃষ্টি হয়েছে ১৯৬.২ মিলিমিটার। যা এই মরশুমে সর্বোচ্চ হলেও, সেবকের মতো এলাকায় নতুন নয়। এমন পরিমাণ বৃষ্টি যদি টানা ক'দিন হয়, তবে পরিস্থিতি কোথায় পৌঁছাতে পারে, তা সহজেই স্পষ্ট।

রাস্তা বেহাল হয়ে পড়ায় এদিন সকাল থেকেই যান নিয়ন্ত্রণ করে কালিম্পং জেলা পুলিশ। বিপজ্জনক জায়গাগুলির পরিস্থিতি বুঝেই সেখান দিয়ে গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়। ফলে সড়কটিতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিন কালিম্পং থেকে শিলিগুড়ি ফিরছিলেন স্নেহলতা প্রধান। তাঁর বক্তব্য, 'রাস্তার বর্তমান যা পরিস্থিতি, তাতে যে কোনও দিন রাস্তাটি বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ঘটতে পারে বড় দুর্ঘটনাও।' সেবক পাহাড় থেকে কাদাজল গড়িয়ে পড়ায় এই আশঙ্কা করেন শিলিগুড়ির সুদীপ সরকার। তিনি বলেন, 'অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাড়ি চালাতে হয়েছে। বুঝতে পারছি না, কী কাজ হল জাতীয় সড়কটিতে।'

বিরোধীদের প্রতিবাদ

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

২৪ জুন : নদিয়ায় কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর জয়ের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমার আঘাতে ১৩ বছরের এক নাবালিকার মৃত্যু হয়। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট শহরের নারায়ণপুর এলাকায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল কংগ্রেস নেতৃত্ব। পরে অবরোধের খবর পেয়ে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস সহ পুলিশবাহিনী গিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। একই ঘটনার প্রতিবাদে বালুরঘাটে মিছিল করে বামফ্রন্ট। পতিরাম ও কুমারগঞ্জেও এদিন সিপিএমের মিছিল হয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন বিকেলে কুশমণ্ডি ব্লকের বেড়ইল পঞ্চায়েতের কালীতলায় ঘটনার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করে যুব কংগ্রেস। এছাড়া কুশমণ্ডি চৌরাস্তায় ধিক্কার মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেন সিপিএমের এরিয়া কমিটির সদস্যরা। পাশাপাশি সিপিএমের গঙ্গারামপুর এরিয়া কমিটিও এদিন ধিক্কার মিছিল করেছে। অন্যদিকে, একই ঘটনার প্রতিবাদে মঙ্গলবার হেমতাবাদের নেতাজি মোড়ে সিপিএম ও কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ দেখান এবং প্রতিবাদ সভা করেন।

বালি চুরি রুখতে ২৪ ঘণ্টা পাহারা

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ জুন : বালি চুরি রুখতে এবার আরও তৎপর হল বালুরঘাট থানার পুলিশ। এলাকার নদীর চরগুলিতে ২৪ ঘণ্টা সিভিক ও পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। জেলা সদর লাগোয়া এলাকার নদীবক্ষ থেকে বালি তোলার ঘটনা নতুন কিছু নয়। এলাকা থেকে পাচারকারীদের কর্মকাণ্ড কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না প্রশাসন। নৌকা নিয়ে গিয়ে আত্রেয়ী নদী থেকে বালি তুলে তা ট্র্যাক্টরে বোঝাই করা হয়। অবৈধ উপায়ে বালি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে গিয়ে বেশ কয়েকবার খোদ প্রশাসনিক কর্তারাও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। এমনকি একের পর এক বালি পাচারকারীদের গোষ্ঠী সংঘর্ষের ঘটনাও সামনে এসেছে।

অবশেষে যাবতীয় সমস্যা নজরে রাখতে ও বালি পাচার রুখতে নদীর চরে নজরহারি বাড়ানো হল। এনিয়ে বালুরঘাট থানার আইসি সুমন্ত বিশ্বাস জানিয়েছেন, নদী থেকে বালি পাচার রুখতে নদীর চরগুলিতে ২৪ ঘণ্টা প্রহরার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রশাসনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে আত্রেয়ী নদী থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার অভিযোগ প্রায়ই ওঠে। গত কয়েক মাসে বালুরঘাট ব্লকের বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েত, জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সহ নানা এলাকায় বালির দখল নিয়ে পাচারকারী গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে।

এছাড়াও রাজাপুর, চিঙ্গিসপুরের মতো বিভিন্ন এলাকায় বালি পাচারকারীদের হাতে নিগৃহীত হতে হয়েছে পাচারের বিরুদ্ধে অভিযানে নামা সরকারি আধিকারিকদের। বালুরঘাট ও পতিরাম থানা এলাকার নানা চরে বুলডোজার দিয়ে বাঁশ কেটে অস্থায়ী রাস্তা, ব্রিজ ইত্যাদিও বানিয়ে ফেলছে পাচারকারীরা। যদিও প্রশাসনের কাছে খবর আসার পর সেইসব কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু বালি পাচারকারীদের নিত্যনতুন কৌশলে স্থানীয় প্রশাসন যে দিশেহারা তা বোঝা যায়। তবে এবার পাচার রুখতে সরাসরি নদীর চরে ২৪ ঘণ্টা প্রহরার ব্যবস্থা করায় বালুরঘাট পুলিশের এমন পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

এবার ছুটি।। কোচবিহার শহরে অর্পণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ফরাক্কা ব্যারেজের আবাসনে চুরি

ফরাক্কা, ২৪ জুন : ফরাক্কা ব্যারেজ আবাসনের ৫ নম্বর রাস্তায় চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। চিকিৎসার জন্য এই আবাসনের বাসিন্দারা বর্তমানে বাইরে রয়েছেন। আর সেই ফাঁকেই মেইন গেটের তালা ভেঙে ঘরের সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয় চোরেরা। তবে এই ঘটনায় কী কী জিনিস খোয়া গিয়েছে তা এখনও স্পষ্ট করে জানা যায়নি। সকালে খবর পেয়ে ঘরে পৌঁছায় পুলিশ এবং সিআইএসএফ বাহিনী। তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

এবিষয়ে প্রতিবেশী নোপন দাস বলেন, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রাঞ্জলের কোয়ার্টার এটি। ওঁর বাচ্চা অসুস্থ থাকায় রাতারাতি কলকাতা চলে গিয়েছে। আর সেই সুযোগেই মূল গেটের তালা ভেঙে এই ঘটনা।' দুষ্কৃতীরা মোট তিনটি ঘর তছনছ করেছে। যেহেতু ওই আবাসনের বাসিন্দারা মাত্র একদিনের জন্য বাইরে গিয়েছেন এবং তাই চোর সামনের গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেছিল। তাই স্থানীয় কারও এই বিষয়ে জড়িত থাকার আশঙ্কা করছেন অনেকে। সকলেই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। ব্যারেজ কলোনিতে ২৪ ঘণ্টা প্রহরারত রয়েছে সিআইএসএফ। কলোনির মধ্যে রয়েছে থানা, কলোনির বিভিন্ন গেটে অতিরিক্তভাবে মোতায়েন রয়েছে প্রাইভেট সিকিউরিটি।

রাস্তা সংস্কারে মন্ত্রীর দ্বারস্থ বিধায়ক

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ২৪ জুন : বালুরঘাট ব্লকের খানপুর এলাকার দেড় কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন বেহাল। মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী প্রদীপকুমার মজুমদারের সঙ্গে দেখা করে বিষয়টি লিখিতভাবে জানান বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। রাস্তা দ্রুত পাকা করার দাবি জানিয়েছেন বিধায়ক। এদিকে, এনিয়ে তাঁকে কটাক্ষ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ভোট এলেই বিজেপির তৎপরতা বেড়ে যায় বলে মন্তব্য করেছেন বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার।

অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের খানপুর মোড় থেকে দক্ষিণ খানপুর পর্যন্ত প্রায় দেড় কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা বেহাল। পিচ, পাথর উঠে গিয়ে যেখানে-সেখানে গর্ত তৈরি হয়েছে। গ্রামে চলাচলের একমাত্র রাস্তার এমন দশা হলেও সংস্কারের কোনও উদ্যোগ নেই। যান চলাচল তো দূর অস্ত, হাঁটাই দায়। প্রায়ই ঘটছে দুর্ঘটনা। লোকসভা নির্বাচনের আগে ওই এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে গিয়ে রাস্তা মেরামতের আশ্বাস দিয়েছিলেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। গ্রামবাসীর অভিযোগ, ভোট পেরোনোর পর আর এলাকায় দেখা যায়নি তাঁকে। এনিয়ে অবশ্য কোনও মন্তব্য করতে চাননি সুকান্ত।

> রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। রাস্তা তৈরি করার কথা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের। রাস্তা দ্রুত সারাইয়ের জন্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছি।
>
> **অশোককুমার লাহিড়ি**
> বালুরঘাটের বিধায়ক

এর আগে রাস্তা মেরামতের দাবিতে বাসিন্দারা পথ অবরোধ করেছিলেন। কিন্তু মিলেছে শুধু শুকনো আশ্বাস। বাস্তবে সমস্যার সুরাহা হয়নি।

এবিষয়ে গ্রামবাসী প্রীতি দাস বলেন, 'দীর্ঘদিন রাস্তা বেহাল। এমনই পরিস্থিতি যে হাঁটাচলাই মুশকিল। কোনও টোটো বা গাড়ি গ্রামে ঢুকতে চায় না। মাঝেমধ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। সমস্যার বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ সহ সমস্ত দলের নেতাদের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' একই কথা বললেন টোটোচালক সুদীপ মণ্ডলও।

বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি বলছেন, 'ওই রাস্তায় আমি গিয়েছি। রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। রাস্তা তৈরি করার কথা গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে খুব বেশি খরচ করা যায় না। রাস্তা দ্রুত সারাইয়ের জন্য মন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছি।'

অন্যদিকে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকারের বক্তব্য, 'বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা ভোট এলে অনেক ভাঁওতা দেন। গত লোকসভা নির্বাচনে এই রাস্তা নিয়ে গ্রামবাসীকে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার।' তাঁর সংযোজন, 'রাস্তা নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যে আমরা জেলা পরিষদে জানিয়েছি। আশা করছি, দ্রুত কাজ শুরু হবে।'

মমতার বই স্কুলে, কটাক্ষ সুকান্তের

'হিটলারসুলভ মানসিকতা'

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ জুন : 'মুখ্যমন্ত্রীর লেখা বই পড়লে ছাত্রছাত্রীরা মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।' মুখ্যমন্ত্রীর লেখা ১৯টি বইকে রাজ্যের স্কুলগুলির লাইব্রেরিতে রাখার ফরমানের বিরুদ্ধে এভাবেই কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এছাড়াও তিনি আরও বলেন, 'হিটলার একসময় জার্মানিতে এই মানসিকতা চালু করেছিল। কে কোন বই পড়বে তা কি সরকার ঠিক করে দিতে পারে? সরকার বইয়ের একটি প্রস্তাবিত তালিকা পাঠিয়ে বলতে পারে যে বইগুলি লাইব্রেরিতে রাখা যেতে পারে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর বই রাখতেই হবে তা বলে দিতে পারে না।'

এছাড়া সুকান্তর কটাক্ষ, 'মুখ্যমন্ত্রীর বই যদি এত ভালোই হবে, তবে সেইগুলি সাধারণ বইয়ের দোকানে কেন পাওয়া যায় না। মানুষ বইয়ের দোকানে গিয়ে যেমন শরৎচন্দ্র, বিবেকানন্দের বই কেনে, তেমনই মুখ্যমন্ত্রীর বইও কিনবে।' অন্যদিকে, মঙ্গলবারই দক্ষিণ দিনাজপুরের দুজন শিক্ষক সুকান্তর সঙ্গে দেখা করে স্কুল সংস্কারের জন্য অর্থের অভাবের কথা বলেছেন বলে জানালেন তিনি। সুকান্তর অভিযোগ, বহু স্কুল অর্থের অভাবে সংস্কার করা যাচ্ছে না। আর সেখানে জনগণের ট্যাক্সের টাকা সরকার অপচয় করছে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর বইগুলি শেষপর্যন্ত ঝালমুড়ির দোকানে পাওয়া যাবে।

এদিকে, কালিগঞ্জের উপনির্বাচনে শাসকদলের উল্লাস মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় এক শিশুর মৃত্যু নিয়ে শোকপ্রকাশ করে তিনি বলেন, 'এজন্য তৃণমূলের সংস্কৃতি দায়বদ্ধ। ওই দল বোমা ও বন্দুকে বিশ্বাস করে। শিশুটির বাবা ও মা তাদের ভোট দেয়নি বলেই এই অবস্থা। মুখ্যমন্ত্রী এখন বড় বড় কথা বলে দায় সারছেন। অন্য কোনও মুখ্যমন্ত্রী হলে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারত না। শিশুটির পরিবার আমাদের ভোটার নয় তা জেনেও আমরা তাঁদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। আমার নির্দেশেই সোমবার ওই এলাকার প্রার্থী আশিস ঘোষ ওই বাড়িতে যান।' এছাড়া এমন হিংসার নির্বাচন থেকে মুক্তি পেতে তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানান।

শ্লীলতাহানিতে যুক্ত তিন সঙ্গী গ্রেপ্তার

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত তরুণ

মুরতুজ আলম

সামসী, ২৪ জুন : বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে ১৬ বছরের এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে রতুয়া-১ ব্লক এলাকায়। নাবালিকার পরিবারের তরফে স্থানীয় থানায় এব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করা হয়। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত সহ তার আরও তিন সঙ্গীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধেও যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। নাবালিকার ডাক্তারি পরীক্ষার পর হোমে পাঠানো হয়েছে। এদিকে নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্ত তরুণের বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। গোটা ঘটনায় এলাকায় সালিশি সভা ডেকে গ্রামের কয়েকজন নাবালিকার পরিবারকে টাকার বিনিময়ে বিষয়টি মীমাংসা করে নেওয়ার পরামর্শও দেন বলে অভিযোগ।

পুলিশ জানিয়েছে, রতুয়ার একটি গ্রামের ওই ১৬ বছরের নাবালিকাকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে গ্রামেরই এক তরুণ তার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, গত শনিবার ২১ জুন রাত ৯টা নাগাদ মূল অভিযুক্ত তরুণ ওই নাবালিকাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বাড়ির পাশের মাঠে ধর্ষণ করে। এরপর সে ওই এলাকা থেকে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। এরপর সেখানে অভিযুক্তের আরও তিন বন্ধু হাজির হয়। তারাও নাবালিকার শ্লীলতাহানি করে। প্রাণভয়ে কোনওমতে চিৎকার করে নাবালিকা সেখান থেকে বাড়িতে পালিয়ে আসে। এরপর ঘটনার পরদিন অর্থাৎ রবিবার ২২ জুন ওই নাবালিকা মূল অভিযুক্ত সহ তার তিন বন্ধুকে ফোন করে বাড়িতে ডাকে। চারজন এলে নাবালিকার বাড়ির লোকজন তাদের আটক করে। তারও ২৪ ঘণ্টা পর সোমবার দুপুরের দিকে পুলিশ খবর পেয়ে অভিযুক্ত চার তরুণকে সামসী পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে আসে।

এরপর বিষয়টি চাউর হতেই গ্রামের কয়েকজন সালিশি সভা ডাকে। সেখানে নির্যাতিতার পরিবারকে কিছু টাকা দিয়ে বিষয়টি মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ।

যা ঘটেছে

- ■ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গত শনিবার রাতে অভিযুক্ত তরুণ নাবালিকাকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পাশের মাঠে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ
- ■ তারপর সে সেখান থেকে পালিয়ে যায়
- ■ তরুণের তিন বন্ধু তারপর সেখানে নাবালিকার শ্লীলতাহানি করে বলে অভিযোগ
- ■ রবিবার অভিযুক্তদের নাবালিকার আত্মীয়রা বাড়িতে আটকে রাখেন

রাজস্থানে বাঙালি হেনস্তা

প্রথম পাতার পর

মোজাহার বলেন, 'আমরা বারবার আটকে রাখার কারণ জানতে চেয়েছি। নিজেদের পরিচয়পত্র দেখিয়েছি। কিন্তু ওরা কোনও কথা শুনতে চায়নি। কয়েক ঘণ্টা চরম আতঙ্কে কেটেছে।'

এই খবর খিসাহার গ্রামে এসে পৌঁছাতেই ওই শ্রমিকদের পরিবার বিষয়টি মারনাই অঞ্চলের প্রধান আঞ্জুয়ারা বিবিকে জানান। প্রধান ইটাহারের বিধায়ককে জানান।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে নির্দেশ দেন রাজস্থান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। সেই দৌত্যের পর শেষপর্যন্ত ওই পরিযায়ী বাঙালি শ্রমিকরা রাজস্থান পুলিশের হেপাজত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান।

কিন্তু দিনটির অভিজ্ঞতায় ভিনরাজ্যে কাজ করতে ভয় পাচ্ছেন তাঁরা। ইটাহারে উদ্বিগ্ন তাঁদের পরিবার, আত্মীয়রা। খিসাহার গ্রামে দুই পরিযায়ী শ্রমিকের বৃদ্ধা মা বাহারন বেওয়া বলেন, 'আমরা গরিব। পেটের জন্য আমার দুই ছেলে ও বৌমারা রাজস্থানে কাজ করতে গিয়েছে। ওখানে ওদের বাংলাদেশি বলে পুলিশ আটকে রেখেছিল। খুব দুশ্চিন্তায় পড়েছিলাম।'

বাহারনের প্রশ্ন, 'কেন এরকম আটকে রাখবে। আমরা কি বাংলাদেশি? আমরা তো ইন্ডিয়ায় থাকি।' বিধানসভায় প্রায় একই সুরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'শুধু বাংলা বলার অপরাধে কাউকে বাংলাদেশি বলা হলে সেটা সংবিধানের অবমাননা। সংবিধান সকল ভাষার মর্যাদা দেয়।' তাঁর ভাষায়, 'তামিলনাড়ুতে অনেকে সিংহলি ভাষায়, আবার কেউ নেপালি ভাষায় কথা বলেন। তাহলে কি তাঁদের শ্রীলঙ্কা বা নেপালে পাঠিয়ে দেওয়া হবে? বাংলা ভাষার সঙ্গে যেন এক অদৃশ্য শত্রুতা চলছে।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়া হবে বলে আমার কাছে খবর এসেছে। বাংলাকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য টিকবে তো? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজি এই ভাষাতেই কথা বলতেন।' ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেনের অভিযোগ, 'এই রাজ্যের বিজেপি নেতাদের কথায় প্রভাবিত হয়ে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী মুসলিম পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে।'

কৃতিত্বে চোনা, খেপে লাল

প্রথম পাতার পর

আগে থেকে পরিকল্পনা করা হামলা বন্ধ করার উপায় ছিল না।

ট্রাম্পের ঘোষণায় সোমবার রাত ১২টা থেকে কার্যকর হয় সংঘর্ষ বিরতি। ভারত-পাকিস্তানের মতো ইজরায়েল-ইরান সংঘাত বন্ধের জন্যও কৃতিত্ব দাবি করেন তিনি। ট্রুথ সোশ্যালে লেখেন, 'ইজরায়েল ও ইরান প্রায় একসঙ্গে এসেছিল এবং শান্তির কথা বলেছিল। আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এটাই সংঘর্ষ বিরতির ঠিক সময়। এর ফলে দুই জাতিই অসাধারণ শান্তি ও সমৃদ্ধির সাক্ষী হতে পারবে।'

অপর একটি পোস্টে কাতারে হামলা চালানোর বিষয়ে আমেরিকাকে আগাম অবগত করার জন্য ইরানকে ধন্যবাদ জানান ট্রাম্প। কিন্তু পরে ইরান ও ইজরায়েলের আঘাত, প্রত্যাঘাত তাঁকে বিড়ম্বনায় ফেলে। ইরানের ৩টি পরমাণুকেন্দ্রে আমেরিকা বাংকার বাস্টার বোমা বর্ষণের পর ইরানের ওপর প্রতিশোধ নিতে অভ্যন্তরীণ চাপ বাড়ছিল। কাতারে মার্কিন বায়ুসেনার ঘাঁটিতে হামলায় যা অনেকটা লাঘব হয়েছে।

কাতারের সরকারি মুখপাত্রের অবশ্য দাবি, ওই হামলায় তেমন ক্ষতি হয়নি। অনেক আগেই মার্কিন সেনারা সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে গিয়েছিল। সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল যুদ্ধবিমানগুলি। ইরানি সেনা কিন্তু মার্কিন ঘাঁটি ধ্বংসের দাবিই করেছে। ভারতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত ইরাজ এলাহি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'ইতিহাসে কোনও দেশ আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিকে নিশানা করেনি। ইরান সেটা করে দেখিয়েছে।'

তাঁর কথায়, 'এটিকে প্রতীকী প্রতিশোধ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু আমেরিকা এই বেআইনি পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি ঘটালে আমরা একইভাবে প্রতিশোধ নেব।' ট্রাম্পের যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পর ইজরায়েলের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে তাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ৩ দফায় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। তাতে কমপক্ষে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে।

পরে ইরান হামলা স্থগিত রাখে। ইরানের ইসলামি রেভোলিউশনারি গার্ড সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর হওয়ার পর ইজরায়েলে হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। উলটে ইরানের সরকারি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, সোমবার রাতে গিলান প্রদেশের আস্তানেহ আশরাফিয়া শহরে ইজরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় মৃত্যু হয়েছে দেশের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার অন্যতম কর্তা মোহাম্মদ রেজা সিদ্দিকী সাবেরের। তাঁর মৃত্যু ইরানের পরমাণু কর্মসূচির পক্ষে সর্বশেষ ধাক্কা বলে মনে করা হচ্ছে। এই নিয়ে গত ১২ দিনের সংঘর্ষে ১২ জন পরমাণুবিজ্ঞানীকে হারাল ইরান।

পথ দুর্ঘটনার বলি মা

বহরমপুর, ২৪ জুন : ছেলের সঙ্গে বাইকে চড়ে বাপের বাড়ি যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার বলি হলেন মা।

মৃতের নাম শেখ হাসিনা (৫৯)। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে আসে মুর্শিদাবাদের রাণীতলা এলাকায়। পথে আচমকা বাইক উল্টে যাওয়ায় রাস্তার ওপর ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন তিনি। প্রথমে লালবাগ মহকুমা হাসপাতালে ও পরে সেখান থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।

মৃতের আত্মীয় আতাউর রহমান বলেন, 'ছেলের সঙ্গে বাইকের পেছনে বসে বাবার বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। মাঝপথেই এমন মর্মান্তিক কাণ্ড ঘটে।'

অধ্যক্ষকে অপদস্থ

প্রথম পাতার পর

মালদার জেলা শাসক নীতিন সিংহানিয়া বলেন, 'সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রশাসনকে এই ঘটনার তদন্ত করতে বলা হয়েছে।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শাসকদলের নেতাদের চোখরাঙানি নতুন কোনও ঘটনা নয়। এবার ওই তালিকায় হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজের নাম যুক্ত হল। কলেজ সূত্রে খবর, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজগুলিতে প্রথম সিমেস্টারের পরীক্ষা চলছে। হরিশ্চন্দ্রপুর কলেজে শুক্রবার পরীক্ষা চলাকালীন চাঁচল কলেজের এক ছাত্রের নকল ধরেন কর্তব্যরত শিক্ষক। তিনি ওই ছাত্রের খাতা কেড়ে নেন এবং দশ মিনিট খাতা আটকে রাখেন। কেন ওই ছাত্রের খাতা আটকে রাখা হল, তার কৈফিয়ত নিতে সাত-আটজনকে সঙ্গে নিয়ে সোমবার বিকেলে বিমান কলেজে আসে। কলেজের অধ্যক্ষর ঘরে গিয়ে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করতে থাকে। অধ্যক্ষ বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। রীতিমতো দুর্ব্যবহার করে হুমকি দিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে যায় ওই ছাত্র নেতা। এমন ঘটনায় আতঙ্কিত অধ্যক্ষ সহ কলেজের অন্য কর্মীরা।

অধ্যক্ষের বক্তব্য, বাড়ি দূরে হওয়ায় এলাকায় তাঁকে একা থাকতে হয়। যে ধরনের কথা বলে গিয়েছে ওই ছাত্র নেতা, তাতে তিনি আতঙ্কিত। ছাত্রদরদি বলে থানায় অভিযোগ করতে চাননি তিনি। ওই ছাত্র নেতার সঙ্গে আলোচনায় বসে বিষয়টি মিটমাট করে নেওয়ার কথাও বলছেন অধ্যক্ষ। বিমানের পালটা দাবি, 'অধ্যক্ষ ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছেন। কোনও দুর্ব্যবহার করিনি। বিনা কারণে ওই ছাত্রের খাতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া অধ্যক্ষ দুর্নীতিপরায়ণ। কলেজে নিয়োগ নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে।' যদিও বিমানের অভিযোগ মানতে চাননি কলেজ অধ্যক্ষ। এমন পরিস্থিতিতে দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে জানান কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি রাজ্যের মন্ত্রী তজমুল হোসেন।

এমন পরিস্থিতিতে দলের বড় অংশকে অবশ্য পাশে পাচ্ছে না অভিযুক্ত ছাত্র নেতা। তৃণমূল ছাত্র পরিষদেরই কলেজ ইউনিটের সহ সভাপতি শামীম আক্তার বলছেন, 'এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে আমরা ক্ষমা চাইব। বিমানের মতো নেতাকে দল থেকে বহিষ্কারের দাবি রাখব।' তৃণমূলের ব্লক সভাপতি জিয়াউর রহমান বলেন, 'শিক্ষাঙ্গনে ঢুকে এমন ঘটনা দল বরদাস্ত করবে না। আইন আইনের পথেই চলবে।' ঘটনায় সুর ছড়িয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির উত্তর মালদা সাংগঠনিক সম্পাদক রূপেশ আগারওয়ালা বলেন, 'এগুলো তৃণমূলের সংস্কৃতি। এরা শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করছে।'

ঋষভকে ওর মতো খেলতে দিন : রাহুল

লিডস, ২৪ জুন : ক্রিকেটার হিসেবে তিনি কতটা প্রতিভাবান, তিনি নিজেই জানেন না!

দিন দুয়েক আগে লোকেশ রাহুলকে নিয়ে এমন মন্তব্য করেছিলেন সুনীল গাভাসকার। হেডিংলে টেস্টে রাহুল প্রমাণ করেছেন সানির মন্তব্য সঠিক।

কখনও ওপেনার, কখনও বা মিডল অর্ডার-রাহুল যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন, চেষ্টা করেছেন সেরাটা দেওয়ার। সাফল্যের পাশে ব্যর্থও হয়েছেন। জাতীয় দল থেকে বাদও পড়েছেন। কিন্তু তিনি, রাহুল কখনও হাল ছাড়েননি। যার সেরা প্রমাণ লিডস টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে চাপের মুখে রাহুলের শতরান। তাঁর শতরানের পরও টিম ইন্ডিয়া হেডিংলে টেস্ট জিততে পারবে কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে রাহুল আপাতত প্রশংসার বন্যায় ভাসছেন। গতকাল রাতে চতুর্থ দিনের খেলার শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে রাহুল বুঝিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ক্রিকেটীয় ভাবনা ভিন্ন স্তরের। রাহুলের কথায়, 'যত দ্রুত একজন ক্রিকেটার হিসেবে আপনি বুঝতে শিখবেন যে, মাঠে সেরাটা দেওয়ার পরও সবসময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকে না, ততই মানসিকভাবে শক্তিশালী হবেন আপনি।' লোকেশ নিজেও এভাবেই তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ারের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। বলেছেন, 'মাথা সবসময় ঠান্ডা রাখার পাশে মানসিকভাবে শক্তিশালী হতে না পারলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে লম্বা সময় খেলতে পারবেন না আপনি। অনেক আগেই এই বাস্তব বুঝে গিয়েছি। এখন একজন ক্রিকেটার হিসেবে দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সেই চেষ্টাই করে চলেছি।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের মতো সিনিয়ারদের সঙ্গে দীর্ঘসময় রাহুল কাটিয়েছেন ভারতীয় সাজঘরে। কোহলিদের মতো সিনিয়ারের থেকে অনেক কিছু শিখেছেন তিনি। সেই শিক্ষা এখন কাজে লাগাচ্ছেন। গত ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরে রোহিতের অনুপস্থিতিতে রাহুলকে ইনিংস ওপেন করতে হয়েছিল। সেই সময় থেকেই রাহুলের ক্রিকেটে পালাবদলের শুরু। চলতি বিলেত সফরে লোকেশ এখন বিশেষজ্ঞ ওপেনার। নতুন বল সামলানোর দায়িত্ব নিয়ে হেডিংলে টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করে রাহুল প্রমাণ করেছেন, তাঁর উপর ভরসা রাখা যেতেই পারে। ভারতীয় ওপেনারের কথায়, 'সিনিয়ারদের থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি। সেই শিক্ষা এখন মাঠে কাজে লাগাচ্ছি। জানি সামনে অনেক কঠিন চ্যালেঞ্জ আসবে। আমি সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্য তৈরি।' হেডিংলের মাঠে গতকাল টেস্ট কেরিয়ারের আট নম্বর শতরান করেছেন রাহুল। টেস্টে তাঁর আট শতরানের মধ্যে সাতটি দেশের বাইরে। অথচ তারপরও তাঁর ব্যাটিং গড় ৩৩.৫৭।

কেন? রাহুলের কাছে সরাসরি কোনও যুক্তি নেই আপাতত। তবে টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার ঠিক করে ফেলেছেন আগামীদিনে তাঁর ব্যাটিং গড় আরও ভালো করতে হবে। নিজের ব্যাটিং গড়ের উন্নতির পরিকল্পনার পাশে ঋষভ পন্থের ব্যাটিং নিয়েও মজে রয়েছেন রাহুল। খুব কাছ থেকে দেখেছেন পন্থের শতরান। এহেন ঋষভকে নিয়ে আবেগে ভাসছেন রাহুলও। টিম ইন্ডিয়ার ওপেনার রাহুল তাঁর সতীর্থ ঋষভকে নিয়ে দুনিয়ার দরবারে একটি আবেদনও করেছেন। বলেছেন, 'ঋষভ বিশেষ প্রতিভা। ওকে ওর মতো খেলতে দিন।'

শতরান করে ফেরার পথে ব্যাটে চুমু ঋষভ পন্থের।

কঠিন পরিস্থিতিতে হাল না ছাড়া মনোভাবে নজর কাড়লেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

'ড্র' শব্দ পছন্দ নয় স্টোকসদের

লিডস, ২৪ জুন : নিয়ন্ত্রিত বাজবল। পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেদের প্রয়োগ। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের সঙ্গে যার দুরন্ত মিশেল ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ে। কিন্তু চতুর্থ দিনে ঋষভ পন্থের বিরুদ্ধে বেন স্টোকসের রক্ষণাত্মক ফিল্ডিং, বোলিং স্ট্র্যাটেজি অবাক করেছে নাসের হুসেনকে। অভিযোগ, ক্রিজে আসার পর ঋষভের ওপর চাপ তৈরি করা দরকার ছিল। যদিও সেই তাগিদের অভাব ছিল ইংল্যান্ডের পরিকল্পনায়।

পন্থকে ছাড়, অবাক নাসের

প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক বলেছেন, 'ঋষভের ইনিংসের শুরুতে ইংল্যান্ডের পরিকল্পনা আমার ভালো লাগেনি। ফিল্ডারদের ফাঁকফোকর দিয়ে খুচরো রান নিয়েছে, স্ট্রাইক রোটেট করেছে। যা আটকানো দরকার ছিল। ৪-৫টা বল আটকে দিলে ও কিন্তু ছটফট করত। ঝুঁকি নিতে গিয়ে ভুল করত। উলটে স্লিপ ফিল্ডারও সরিয়ে নেয়। লোকেশও সারাক্ষণ একইভাবে ব্যাট করে গেল। তবে ঋষভের বিরুদ্ধে স্ট্র্যাটেজি অবাক করেছে।'

প্রথম ইনিংসে ৪৭১ রান করে ভারত। যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমান গিলের পর ঋষভ পন্থের শতরান। কিন্তু তারপরও দমে যায়নি ইংল্যান্ড। পালটা জবাবে ৪৬৫। ওলি পোপ, হ্যারি ব্রুকদের পুরো ইনিংস জুড়ে বাজবলের দাপট। মূলত যে কারণেই ফলাফলের দরজা কখনও বন্ধ হয়নি। দলের নবাগত পেসার জোশ টাঙ্গের কথায়, বাজবল অভিধানে ড্র বলে কোনও শব্দ নেই।

জয়ের জন্য ঝাঁপাতে হবে যে কোনও পরিস্থিতিতে, এটাই মন্ত্র ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম-বেন স্টোকসদের। চতুর্থ ইনিংসে ভারতের ছুড়ে দেওয়া ৩৭০ রানের চ্যালেঞ্জের মুখেও ইংল্যান্ডের ইতিবাচক ব্যাটিং। যার ইঙ্গিত চতুর্থ দিনে খেলা শেষে দিয়ে রাখেন পেসার জোশ টাঙ্গ। তাঁর দাবি, ড্র নিয়ে কোনও আলোচনাই নাকি সাজঘরে হয়নি। লক্ষ্য একটাই ৩৭১।

চতুর্থ দিনের শেষে বার্তাটা সাজঘরে পরিষ্কারভাবে সবাইকে দেওয়া হয়েছে। মূল সুর, ইতিবাচক থেকে হেডিংলি টেস্টের 'ফাইনাল শোয়ে' লক্ষ্যপূরণে ঝাঁপাতে হবে। পঞ্চম তথা শেষ দিনে মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি, ঠান্ডা হাওয়ার প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বেন ডাকেট, জ্যাক ক্রলিদের ব্যাটিংয়ে সেই ইতিবাচক মানসিকতার প্রতিফলনই মিলল।

ফেডারেশন মহাসচিব পদে নতুনের সম্ভাবনা

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ জুন : সভাপতির পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের নতুন মহাসচিব পদ নিয়েও এখন জোর জল্পনা। সাজি প্রভাকরণ নাকি চিরাগ তান্না অথবা অন্য কেউ?

যা পরিস্থিতি তাতে প্রফুল প্যাটেলের নিজের সভাপতি হওয়ার খুব একটা আগ্রহ নেই। যদিও নতুন স্পোর্টস কোড অনুযায়ী তাঁর আর দাঁড়াতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি হয়তো ফেডারেশন সভাপতি হওয়ার ঝামেলাটা আর নিতে চাইবেন না। তবে ক্রীড়ামন্ত্রক ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলছেন তিনিই। ফলে প্রফুলের অপছন্দের কেউ আসার সম্ভাবনা তেমন নেই। বিজেপির জাতীয় সম্পাদক ও মুখপাত্র তো বটেই আরএসএসের জাতীয় পর্যায়ের নেতা অরবিন্দ মেননের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো। ফলে তিনিই আপাতত সভাপতি হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে। তবে ক্ষমতার চাবিকাঠি প্রফুলের হাতেই থাকার সম্ভাবনা। তাঁর নিজের লক্ষ্য শুধুমাত্র ফিফার কার্যনির্বাহী সমিতিতে ঢোকা। তিনি সেটাই চেয়ে রেখেছেন অমিত শা'র কাছে। এবারের সভাপতি নিয়োগে কিং মেকার হতে পারে বেশ কয়েকটি রাজ্যের প্রতিনিধিরা। যার মধ্যে আছে বাংলাও।

দৌড়ে সাজি ও চিরাগ

কিন্তু সভাপতি নয়, আসল কাজ করবেন ফেডারেশনের মহাসচিব। এই অরবিন্দের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো সাজির। দুজনেই কেরলের মানুষ। কিন্তু সমস্যা হল, কল্যাণ চৌবের সময় থেকেই সাজি ফুটবলকর্তাদের অপছন্দের তালিকায় চলে গিয়েছেন। তাছাড়া তাঁকে পছন্দ করেন না প্রফুল প্যাটেল নিজেই। তাই অরবিন্দ চাইলেও সাজির পক্ষে ফেরা মুশকিল। চিরাগ বহুদিন ধরে স্বপ্ন দেখেন ফেডারেশনের মহাসচিব পদে বসার। তাঁর সঙ্গে রিলায়েন্সগোষ্ঠীর সম্পর্ক ভালো। তাঁকে ওই পদে বসানোর জন্য এমনকি এফএসডিএলের বিভিন্ন কাজ থেকেও তাঁকে প্রায় মাস দুয়েক হল অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার পরেও তাঁকে আদৌ মহাসচিব পদে ফেরানো সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সব মহলেই। যা খবর, তাতে একেবারে নতুন করে আবেদন করতে বলা হতে পারে। তাঁদের প্রেজেন্টেশন এবং কাজের অভিজ্ঞতা দেখার পরেই হয়তো নিয়োগ করা হবে নতুন মহাসচিব। কারণ এখন আর এই পদটি সাম্মানিক নয়। বেতনভুক সচিব নিশ্চিতভাবেই সভাপতি বা শীর্ষকর্তাদের পছন্দের হবেন একথা বলাই যায়। যেখানে এমনকি প্রফুলের সময়ের কোনও পুরোনো মুখকেও দেখা যেতে পারে মহাসচিব পদে।

লোকেশকে 'অভিভাবক' বলছেন ভন

ভারতীয় দলে স্টোকস দরকার : পূজারা

লিডস, ২৪ জুন : প্রতিভার অভাব নেই ভারতীয় দলে।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবিচন্দ্রন অশ্বীনদের অবর্তমানে তরুণ ভারতীয় ব্রিগেড প্রস্তুত দায়িত্বটা নিজেদের কাঁধে তুলে নিতে। তবে শুভমান গিলের দলে একটাই অভাব- জেনুইন পেস অলরাউন্ডার নেই। হার্দিক পান্ডিয়া আশা জাগিয়ে শুরু করলেও চোটআঘাতে টেস্ট স্কোয়াডের বাইরে। ইংল্যান্ড সফরে শার্দূল ঠাকুরের ওপর আস্থা রাখলেও হেডিংলে টেস্টে হতাশা বাড়িয়েছেন।

চেতেশ্বর পূজারার গলায় সেই সুরটাই ধরা পড়ল। ভারতীয় দলের প্রাক্তন তিন নম্বর ব্যাটারের মতে, ভারতীয় দলে 'মিসিং লিঙ্ক' একজন যথাযথ পেস অলরাউন্ডার না থাকা। শুভমানদের দরকার ছিল বেন স্টোকসের মতো একজনকে। তাহলে ভারতীয় দলের ভারসাম্য অনেক বেড়ে যেত। বিদেশের মাটিতে পেস সহায়ক পরিস্থিতিতে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

> তরুণ ভারতীয় দলে সিনিয়ার সদস্য লোকেশ। দলের অভিভাবকের মতো। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যথাযথ টেস্ট টেকনিক রয়েছে লোকেশের। আমি আগ্রাসী ব্যাটার পছন্দ করি। তবে লোকেশের মতো ব্যাটার দরকার যে কোনও দলের। -মাইকেল ভন

ভারতীয় দলকে নিয়ে পর্যালোচনা পূজারা বলেছেন, 'ভারতের দরকার স্টোকসের মতো একজনকে। যে ব্যাট, বল, ফিল্ডিং- সব বিভাগেই চৌখস। রবীন্দ্র জাদেজা রয়েছে ভারতীয় দলে। কিন্তু ভারতীয় পরিবেশে জাদেজা যথেষ্ট কার্যকর। তিন বিভাগেই প্রভাব রাখতে সমর্থ। কিন্তু বিদেশের মাটিতে তা নয়। দরকার স্টোকসের মতো একজন পেস অলরাউন্ডারকে।'

সুনীল গাভাসকারের পরামর্শ, স্টোকসের মতো কাউকে না পাওয়া গেলে নীতীশ কুমার রেড্ডিকে দিয়ে কাজ চালাতে পারেন গৌতম গম্ভীররা। বলেছেন, 'ভারতীয় দল নীতীশকে নিয়ে ভাবতে পারে। ও যথেষ্ট ভালো ব্যাটার। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে শতরান করেছে। বোলিংয়ে আরও কিছুটা উন্নতি করতে হবে। তাহলে কিন্তু পেস অলরাউন্ডারের অভাব অনেকাংশে মেটাতে সক্ষম হবে ও।'

অপরদিকে, লোকেশ রাহুলের দায়িত্বশীল শতরানে মজে মাইকেল ভন। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের মতে, ভারতীয় ব্যাটিংয়ে লোকেশ হল 'অভিভাবক'। বলেছেন, 'তরুণ ভারতীয় দলে সিনিয়ার সদস্য লোকেশ। দলের অভিভাবকের মতো। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যথাযথ টেস্ট টেকনিক রয়েছে লোকেশের। আমি আগ্রাসী ব্যাটার পছন্দ করি। তবে লোকেশের মতো ব্যাটার দরকার যে কোনও দলের।'

স্বামীর দুরন্ত ইনিংসে আবেগতারিত স্ত্রী আথিয়া শেট্টিও। গর্বিত লোকেশের শ্বশুর সুনীল শেট্টি। সমাজমাধ্যমে নিজেদের প্রতিক্রিয়ায় সেই আবেগ প্রকাশ করেছেন দুজনে। লোকেশের সঙ্গে ছবি পোস্ট করে আথিয়া লিখেছেন, 'এটা স্পেশাল'। জামাইকে নিয়ে সুনীল শেট্টি লিখেছেন, 'চুপচাপ খেলে গেল। কিন্তু এই ইনিংস বলে গেল সবকিছু। তোমাকে নিয়ে গর্বিত আমি।' লোকেশের ব্যাটিং পজিশন নিয়ে 'মিউজিক্যাল চেয়ার' পরিস্থিতি প্রসঙ্গে গাভাসকার বলেছেন, 'লোকেশের কথায়, দেশের হয়ে খেলাটাই মূল কথা। কত নম্বরে খেলছি, সেটা বড় ব্যাপার নয়। দলের প্রয়োজনে যে কোনও পজিশনে খেলতে প্রস্তুত। মানসিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী। আবেগের জায়গায়-দেশ সবার আগে।'

প্রাক্তন ইংল্যান্ড পেসার স্টিভ হার্মিসন আবার গম্ভীরকে পরামর্শ দিচ্ছেন, ঋষভ পন্থের কানের কাছে যেন 'ঘ্যানঘ্যান' না করে! যুক্তি, ঋষভকে ওর মতো খেলতে দেওয়া উচিত। গম্ভীর যেন নিজের মতামত চাপিয়ে দিয়ে ঋষভকে ঘেঁটে না দেয়। এক সাক্ষাৎকারে হার্মিসন বলেছেন, 'টেস্ট ছক্কা বীরেন্দ্র শেহবাগ ও রোহিতের পরই ঋষভ। ওর ব্যাটিংয়ে নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসন দেখলাম। কয়েকটা ছক্কা মারার পর পরিস্থিতির কথায় মাথায় রেখে নিজেকে সংযত করেছে। ভারতীয় দলের কোচদের উচিত, ওকে বিরক্ত না করা।'

ডুরান্ডে বাগানকে নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের ডুরান্ড কাপে খেলা নিয়ে ধোঁয়াশা। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট ইতিমধ্যেই হুমকি দিয়েছে ঐতিহ্যবাহী এই টুর্নামেন্টে না খেলার। যদিও ডুরান্ড আয়োজকদের দাবি, কোনও চিঠি তাঁদের কাছে আসেনি। ফলে মোহনবাগানকে রেখেই সূচি তৈরি হচ্ছে। এইমুহূর্তে দলের একজন সিনিয়ার ফুটবলারও মাঠে নামেননি প্রস্তুতির জন্য।

জুলাইয়ের শেষ বা অগাস্টের শুরুতে এএফসি কাপের জন্য প্রস্তুতি শুরু করাবেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা। তার আগে স্বদেশি বা বিদেশি কাউকেই পাওয়া যাবে না। অথচ জুলাই মাসের মাঝামাঝি ইস্টবেঙ্গলের প্রস্তুতি শুরু হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে তারা যদি ডার্বিতে পূর্ণ শক্তির দল নামায়, সেই ভাবনাও কাজ করছে এক্ষেত্রে। সেই কারণেই এই না খেলার কথা বলে মূলত ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানকে যাতে এক গ্রুপে না রাখা হয় সেই চেষ্টাই করা হচ্ছে। প্রতি বছরই ডুরান্ডে দুই প্রধানকে এক গ্রুপে রেখে টুর্নামেন্টের সাফল্য আনার চেষ্টা করে আয়োজকরা এবং রাজ্য সরকার। সেটাই এবার চাইছে না মোহনবাগান। ফলে সবমিলিয়ে না খেলার একটা ভাবনা শুরু হলেও অনেকেই মনে করছেন, এটা খানিকটা আয়োজকদের চাপে ফেলার খেলাও খেলতে চায় মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট।

দুর্বলতা স্বীকারে নারাজ খোয়াজা

বার্বাডোজ, ২৪ জুন : সাম্প্রতিক সময়ে পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে অজি ওপেনার উসমান খোয়াজার দুর্বলতা বারবার প্রকট হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ সালের পর থেকে পেসারদের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যাটিং গড় ২৫.২৯। যেখানে স্পিনারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিং গড় ৬৫.৮০।

যদিও পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে নিজের দুর্বলতার কথা মানতে রাজি নন অজি ওপেনার। তিনি বলেছেন, 'আমার যদি পেস বোলিংয়ে সমস্যা থাকত, তাহলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অস্ট্রেলিয়ার সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক হতাম না। একজন ওপেনার অন্যদের থেকে বেশি পেস বোলিংয়ের মুখোমুখি হয়।'

এদিকে তরুণ ওপেনার স্যাম কনস্টাস ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খোয়াজার সঙ্গী হতে চলেছেন। এই প্রসঙ্গে অজি তারকা বলেছেন, 'স্যাম খুব প্রতিভাবান ক্রিকেটার। আমার দায়িত্ব ওকে ঠিকঠাক গাইড করা।' বুধবার বার্বাডোজে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট শুরু হচ্ছে।

গায়ানায় পুষ্পার্ঘ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : আইএফএ-এর সিইও পুষ্পার্ঘ্য চট্টোপাধ্যায় এবার নতুন ভূমিকায়। সম্প্রতি তিনি গায়ানা ফুটবল ফেডারেশনের সচিব পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ১ অগাস্ট থেকে পুষ্পার্ঘ্য দায়িত্ব নেবেন। নতুন দায়িত্বে পাওয়ার পর আইএফএ-এর সিইও পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। আপাতত নোটিশ পিরিয়ডে রয়েছেন তিনি।

দোশির প্রয়াণে চমকে যান সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : তাঁর সঙ্গে পরিচয় ছিল দীর্ঘদিনের। যখনই ইংল্যান্ড যেতেন, দেখা হত দিলীপ দোশির সঙ্গে। ৭৭ বছর বয়সে গতকাল রাতে আচমকাই দিলীপের প্রয়াণের খবর পেয়ে মর্মাহত প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। আজ বিকেলে সিএবিতে হাজির হয়ে মহারাজ বলেছেন, 'খুবই খারাপ খবর। গতরাতে ওঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে চমকে গিয়েছিলাম। ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি উনি চলে যাবেন। ওঁর পরিবারের প্রতি রইল সমবেদনা।'

শুধু সৌরভই নন, গতকাল রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লন্ডনে আচমকা দোশির প্রয়াণে শোকের আবহ বাংলা ক্রিকেট সংস্থার অন্দরেও। গত বছর বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের সময়ও কলকাতায় এসেছিলেন দিলীপ। চলতি বছরের শেষের দিকে তাঁর ফের কলকাতায় হাজির হওয়ার কথা ছিল। তার আগে এমন ঘটনায় শোকের ছায়া বাংলা ক্রিকেটে। আজ চলতি বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে সব ম্যাচের আগেই দিলীপের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন হয়েছে।

দিলীপ দোশির ক্রিকেট প্রতিভা নিয়ে বরাবরই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন রবি শাস্ত্রী।

শোকপ্রকাশ শচীন, শাস্ত্রীদের

লন্ডন ও মুম্বই, ২৪ জুন : না ফেরার দেশে দিলীপ দোশি। প্রাক্তন ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ ক্রিকেট বিশ্ব।

বর্ষীয়ান ভারতীয় ক্রিকেটারের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তাঁর স্মৃতিচারণ করেছেন মাস্টার ব্লাস্টার শচীন তেন্ডুলকার। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, 'দিলীপ ভাইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ ১৯৯০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে। ওই সফরে এক ঘণ্টারও বেশি নেটে আমাকে বল করেছিলেন। আমার অনুরাগীও ছিলেন। ওঁর অনুভূতিকে আমিও সম্মান জানাই। তবে দিলীপ ভাইয়ের মতো একজন ভালো মানুষকে মিস করব। মিস করব ওঁর সঙ্গে ক্রিকেট নিয়ে আলোচনা।'

শোকপ্রকাশ করে অনিল কুম্বলে লিখেছেন, 'দিলীপ ভাইয়ের মৃত্যুর খবর সত্যিই হৃদয়বিদারক। ঈশ্বর ওঁর পরিবার-পরিজনকে শক্তি দিক।' প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার রবি শাস্ত্রী লেখেন, 'দিলীপ দোশির মৃত্যুর খবরে সত্যিই দুঃখিত। একজন দক্ষ বোলার, সর্বোপরি একজন আদ্যোপান্ত ভালো মনের মানুষকে হারালাম। ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা।' শোকপ্রকাশ করেছেন সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়দেব শা, প্রাক্তন বিসিসিআই সচিব নিরঞ্জন শা।

জন্মদিনের আগের রাতে ইন্টার মায়ামিকে জেতাতে না পেরে হতাশ লিওনেল মেসি।

ড্র করেও মেসিরা শেষ ষোলোয়

ফ্লোরিডা, ২৪ জুন : ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ ষোলোয় ইন্টার মায়ামির জায়গা নিশ্চিত হল। তবুও জন্মদিনের আগের রাতটা ফিকে হয়ে গেল লিওনেল মেসির জন্য।

আটকে গেল ইন্টার মায়ামি। পালমেইরাসের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র। গ্রুপ পর্ব শেষে দুই দলের ঝুলিতেই ৫ পয়েন্ট। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে গ্রুপ 'এ'-র শীর্ষে থেকে প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করল ব্রাজিলের ক্লাব পালমেইরাস। দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউটের ছাড়পত্র পেলেন মেসিরা।

নকআউটে পিএসজি, বোটাফোগো

১৬ মিনিটে আর্জেন্টাইন ফুটবলার তাদেও আয়েন্দের গোলে এগিয়ে যায় ইন্টার মায়ামি। যদিও আক্রমণ ও সুযোগ তৈরিতে শুরু থেকেই ব্রাজিলের ক্লাবটিরই আধিপত্য ছিল। ৬৫ মিনিটে ২-০ করেন লুইস সুয়ারেজ। পিছিয়ে পড়া পালমেইরাস অল আউট আক্রমণে ঝাঁপানোয় কিছুটা গুটিয়ে যায় মায়ামি। তারই ফায়দা তোলে ব্রাজিলের ক্লাবটি। ৮০ ও ৮৭ মিনিটে পরপর দুই গোল করে ম্যাচ ড্র করে তারা। গ্রুপের অন্য ম্যাচে রুদ্ধশ্বাস লড়াই হল আল আহলি ও পোর্তোর মধ্যে। যদিও ৮ গোলের রোমাঞ্চকর ম্যাচ ড্র হল ৪-৪ ফলে।

অন্যদিকে, সিয়াটেল সাউন্ডার্সকে ২-০ গোলে হারিয়ে 'বি' গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ ষোলোর ছাড়পত্র আদায় করল প্যারিস সাঁ জাঁ। ম্যাচের দুই অর্ধে ইউরো চ্যাম্পিয়নদের হয়ে গোল দুইটি করেন কভিচা কাভারাৎস্কেইয়া (৩৫) ও আচরাফ হাকিমি (৬৬)। অন্যদিকে, বোটাফোগোর বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জিতেও গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ। ৮৭ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আতোঁয়া গ্রিজম্যানের করা। তিন ম্যাচ শেষে বোটাফোগো, অ্যাটলেটিকো দুই ক্লাবের ঝুলিতেই ৬ পয়েন্ট। তবে গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকায় 'বি' গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসাবে নক আউট নিশ্চিত করেছে ব্রাজিলিয়ান ক্লাবটি।

সিয়াটেল সাউন্ডার্স	০-২	প্যারিস সাঁ জাঁ
অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ	১-০	বোটাফোগো
ইন্টার মায়ামি	২-২	পালমেইরাস
পোর্তো	৪-৪	আল আহলি

কাউন্টি ক্রিকেটে শতরান তিলকের

লন্ডন, ২৪ জুন : প্রথম সুযোগেই বাজিমাত। বিলেতের মাটিতে প্রথমবার কাউন্টি ক্রিকেট খেলতে নেমেই শতরান করলেন তিলক ভার্মা। হ্যাম্পশায়ারের হয়ে অভিষেক ম্যাচে এসেক্সের বিরুদ্ধে শতরান করেছেন তিলক। চার নম্বরে ব্যাট করতে নেমে গতকাল ৯৮ রানে অপরাজিত ছিলেন তিলক। আজ হ্যাম্পশায়ার বনাম এসেক্সের ম্যাচের তিন নম্বর দিনে চার নম্বরে ব্যাটিং করতে নেমে সেঞ্চুরি করে নজর কেড়েছেন তিলক। ১০০ রানের পর সিমন হার্মারের বলে ডিন এলগারের হাতে ক্যাচ দিয়ে সাজঘরে ফেরেন তিলক। ২৪১ বলের ইনিংসে ১১টি চার ও তিনটি ছক্কা মেরেছেন তিলক।

মোনাকোতে যোগ দিচ্ছেন পোগবা

প্যারিস, ২৪ জুন : অবশেষে ফুটবলে ফিরছেন ফরাসি তারকা পল পোগবা। শোনা যাচ্ছে, ফরাসি ক্লাব মোনাকোতে যোগ দিতে পারেন এই বিশ্বজয়ী তারকা। এর আগে সৌদি প্রো লিগের একটি দলের সঙ্গে পোগবার কথাবার্তা হলেও শেষপর্যন্ত চুক্তি হয়নি। গত বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ডোপিংয়ের দায়ে ফরাসি তারকাকে চার বছরের জন্য ফুটবল থেকে নিষিদ্ধ করা হয়। তবে গত অক্টোবর মাসে সেই সাজার মেয়াদ কমিয়ে ১৮ মাস করা হয়েছিল। চলতি বছরের মার্চ মাসে পোগবার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠেছে। তারপর থেকেই ফুটবলে ফিরতে মরিয়া ছিলেন ফরাসি তারকা।

ডাকেট শোয়ে স্বপ্নভঙ্গের শঙ্কা

দুরন্ত প্রয়াস। তারপরও বেন ডাকেটের ক্যাচ ধরে রাখতে পারলেন না যশস্বী জয়সওয়াল। ৯৭ রানে থাকা ডাকেট শেষপর্যন্ত ফেরেন ১৪৯ রানে।

ভারত-৪৭১ ও ৩৬৪
ইংল্যান্ড-৪৬৫ ও ২৮৪/৪
(৬৩ ওভার পর্যন্ত)

লিডস, ২৪ জুন : মঞ্চ প্রস্তুত। উঁকি মারছে বছর তেইশ আগে হেডিংলেতে ইংল্যান্ড-বধের সোনালি স্মৃতি। পঞ্চম দিনে যখন খেলা শুরু হয়। ইংল্যান্ডের (চতুর্থ দিনে ২১/০ ছিল) দরকার ঠিক ৩৫০ রান। ভারতের দশ উইকেট।

মাথার ওপর মেঘলা আকাশ। মাঝেমধ্যে বৃষ্টি। সঙ্গে ঠান্ডা হাওয়া। বাইশ গজের দুই দিকে গুডলেংথে পঞ্চম দিনের উইকেটে ক্ষত চিহ্ন। ভারতীয় বোলারদের জন্য একেবারে আদর্শ পরিবেশ। যদিও বাইশ গজের দ্বৈরথে অন্যরকম স্ক্রিপ্ট।

প্রথম দুই সেশনে বেন ডাকেটের সাহসী ব্যাটিংয়ে এলোমেলো শুভমান গিল-গৌতম গম্ভীরদের হিসেবনিকেশ। জ্যাক ক্রলিকে নিয়ে রেকর্ড ১৮৮ রানের যুগলবন্দিতে ভারতীয় সাজঘরে আশঙ্কার মেঘ। উঁকি মারছে ২০২২ সলে বার্মিংহামে ৩৭৭ রানের পুঁজি নিয়ে হারের হতাশা।

প্রথম সেশনে অবিচ্ছিন্ন থেকে দলকে ১১৭/০-তে পৌঁছে দেন ডাকেট-ক্রলি। লাঞ্চের পর গিয়ার বদল। ১২১ বলে ষষ্ঠ সেঞ্চুরিতে পা রাখেন ডাকেট। আরও একটা হাফ সেঞ্চুরি ক্রলির। শেষপর্যন্ত ডাকেটদের দাপটে কিছুক্ষণের জন্য ব্রেক লাগে বৃষ্টিতে। শুভমানদের জন্য শাপে বর।

বৃষ্টির পর খেলা শুরু হলে ম্যাচে ফেরার চেষ্টা ভারতের। প্রসিধের হাত ধরে প্রথম উইকেট ক্রলির (৬৫)। নিজের পরের ওভারে প্রসিধ কৃষ্ণার ঝোলায় প্রথম ইনিংসের সেঞ্চুরিয়ান ওলি পোপ (৮)। ১৮৮/০ থেকে ২০৬/২। দমবন্ধ পরিবেশে কিছুটা স্বস্তির অক্সিজেন।

বাঁহাতি ডাকেটকে কিন্তু রোখা যাচ্ছিল না। মহম্মদ সিরাজদের বল অফস্টাম্পের বাইরে পেলে অনায়াসে বাউন্ডারি হাঁকাচ্ছিলেন। রিভার্স সুইপে বিগড়ে দিলেন জাদেজার লাইন লেংথ। যার সুবাদে ৫৪তম ওভারেই আড়াইশো পার ইংল্যান্ডের।

দরকার আর ১২১। হাতে আট উইকেট এবং ৪৩ ওভার। ঠান্ডা ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে মাঠে উপস্থিত বেশ কিছু ভারতীয় সমর্থকরা হয়তো বৃষ্টির প্রার্থনা করছিলেন। কিন্তু চলতি দ্বৈরথে ফের টুইস্ট। এবার শার্দূল ঠাকুরের জোড়া শিকার। পরপর দুই বলে সাজঘরে ‘বিপজ্জনক’ ডাকেট (১৭০ বলে ১৪৯) ও হ্যারি ব্রুক (০)।

ম্যারাথন ইনিংসের ক্লান্তি। শট হাওয়ায় চলে যায়। বল সোজা পরিবর্ত ফিল্ডার নীতিশ কুমার রেড্ডির হাতে। ইতি ডাকেট-শোয়ে। ফের নতুন করে ম্যাচে ফেরার আশায় বুঁদ হওয়া ভারতীয় শিবিরের।

ততক্ষণে অবশ্য ২১টি চার ও ১টি ছক্কা দিয়ে সাজানো ইনিংসে গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিয়েছেন ডাকেট। উদ্দীপনা বাড়িয়ে পরের বলেই ব্রুক-শিকার শার্দূলের। শার্দূলের হ্যাটট্রিক আটকান বেন স্টোকস। ইংল্যান্ড ২৫৩/২ থেকে ২৫৩/৪।

ক্রিজে ইংল্যান্ড দলের দুই মহিরূহ স্টোকস, জো রুট। দ্রুত দুজনকে ফেরানো মানে ম্যাচ ফের হাতের মুঠোয়। খারাপ আবহাওয়া, মন্দ আলোয় আগেভাগে চা পানের বিরতি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৬৩ ওভারে ইংল্যান্ডের স্কোর ২৮৪/৪। ক্রিজে রুট (২০) ও স্টোকস (২০)। জয়ের জন্য ইংল্যান্ডের দরকার আর ৮৭ রান।

পঞ্চম দিনের খেলা শুরুর আগে ১ মিনিটের নিরাবতা পালন। দুই দলের কালো আর্মব্যান্ড পড়ে মাঠে নামে প্রয়াত প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনার দিলীপ দোশিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে। ভারতীয় শিবিরে আবার ঋষভের বিরুদ্ধে আইসিসি-র পদক্ষেপ নিয়ে অসন্তোষ, ক্ষোভ। তৃতীয় দিনে বল পরিবর্তন নিয়ে আম্পায়ারের সঙ্গে অসৌজন্যতা প্রকাশের অভিযোগ।

প্রয়াত প্রাক্তনকে শ্রদ্ধা এবং ঋষভ-ইস্যুকে সামনে রেখে শুভমান পক্ষের শুভসূচনায় হেডিংলে জয়। লক্ষ্যটা পরিষ্কার ছিল ভারতের সামনে। প্রথম ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ। নতুন বলে সবে ৬ ওভার খেলা হয়েছে। জসপ্রীত বুমরাহর নেতৃত্বে বোলাররা যার ফায়দা তুলতে মরিয়া থাকবে, চতুর্থ দিনের শেষে বলেছিলেন লোকেশ রাহুল।

যদিও প্রথম দুই সেশনে ডাকেট শোয়ে উলটো ছবি। তারকাদের ভিড়ে ইংল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপে ডাকেট অনেকটা ‘খেটে খাওয়া’ সদস্য। বল ছাড়ার বদলে মারতে বেশি পছন্দ করেন। প্রথম আধঘণ্টা বাদ দিয়ে বাকি সময়ে তারই প্রদর্শনী।

মাঝের সেশনে ডাকেটের বাজবলের বিচ্ছুরণে খেই হারাচ্ছিলেন বুমরাহও। অনায়াসে বুমরাহকে মাঠের চতুর্দিকে পাঠাচ্ছিলেন। ডাকেটের ‘রান ডাকাতি’র ধাক্কায় ক্রমশ ফিকে দেখাচ্ছিল শচীন তেন্ডুলকার-সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের ২০০২ সালের হেডিংলে জয়ের পুনরাবৃত্তির লক্ষ্য। ঘুরপাক খাচ্ছিল ২০২২-এর গত সফরে বার্মিংহামে ৩৭৭ রানের পুঁজি নিয়ে জনি বেয়ারস্টো-রুটের জোড়া ধমাকায় ম্যাচ হারের স্মৃতি।

বোলিং ব্যর্থতা সঙ্গে বজায় থাকে ক্যাচ মিসের রোগ। লাঞ্চের ঠিক আগে নিজের বলে ক্রলির (৪২ রানের মাথায়) নীচু ক্যাচ হাতছাড়া করেন বুমরাহ। ফলো থ্রুতে দ্রুত ঝুঁকে পড়ে বলের কাছে পৌঁছেও তা ধরে রাখতে পারেননি। ডাকেটের (৯৭ রানে ছিলেন) ক্যাচ পেলেন যশস্বী জয়সওয়াল।

ক্ষোভে ফেটে পড়েন সিরাজ। প্রত্যাশিত। গোটা ম্যাচে যশস্বী চার-চারটা ক্যাচ ফেলে কার্যত সমীকরণ বদলে দেন।

ক্যাচ মিসে হতাশ মহম্মদ সিরাজ।

রিভার্স সুইপে বেন ডাকেট। তুরীয় মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন সারাদিন।

জুনিয়াররাই কলকাতা লিগে বাজি ডায়মন্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ জুন : গত কলকাতা লিগের ফল কী হবে জানা নেই। বিষয়টি পুরোটাই আদালতের বিচারাধীন। তবে সেইসব না ভেবে আসন্ন কলকাতা লিগকে পাখির চোখ করেছে ডায়মন্ড হারবার এফসি।

এবারের কলকাতা লিগে ‘বি’-গ্রুপে রয়েছে ডায়মন্ড হারবার। মূলত অনভিজ্ঞ ফুটবলারদের নিয়েই দল গড়েছে তারা। এই দলে পরিচিত মুখদের মধ্যে সুপ্রিয় পণ্ডিত, সুব্রত সাঁতরা, দিলীপ ওরাওঁ, রাহুল পাসোয়ানদের দেখা যাবে। এছাড়াও গাংতে, মজিদ, আমজাদের মতো প্রতিভাবান ফুটবলাররাও রয়েছেন। কোচ দীপাঙ্কর শর্মা।

সিনিয়ার দলের হেড কোচ কিবু ভিকুনা কলকাতা লিগে টিডির দায়িত্ব পালন করবেন। কলকাতা লিগে দলের প্রস্তুতি নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘এবারে আমাদের পুরো দলটা প্রায় নতুন। তার ওপর কলকাতা লিগে প্রতিটি প্রতিপক্ষই কঠিন। তবুও আশা করছি, আমরা ভালো ফল করব।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘আমাদের এই দল থেকে কিছু ফুটবলারকে আই লিগের দলে নেওয়া হবে। কিছু ফুটবলার ডেভেলপমেন্ট লিগে খেলবে।’ একই মত কোচ দীপাঙ্করও। পাশাপাশি কিবুর সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেছেন, ‘কিবুর কলকাতা লিগ ও আই লিগে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে। উনি প্রতি মুহূর্তে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে দলকে সাহায্য করছেন।’ দলের সহকারী কোচ অভিষেক দাস কলকাতা লিগকে জুনিয়ার ফুটবলারদের নিজেকে প্রমাণ করার মঞ্চ হিসেবে দেখছেন।

এবারের লিগে জায়েন্ট কিলার হিসেবে উঠে আসতে পারে কলকাতা পুলিশ। দলে সন্দীপ পাল, রাহুল মুর্মুর মতো পরিচিত মুখদের দেখা যাবে। কোচ বিজয় ঘোষের তত্ত্বাবধানে এবারও বড় দলগুলিকে চমক দিতে তৈরি তারা।

এদিকে, কলকাতা লিগে কালীঘাট মিলন সংঘের বাজি কিন্তু বঙ্গসন্তানরা। দলে পরিচিত মুখদের মধ্যে বিবেক সিং, রাজেন ওরাওঁ, বিদ্যানন্দ সিংরা রয়েছে। কোচের দায়িত্বে দেখা যাবে দীপঙ্কর বিশ্বাসকে। আপাতত সুপার সিক্সের যোগ্যতা অর্জন করাই লক্ষ্য তাদের। বুধবার তারা লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে বেহালা এসএসের বিরুদ্ধে খেলবে। ম্যাচ শুরু ৭.১৫ মিনিটে। তার আগে বিকাল ৫টা থেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হবে। এবারের লিগের সব ম্যাচ এসএসইএন অ্যাপে সম্প্রচারিত হবে।

> এবারে আমাদের পুরো দলটা প্রায় নতুন। তার ওপর কলকাতা লিগে প্রতিটি প্রতিপক্ষই কঠিন। তবুও আশা করছি, আমরা ভালো ফল করব।
>
> **কিবু ভিকুনা**
> ডায়মন্ড হারবারের টিডি

কলকাতা লিগের জন্য জার্সি প্রকাশ করল উয়াড়ি।

সুব্রত কাপের ফাইনাল আজ

গঙ্গারামপুর, ২৪ জুন : জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৫ ও ১৭ ছেলে এবং অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পর্যায়ের ফাইনাল বুধবার। গঙ্গারামপুর ফুটবল মাঠে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে প্রথম ম্যাচে নামবে গঙ্গারামপুর মহকুমার রাজীবপুর সেন্ট জোসেফ হাইস্কুল ও বালুরঘাট মহকুমার ফতেপুর বালুপাড়া হাইস্কুল।

দ্বিতীয় খেলায় অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে খেলবে গঙ্গারামপুর মহকুমার কুশমণ্ডি হাইস্কুল ও বালুরঘাট মহকুমার রাজুয়া এসএস হাইস্কুল।

পরে অনূর্ধ্ব-১৭ মেয়েদের বিভাগে খেলবে গঙ্গারামপুরের লোহাগঞ্জ হাইস্কুল ও বালুরঘাট মহকুমার বাদামাইল এলপি হাইস্কুল।

টাউনে ৮ লক্ষের সিন্থেটিক ম্যাট

বালুরঘাট, ২৪ জুন : শতাব্দী প্রাচীন বালুরঘাট টাউন ক্লাবে ব্যাডমিন্টনের আন্তর্জাতিক মানের সিন্থেটিক ম্যাট বসল মঙ্গলবার। বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদারের সাংসদ তহবিল থেকে ৮ লক্ষ টাকার অর্থ বরাদ্দে এই সিন্থেটিক ম্যাট বসেছে। এদিন বিকেলে উদ্বোধনে এসে সুকান্ত বলেছেন, ‘জেলায় প্রথম এমন কোর্ট তৈরি হল। এর ফলে খেলার মানে উন্নতি হবে বলে আশা করছি আমি।’

মহিলা ফুটবল শুরু আজ

রায়গঞ্জ, ২৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার মহিলা ফুটবল বুধবার শুরু হবে। রায়গঞ্জ স্টেডিয়ামে খেলবে নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ, নন্দঝাড় উচ্চ বিদ্যালয় এবং ডাঙাপাড়া আদিবাসী মহিলা ফুটবল দল। উদ্বোধনী ম্যাচে নামবে ছাত্র সমাজ ও নন্দঝাড় উচ্চ বিদ্যালয়।

ফাইনালে বর্ধমান

বালুরঘাট, ২৪ জুন : সিএবি আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ একদিনের ক্রিকেটে মঙ্গলবার মেদিনীপুর ও বর্ধমানের সেমিফাইনাল ম্যাচ বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত হয়। পরে টসের মাধ্যমে বর্ধমানকে জয়ী ঘোষণা করা হয়। বুধবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে খেলবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া।

জিতল মার্শাল

মালদা, ২৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার মার্শাল স্পোর্টিং ক্লাব ২-০ গোলে পিবিপিজে-কে হারিয়েছে। সেলিম শেখ ও সাহেব হাঁসদা গোল করেন। ম্যাচের সেরা সঞ্জয় মুর্মু।

অন্য ম্যাচে শ্রীজনী ক্লাব না আসায় পিকে রামকৃষ্ণ ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়।

অ্যাফিডেভিট

আমি Samiran Biswas আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No. B/2022/ 010745. Dt : 29/03/2022. আমার ছেলের নাম ভুল থাকায় গত 10/06/2025-এ প্রথম শ্রেণীর J.M. মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Hirak Kanti Biswas থেকে Hiyan Kumar Biswas করা হলো। যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/116997)

Tender Notice

Tender has been floated for 11 (Eleven) nos of work under Kahala Gram Panchayat of Ratua-I Dev. Block, P.S.-Ratua, Malda. eNIT No: eNIT/04/KGP/2025-26, Dated:-20/06/2025, Memo No:- 344(6)/KGP/2025, dated:- 20/06/2025 Benefied Contractor are requested to Contact office Notice Board.

Sd/- Prodhan
Kahala Gram Panchayat

চ্যাম্পিয়ন বীরনগর স্পোর্টিং

রায়গঞ্জ, ২৪ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ ক্লাব জুনিয়ার ফুটবল লিগে চ্যাম্পিয়ন হল বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। রানার্স হয়েছে অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল। মঙ্গলবার বীরনগর ৬-১ গোলে স্পোর্টস ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। বীরনগরের রাজীব বর্মন হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। তাদের বাকি গোলস্কোরার সহদেব মুর্মু ও শিবেশ মার্ডি।

দিনের প্রথম ম্যাচে অ্যাকাডেমি অফ ফুটবল ৪-০ গোলে চেলসিকে হারিয়েছে। বিট্টু রায় হ্যাটট্রিক করেন। অন্য গোলটি রোহিত রবিদাসের। লিগের সর্বোচ্চ স্কোরার বীরনগরের রাজীব। রোহিত প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছে। *ছবি ঃ রাহুল দেব*

ট্রফি নিয়ে বীরনগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন।

ট্রফি নিয়ে চোড়লমুনি হাইস্কুল। ছবি ঃ মুরতুজ আলম

সেরা চোড়লমুনি, পিপলা স্কুল

সামসী, ২৪ জুন : চাঁচল মহকুমা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের মহকুমা পর্যায়ের সুব্রত কাপ ফুটবলে অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল চোড়লমুনি হাইস্কুল। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে হরিশ্চন্দ্রপুর হাইস্কুলকে হারিয়েছে। চাঁচল বাহাদুর শা জাফর স্টেডিয়ামে ফাইনালের সেরা শিবজিৎ মুর্মু জোড়া গোল করে। অনূর্ধ্ব-১৭ ছেলেদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন পিপলা হাইস্কুল। ফাইনালে তারা ১-০ গোলে চাঁচল সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। গোল করেন মুকেশ কিস্কু।

সেরা হাতিমারি হাইস্কুল

মালদা, ২৪ জুন : মালদা সদর মহকুমা কেন্দ্রের অনূর্ধ্ব-১৭ সুব্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন হল হাতিমারি হাইস্কুল। মঙ্গলবার মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানে ছেলে এবং মেয়েদের দুইটি বিভাগেই জয়ী হয়েছে হাতিমারি। ছেলেদের বিভাগে হাতিমারি হাইস্কুল ১-০ গোলে হারিয়েছে পোপরা হাইস্কুলকে। হাতিমারির মেয়েদের দলও একই ব্যবধানে মাধাইপুর এআর হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়।

বুধবার চাঁচল মহকুমার কেন্দ্রের খেলা রয়েছে। ওই কেন্দ্রের ছেলে ও মেয়েদের চ্যাম্পিয়ন দল বৃহস্পতিবার চাঁচলে মালদা কেন্দ্রের চ্যাম্পিয়ন দলের মুখোমুখি হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কলকাতা-এর এক বাসিন্দা

09.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 61K 27301 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি অসংখ্য বিজয়ী তৈরি করে আসছে এবং আমিও তাদের সাথে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করতে পেরে খুবই আনন্দিত বোধ করছি। আমি প্রথম পুরস্কারের এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ জিতেছি এবং সকলকে কোটিপতি হওয়ার এই অভাবনীয় সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমার সমস্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা - এর একজন বাসিন্দা সুমিত কুমার সিং - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জয়ী অতনু, স্পন্দন

ম্যাচের সেরা অরিন্দম মৈত্র ও লিটন সরকার (নীচে)।

বালুরঘাট, ২৪ জুন : বালুরঘাট ক্রিকেটার্স অ্যাকাডেমির প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে মঙ্গলবার অতনু একাদশ ৬ উইকেটে টাওয়ার টাইটান্সকে হারিয়েছে। উত্তমাশা এলাকার মাঠে টাওয়ার প্রথমে ৮ ওভারে ৭ উইকেটে ১০০ রান তোলে। নাসির আহমেদ ৫৪ রান করেন। পৃথ্বীশ রায় ১২ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে অতনু ৭ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৩ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা লিটন সরকার ৪০ রান করেন। রৌনক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান ২৯। নাসির ২৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

অন্য ম্যাচে স্পন্দন কালচারাল ফোরাম ২০ রানে মহাদেব অটোমোবাইলের বিরুদ্ধে জয় পায়। স্পন্দন প্রথমে ৮ ওভারে ৫ উইকেটে ১১৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা অরিন্দম মৈত্র ৫৪ রান করেন। দীপ পালের অবদান ৩৭। রাজা খান ৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে মহাদেব ৮ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায়। প্রদ্যুন্য সরকার ৩০ রান করেন। মুকুল ২৫ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ছবি : পঙ্কজ মহন্ত

P.C. CHANDRA JEWELLERS
Since 1939
A jewel of jewels
MORE THAN GOLD
85
PRESTIGIOUS BRANDS OF ASIA 2024-25
UP TO 25% OFF গয়নার মজুরীর উপর
UP TO 10% OFF হীরে ও গ্রহরত্নের মূল্যের উপর
100% GUARANTEED Exchange পুরোনো সোনার গয়নার উপর
20% OFF* RIHI - Silver Jewellery Collection-এর মজুরীর উপর
#InfiniteChoices
SWARNA MRIGAYA
মনোমোহিনী অলঙ্কারের অনন্য প্রদর্শনী
অফার 29th June, 2025 অবধি বৈধ
Certified হীরে* | Golden Dreams- মাসিক স্বর্ণ সঞ্চয় প্রকল্প* | গিফট কার্ড*
pcchandraindia.com | amazon
Follow us on
Customer Care: 8010700400
WHATSAPP US: 6293759760
আমাদের শোরুমগুলির লোকেশন বিশদে জানতে অনুগ্রহ করে এই QR Code Scan করুন
70+ Showrooms
R K SWAMY PCCJ 2019 25